লাবণ্যবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

উজ্জয়িনী।

সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত। গগনমণ্ডল অল্প মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণ অনুজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। সমুদয় নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যা-সমীরণ-সঞ্চালিত উদ্যান লতাবলীর ও চন্দ্রমা-কিরণ-রঞ্জিত শিপ্রানদীর তরঙ্গাবলীর অল্প অল্প শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

ক্রমে দুই চারি দণ্ড করিয়া রজনী গভীরা হইয়া উঠিল। শশধর গগনমণ্ডলের উচ্চতম স্থান অবলম্বন করিলেন; পুরবাসিগণের শব্দমাত্রও আর শ্রুতিপথাগত হয় না; প্রকৃতি সমস্ত দিবস বাচালতা প্রকাশ জন্য লজ্জিতা হইয়াই যেন সংপ্রতি প্রশান্ত গম্ভীরতা অবলম্বন করিলেন।

এপর্য্যন্ত একজন বৈদেশিক একাকী নগর প্রান্তবর্ত্তী রথ্যায় বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট হইয়া এক এক বার নগরীর সৌধাবলীর চূড়া-চয়ের প্রতি ও এক এক বার শিপ্রানদীজলের প্রতি ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; অবশেষে কহিলেন,—

"হায়! দৈবনিগ্রহে যে পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, করিলাম; সংপ্রতি কোথায় যাই? আপাততঃ এই উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া পড়িয়াছি, আর এস্থান ওস্থান করিয়া ভ্রমণ করিলেই বা কি ফললাভের সম্ভাবনা? অবশেষে আমার কি হইবে? আমি ভিন্ন এমত সময়ে সমস্ত লোকেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রাজা তাঁহার দুগ্ধফেননিভ শয্যায়, দরিদ্র তাহার তৃণ-রচিত আস্তরণে, ফলতঃ যে যেরূপ অবস্থার লোক সে তদুপযোগা উপকরণে বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছে। যাহারা দৈনন্দিন পরিশ্রম দ্বারা অতিকষ্টে জীবিকা বৃত্তি নির্ব্বাহ করে, রজনীযোগে তাহাদেরও মাথা দিয়া দাঁড়াইবার স্থানের অপ্রতুল নাই; কিন্তু বিধাতা আমার ললাটে কি ভয়ঙ্কর বর্ণাবলীই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন!"

এইরূপ খেদোক্তির সময়ে বৈদেশিক বার বার স্বীয় জীর্ণ পরিচ্ছদের মধ্যে পয়সা অনুসন্ধানাশায় হস্ত প্রদান করিতে ছিলেন। "হা জগদীশ্বর! একটী পয়সাও নাই! ক্ষুধায় যে প্রায় প্রাণ যাইবার উপক্রম হইল!"

তিনি স্বীয় কোষস্থ অসি নিষ্কাষিত করিলেন; চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত সেই অসিফলকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার দ্বিগুণ বিষাদোদয় হইল। কহিলেন,—

"হে খড়্গ! তুমি আমার প্রাচীন ও অকৃত্রিম মিত্র; তোমায় আমায় কখনই বিচ্ছেদ ঘটিবেক না; যদ্যপি অনা-

হাযে পঞ্চত্বও পাই তথাচ তুমি আমারই রহিবে। অহহ! কি সুখময় সময়েরই স্মরণ হইতেছে, যখন প্রভাবতী তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিলেন; সেই বরবর্ণিনীর বাহুপাশ বদ্ধ হইয়া আমি তাঁহার সেই মুখকমলে ও তোমায় চুম্বন করিলাম! অপর জগতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে পরন্তু এখানে তোমায় আমায় কখনই বিচ্ছিন্ন হইব না।”

এই কথা বলিতে বলিতে নয়নে বাষ্পোদ্‌গম হইল; পথিক দুই এক অশ্রুবিন্দু করদ্বারা পরিমার্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

“কি উৎপাৎ! শুষ্ক চক্ষে আবার বাষ্পসঞ্চার! আমার কি আর বিলাপের কাল আছে! ভূতধাত্রি! তুমি তোমার বহু বহু হতভাগ্য সন্তানকে নিজক্রোড়ে শান্ত সুষুপ্তির ফলভোগী করিয়াছ; আমার প্রতি কি তোমার দয়া নাই?”

এই সময় বীর-স্বভাব-সিদ্ধ ধৈর্য্যগুণ বৈদেশিকের হৃদয়ে পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—

“অথবা, মূঢ়েরাই বিপদে অভিভূত হয়, কাপুরুষেরাই দুরবস্থায় জড়ত্ব অবলম্বন করে. মাদৃশ ব্যক্তির সামান্য দারিদ্র্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।”

বৈদেশিক এইরূপে আপনি আপন চিত্তকে ধৈর্য্যবান্ করিতেছেন ইতিমধ্যে অদূর রথ্যায় পদসঞ্চার শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তদুদ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি পথ দিয়া গমন করিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,

“জগদীশ্বর কোন একটা উপায় না দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; পরিচ্ছদ দৃষ্টে অনুমান হইতেছে এব্যক্তি অবশ্যই ভদ্রলোক হইবেক। ইহার নিকট কি ভিক্ষা করিব? হাঁ অবশ্যই এক্ষণে আমার পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি শ্রেয়স্করী। গান্ধার

নগরে নরাধম হওয়া অপেক্ষা উজ্জয়িনীর ভিক্ষুক হওয়া ভাল। ভিক্ষাজীবের শরীর জীর্ণ কন্থাবৃত হইলেও তন্মধ্যগত তেজস্বী আত্মা উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতে পারে।”

পথিক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখেন অপর একব্যক্তি চুপে চুপে প্রথম ব্যক্তির পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে। ভাব ভঙ্গী দ্বারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি দস্যু, নাগরিকের প্রাণ বধানন্তর অর্থ লইবার চেষ্টায় যাইতেছে। ইহা দেখিয়া পথিক কিয়ৎক্ষণ একটা অন্তরালে লুকাইলেন, পরে প্রচ্ছন্নভাবে তস্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইতিমধ্যে চোর যথার্থ অস্ত্র উত্তোলন করিল, কিন্তু প্রহার না করিতে করিতেই পথিক কর্তৃক বাহুদ্বারা আহত হইয়া ভূমি পতিত হইল।

সম্ভ্রান্ত নাগরিক পশ্চাৎভাগে চাহিলে চোর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়ন করিল, ভিক্ষুক একটু হাস্য করিলেন।

নাগ। “কি এ? কি এ? এসকলের তাৎপর্য্য কি?”

বৈদে। “না মহাশয়! ও কিছুই নয়; আপনার প্রাণরক্ষা হইল মাত্র।”

নাগ। “কি বলিলে? আমার প্রাণ রক্ষা! সে কি প্রকার?”

বৈদে। “আজ্ঞে না এমন কিছু নয়; তবে ঐ যে ভদ্রলোকটী আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন তাঁহারই কথা কহিতেছি। সংপ্রতি আপনি একটী সামান্য মুদ্রা প্রদান করিলেই প্রাণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একশেষ করা হয়; অন্ততঃ আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিউন মহাশয়! আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছি।”

নাগ। “প্রস্থান কর! প্রস্থান কর! তোমাদের ও সকল কৌশল আমার অবিদিত নাই। তুমি বিলক্ষণ চালাক লোক

দেখিতেছি। দেবতার নামও বলিবে চুরিও করিবে। দেখ,—ও সকল চালাকি অন্য আল্‌গা লোকের কাছে করো; মুক্তারাম ও সকল চালাকিতে ভোলেন না,—বুঝলে ?”

ক্ষুধার্ত্ত হতভাগ্য পথিক কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া ঐ উপহাস-পর নাগরিকের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

বৈদে। “মহাশয় আমাকে কি ভণ্ড জ্ঞান করিলেন ? আমি সেরূপ লোক নই; কিঞ্চিৎ বদান্যতা প্রকাশ করুন্ নতুবা ক্ষুধায় এই রাত্রেই আমার প্রাণ বিয়োগ হয়।”

নাগ। “দূর হও! আমি বলিতেছি দূর হও! নচেৎ”—এই বলিয়া ঐ নির্দ্দয় ব্যক্তি স্বীয় পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল এবং স্বচ্ছন্দে আপন প্রাণ রক্ষকের প্রতি লক্ষ্য করিবার উপক্রম করিল।

বৈদে। “হা জগদীশ্বর! উজ্জয়িনী নগরে প্রত্যুপকার প্রদর্শনের এইরূপ নিয়ম না কি ?”

নাগ। “দেখ! প্রহরী অধিক দূরে নাই, আমি একটু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেই——”

বৈদে। “কি যন্ত্রণা! তুমি কি আমাকে চোর বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছ ?”

নাগ। “মঙ্গল চাও ত বাক্য ব্যয় করিও না, আমি বার বার বলিতেছি।”

বৈদে। “তোমার নাম মুক্তারাম না? হাঁ হাঁ এই মাত্র কহিয়াছ বটে। যাহা হউক তোমার নামটী আমাকে লিখিয়া রাখিতে হইবেক। উজ্জয়িনী নগরে পদার্পণ করিয়া আমার এই অদ্বিতীয় পাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।”

পথিক কিয়ৎ মুহূর্ত্ত তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন, পরে উচ্চ গম্ভীরস্বরে

কহিলেন "দেখ মুক্তারাম! কিছু দিন পরে যখন 'বজ্রবাহু' এই নামটা শুনিতে পাইবে তখন——কাঁপিতে হইবেক!"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর বজ্রবাহু পরিবৃত্ত-মুখ হইলেন এবং সেই পাষাণহৃদয় নাগরিককে পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দস্যুদল।

অধুনা উক্ত দুর্ভাগ্য উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত পথিক উজ্জয়িনীর রাজ-পথ দিয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন; তিনি পর্য্যায় ক্রমে হাস্য ও অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে এক এক বার স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হন, বোধ হয় যেন কোন অলৌকিক মহৎকার্য্য সম্পাদনের কল্পনা করিতেছেন; আর বার দ্রুত পদ বিক্ষেপে অগ্রে গমন করেন, বোধ হয় যেন সেই কার্য্য সমাধানে ব্যগ্র হইয়াছেন।

রাজকীয় কোন অট্টালিকার স্তম্ভপৃষ্ঠে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ ন্যস্ত করিয়া তিনি আপন দুরবস্থাচয়ের সমষ্টি গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত অক্ষি যুগল ইতস্ততঃ শান্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল; পরন্তু শান্তির দর্শন কোথায়!

অবশেষে নিতান্ত হতাশস্বরে খেদ করিতে লাগিলেন; "হায়! অদৃষ্ট আমাকে হয় অতি চমৎকার মহৎকার্য্য বা অতি জঘন্য লোক-বিত্রাসক পাপকার্য্যের সম্পাদনে নির্দ্ধারিত

করিয়াছে। মনুষ্যের বিস্ময়োৎপাদক কার্য্য করিব এই আমার অদৃষ্টের লিখন। মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন বিজয়সেনের অভ্যস্ত নয়; সাধারণ মনুষ্যেরা যে সকল সামান্য কার্য্যে লিপ্ত থাকে সে সকল বিজয়সেনের উপযুক্ত নয়! দৈবের দারুণ হস্ত ব্যতিরেকে কে আমাকে এখানে আনয়ন করিল? হায়! অতুল বিভব-শালী গান্ধার রাজের পুত্র যে অদ্য এই উজ্জয়িনী নগরে ভিক্ষুক বেশে যাচ্ঞা করিয়া বেড়াইবে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও অনুধ্যান করিয়াছিল? দেখ আমি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি সম্পন্ন হইয়াও এই জীর্ণ মলিন দীন বেশে ক্ষুধার জ্বালায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদা যে সকল ব্যক্তি আমার অর্থে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পাইয়া পুষ্টাঙ্গ হইয়াছে অধুনা তাহারা আমার এই দুঃসময়ে এক মুষ্টি তণ্ডুল প্রদানেও অস্বীকৃত! কি চণ্ডাল! কি নিষ্ঠুর! এ সমস্ত পাপাত্মাগণ কি বলিয়া লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিষ্কৃতি পাইবে?"

তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। আবার কহিলেন,—

"যাহা হউক আমাকে ইহা সহ্য করিতে হইবেক; আমি অবশ্যই স্বীয় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিব। আমি সকল পথেই পরিভ্রমণ করিয়া দেখিব; যত প্রকার দুরবস্থার পদ্ধতি আছে সকল গুলিতেই আমাকে এক এক বার পদার্পণ করিয়া দেখিতে হইবেক; অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক তথাচ আমি আমিই; তথাচ অসাধারণ কার্য্যাচরণে চেষ্টার ত্রুটি হইবেক না। অতএব এক্ষণে আমার আর গান্ধারবাসিগণের দেব তুল্য পূজ্য 'কুমার বিজয় সেন' নামে প্রয়োজন নাই; আমি সংপ্রতি বজ্রবাহু নামক ভিক্ষুক হইলাম। ভিক্ষুক উপাধি সামাজিক মর্য্যাদার

সর্ব্বাধম পদ বটে কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত নির্ব্বাসিত অযোগ্য দিগের কুল তালিকায় উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।”

অদূরে কোন কিছুর শব্দ শ্রবণ গত হইল; বজ্রবাহু ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন তিনি কিয়ৎ পূর্ব্বে যে দস্যুকে মৃত্তিকা ক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন সে ও তদ্বৃত্তিজীবী আর দুই জন একত্র হইয়া কাহারও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

বজ্রবাহু অনায়াসেই অনুমান করিলেন যে উহারা তাঁহারই অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। তখন তিনি কতিপয় পদ অগ্রসর হইয়া সঙ্কেত-সূচক শব্দ করিলেন।

দুর্ব্বৃত্তেরা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল; পরস্পর কিছু ফুস্ ফাস্ করিল ও কিয়ৎক্ষণ যেন কর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ের ন্যায় রহিল।

বজ্রবাহু দ্বিতীয় বার শব্দ করিলেন।

“হাঁ এ সেই ব্যক্তিই বটে তার ভুল নাই” এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা মন্দ গমনে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বজ্রবাহু আপন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অসি নিষ্কাষণ করিলেন; ঐ তিন অজ্ঞাত ব্যক্তি (ইহারা সকলেই ছদ্মবেশধারী ছিল) কতিপয় পদ দূরে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, “কিহে, ব্যাপারটা কি? ওহে তুমি আত্ম সাবধান করিতেছ কেন? তোমার ভয়ের কারণটা কি?”

বজ্র। “কারণ এমন কিছু নয়, তবে আমার চেষ্টা এই যে তোমরা আমা হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিলেই বড় ভাল হয়; আমি তোমাদের চিনি; তোমরা কয়েকটী সাধু ভদ্রলোক, অন্যের প্রাণনাশরূপ সদ্বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাক?”

প্রথম দস্যু। “তুমি আমাদের উদ্দেশে সঙ্কেত করিতেছিলে?”

বজ্রবাহু। “হাঁ করিতেছিলাম বটে।”

এক জন দস্যু। "কেন, আমাদের সহিত তোমার প্রয়োজন ?"

বজ্রবাহু। ভাইরে! তবে শোন; আমি এক জন বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগা লোক ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়েছি; তোমাদের ভাগ হইতে আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।"

এক জন দস্যু। "কিছু ভিক্ষা! হা! হা! হা! এবড় মজার কথা; আমাদের কাছে থেকে ভিক্ষা! ওঃ! তার সন্দেহ কি! তুমি এর পর যথেষ্ট ভিক্ষা পাবে এখনি।"

বজ্রবাহু। "কিম্বা আমাকে পঞ্চাশটী টাকা দাও; আমি তোমাদের চাকরী স্বীকার করিব এবং ক্রমশঃ কাজ করিয়া ধার শোধ দিব।"

১জন দস্যু। আঁ? তবে তোমার পরিচয়?"

বজ্র। "পরিচয় আর কি; আমি এক জন ক্ষুধার্ত্ত পামর; এ অঞ্চলে আমার তুল্য হতভাগা আর নাই। সংপ্রতি আমার অবস্থা এই; কিন্তু পরে দেখ্‌তে পাবে আমি কেমন মজবুত লোক। এই যে আমার অস্ত্র খানি দেখ্‌ছ যদি মনে করি ইহা দ্বারা যে কোন বুক (তেডবল সাঁজোয়ায় আচ্ছাদিত থাকুক না কেন) অক্লেশে বিদ্ধ করিতে পারি। যদি প্রলয় কালের অন্ধকার জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তথাপি আমার কোপ কখনও বেঠিক জায়গায় পড়িবেক না।"

১জনদস্যু। "যদি এরকম, তবে আমার সঙ্গে যুত্ নাকরে আগেই আমাকে আঘাত করিতে হয়?"

বজ্রবাহু। ভাইরে! ভাবলেম এক—হল আর। আমি ভেবেছিলাম, কিছু পাব, সে পাজী আমাকে কিছুই দেয় নাই।"

১জনদস্যু। "দেয় নাই? তা সে ভালই হয়েছে; যাহোক শুন ভাই! তুমিত কথায় খাটী আছ?"

বজ্রবাহু। "হতাশ কখন মিথ্যা কথা কয় না।"

১জন দস্যু। "অরে! বিশ্বাস কি যদি তুই বিশ্বাসঘাতকতা করিস"—

বজ্রবাহু। "তা হলেও কিছু আমি তোমাদের হাত ছাড়ার মধ্যে নই; আর তোমাদের ছোরার ধার এখনও যেমন তখনও তেমনি তাক্ষ্ই থাকিবে।"

ঐ তিন জন ভীষণ সঙ্গী কিয়ৎক্ষণ চুপে২ পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিল; পরে সকলেই আপন২ ছোরা খাপ মধ্যে নিবদ্ধ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল "তবে আর বিলম্ব কেন? আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসায় চল; সদর রাস্তায় কাজের কথা কহা বুদ্ধির কর্ম্ম নয়।"

বজ্রবাহু। "চলিলাম, কিন্তু ভাইরে! পাছে তোমাদের মধ্যে কেহ আমার প্রতি শঠতাচরণ কর এই ভয়ে কাঁপিতেছি। অহে বন্ধু! ইতি পূর্ব্বে তোমাকে যে অন্যায় একটু আঘাত করিয়াছি সে বিষয়টা আমাকে মাপ কর; অতঃপর আমি তোমার ধর্ম্মভাই হইব।"

সকল দস্যু। "না হে, না, তোমার কোন ভয় নাই. কেহ তোমাকে কোন কুব্যবহার করিবে না। যদি কেহ করে সে আমাদের শত্রু হইবেক। তোমার মত মজার লোক না হইলে আমাদের দলের রগড় হয় না; এস কোন ভয় নাই!"

সকলেই গমন করিতে লাগিল; বজ্রবাহু তাহাদের দুই জনের মধ্যে মধ্যে চলিলেন; প্রতিমুহূর্ত্তেই তিনি ইতস্ততঃ সন্দীহান দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতেছিলেন; পরন্তু দস্যু দিগের মধ্যে সেরূপ কুভাব লক্ষিত হইল না। তাহারা বরাবর তাঁহাকে লইয়া চলিল এবং ক্রমে নদী তীরে উপস্থিত হইল; ঐ স্থলে এক খান ক্ষুদ্র

নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল, উহা খুলিয়া দাঁড় বাহিয়া চলিল এবং অবশেষে নগরের অতি দূরবর্ত্তী ভাগে গমন করিল। সকলেই তথায় নৌকা হইতে নামিয়া কিয়ৎ সংখ্যক গলি ঘুঁজি অতিক্রম করতঃ একটা নির্জ্জন বাটীর দ্বারে উপনীত হইলে, দ্বারে আঘাত করা হইল; একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং সকলের অগ্রে অগ্রে চলিয়া একটী প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন গৃহে উপস্থিত হইল। সে ঐ উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় অৰ্দ্ধহৃষ্ট, অৰ্দ্ধবিষণ্ণ, অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল। বজ্রবাহুও, কোথায় আসিলেন বুঝিতে না পারিয়া এবং দস্যুদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ভাল করিলেন কিনা ইহা না বুঝিয়া বড় স্থির চিত্ত হইতে পারেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

শক্তিপরীক্ষা।

দস্যুরা স্ব স্ব আসনে উপবেশন না করিতে করিতেই পুনরায় দ্বারাঘাতের শব্দ শ্রুত হইল। সরস্বতী (সেই স্ত্রীলোকটীর নাম) যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল; আর দুই জন পুরুষ আসিয়া দল পুষ্টি করিল; ইহাদের উভয়েই ঐ অজ্ঞাত আগন্তুক ব্যক্তির আপাদ মস্তক সম্যক রূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

প্রথম যাহারা বজ্রবাহুকে এই সুমর্য্যাদ সমাজে লইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একজন কহিল "তবে ভাল—এখন দেখা যাউক তোমার রকম কি?"

এই কথা বলিয়া সে এক প্রদীপ হস্তে লইয়া বজ্রবাহুর মুখের দিকে ধরিলে দীপ প্রভায় তাঁহার কৃত্রিম ভীষণ মুখশ্রী স্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল।

"দুর্গা রক্ষে কর!" বলিয়া সরস্বতী ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল; "ওকে শিগ্‌গার বিদেয় কর; ও বাবা! এমন ভয়ানক চেহারা ত কখন দেখিনি!"

সে পিছন ফিরিয়া ভয়ে হাত দিয়া স্বীয় চক্ষু আবৃত করিল; বজ্রবাহু তাহার প্রতি ভীষণ দৃষ্টি করিলেন। দস্যুদের মধ্যে এক জন বজ্রবাহুকে কহিল "অরে! প্রকৃতির নিজ হস্তই তোকে এক জন খুনকারী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমাদের কাছে আর ভাঁড়াইলে কি হবে? ভাই! বল্ দেখি তুই এত দিন পর্য্যন্ত ফাশি হইতে কি ফিকিরে পলাইতেছিস্? কোন্ কারাগারে তুই তোর শেষ বেড়ী ভাঙ্গিয়াছিস্?"

বজ্রবাহু স্বীয় ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন "তোমরা যেমন বর্ণনা করিলে যদি আমি বাস্তবিক সেইরূপ হই, তবে সে আমার পক্ষে বড় মঙ্গলের বিষয়। আমার ভাবী জীবন যাপন প্রণালী যেরূপই হউক তাহাতে দোষারোপ করিতে স্রষ্টার অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতেই তিনি আমার সৃষ্টি ও আমাকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।"

পাঁচ জন দস্যু কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হইয়া একত্রে পরামর্শ করিতে লাগিল; তাহাদের পরামর্শের ভাব সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ সময়ে বজ্রবাহু অন্যমনস্কবৎ চুপ করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা পুনশ্চ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল; তাহাদের মধ্যে সমধিক ভয়ানক মূর্ত্তি এবং দৈহিক শক্তি সম্পন্ন

এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বজ্রবাহুকে নিম্নলিখিত রূপে সম্বোধন করিল।—

"ভাই হে! শ্রবণ কর। উজ্জয়িনী নগরে পাঁচটী মাত্র দস্যু বর্ত্তমান আছে; তুমি তোমার সম্মুখেই এই তাহাদিগকে দেখিতেছ; ষষ্ঠ হইতে তোমার অভিলাষ হয়? ইহাতে তোমাকে বেকার বসিয়া থাকিতে হইবেক না। আমার নাম মহাকায়; আমি এই দলের কর্ত্তা। ঐ যে দৃঢ়কায় রক্তকেশ ব্যক্তিকে দেখিতেছ উহার নাম রক্তকেশ; যাহার চক্ষু বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় পট্ পট্ করিতেছে উহার নাম রুদ্রাক্ষ; ও বড় রগড়ের লোক! আজি রাত্রে তুমি যাহাকে টিপন দিয়াছিলে তাহার নাম সুবাহু; আর ঐ যে সরস্বতীর পরেই স্থূলোষ্ঠ কুম্ভকর্ণটী দাঁড়াইয়া আছে উহার নাম ভীমনাদ। এখন তবে তুমি আমাদের সকলকেই চিনিলে; আর দেখ তুমি একজন পয়সা হীন ভূত, এজন্য আমরা তোমাকে আমাদের দলে ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কিন্তু আদৌ তোমাকে ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইবেক যে, শেষে তুমি গোলোযোগ না কর।"

বজ্রবাহু কথার উত্তর না করিয়া আপন মনেই বকিতে লাগিলেন "আরে! আমার ক্ষুধায় প্রাণ যায় যে!"

মহা। "উত্তর দাওহে! আমাদের সঙ্গে ধর্ম্ম ব্যবহার করিবে কিনা?"

বজ্র। "তার আর কি হাতে পাঁজি মঙ্গলবার? কাজ পড়্‌লেই দেখ্‌তে পাবে।"

মহা। "দেখ ভাই! বিশ্বাস ঘাতকতার অণুমাত্র সন্দেহ পাইলেই তোমার প্রাণটী যাবে। রাজ প্রাসাদে যাইয়া আশ্রয় লও

এবং অবন্তি রাজ্যের যাবতীয় সেনাগণে পরিবেষ্টিত থাক—যদি রাজা স্বয়ং তোমাকে নিজ বাহু যুগলের মধ্যে করিয়া রাখেন, আর একশত কামান তোমাকে রক্ষা করে তথাচ আমরা তোমাকে হত্যা করিব। যদি ধর্ম্মালয়ে যাইয়া মহাদেবের মূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া থাক তথাচ দ্বিপ্রহর দিবসের আলোকে তোমাকে হত্যা করিব। এ সকল গুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ; ভুলিওনা আমরা 'দস্যু!"

বজ্র। "এত কথা বলিবারই দরকার কি? আমি কি কিছু জানিনা? আপাততঃ আমাকে কিছু আহার দেও; তার পর যতক্ষণ চাও তোমাদের সঙ্গে অবিশ্রান্তে বকিব। সংপ্রতি আমি যে ক্ষুধায় অন্ধকার দেখ্‌চি! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ও কর্ম্মই হয় নাই।"

সরস্বতী সংপ্রতি কতক গুলি উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য আনিয়া সজ্জিত করিল এবং অতি উৎকৃষ্ট সুরায় কতকগুলি পান পাত্র পরিপূর্ণ করিল।

সে ক্রমাগতই মনে মনে বকিতে ছিল "বাবা! একে দেখে কার না আতঙ্ক হয়! এর চেহারায় যদি একটুও মানুষের মত থাকে! যখন এর মা একে পেটে ধরেছিল, নিশ্চয় বোধ হয় তৎকালে শয়তানের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল; নতুবা ছেলের এমন চেহারা হয়!"

বজ্রবাহুর সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই! তিনি এদিকে আরম্ভ করিয়া দিয়া এমনই টানিতে আরম্ভ করিলেন, বোধ হইল যেন আগামী ছয়মাসের সংস্থান করিয়া রাখিতেছেন। দস্যুরা তাঁহার প্রতি সন্তোষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন বহুমূল্য বস্তু লাভ হওয়ায় তাহারা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিল।

পাঠক যদ্যপি এই বজ্রবাহুর আকৃতির বিষয়ে কিছু বর্ণনা শ্রবণে উৎসুক হন,—তিনি মনে মনে এরূপ একটী দৃঢ় কায় যুবা পুরুষ কল্পনা করুন যাহার অতি কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর মুখশ্রী শারীরিক অঙ্গাদির সৌষ্ঠবকে নষ্ট করিয়াছে। তাঁহার কেশ (কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল পরন্তু দীর্ঘ এবং অবক্র) তদীয় কটাবর্ণ স্কন্ধ ও পীতবর্ণ বদনকে আলুলায়িত ভাবে আবৃত করিয়াছিল। মুখ এমন বিস্তৃত যে দন্ত মূল ও বিবর্ণ দন্তাবলী দৃষ্ট হইতে ছিল; আবার অবিচ্ছেদে ওষ্ঠাধরের আকুঞ্চন, যেন ক্রমিক মুখভঙ্গী হইতেছে। চক্ষুটী (১টী বই আর ছিলনা) কোটর মধ্যে হইতে অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়; ভ্রূভঙ্গীর ত কথাই নাই! ফলতঃ যত প্রকার কুদৃশ্য ভাব মুখশ্রীকে কদাকার ও ভীষণ করিতে পারে সে সমস্তই বজ্রবাহুর এক মুখশ্রীতে একত্র হইয়াছিল। কেহ সেই কদাকার মূর্ত্তি প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহাই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না যে তাহার মধ্যে বোকামি বা দুষ্টুমি,—কি এই উভয় দোষই বিরাজ করিতেছে।

"আচ্ছা তবে এখন আমি স্থির হয়েছি" বজ্রবাহু ঘোর স্বরে কহিলেন এবং হস্তস্থ পূর্ণ পান পাত্র মৃত্তিকায় আছ্‌ড়াইয়া ফেলিলেন। "এখন আমার বিষয়ে আর কি জানিতে চাও বল! আমি সব কথার উত্তর দিব।"

মহাকায় কহিল,—"প্রথম কাজের কথা এই যে তুমি আমাদের কাছে তোমার শক্তির কিছু প্রমাণ দাও; আমাদের ব্যবসায়ে শক্তিই সকল অপেক্ষা দরকারী; কুস্তির বাগ ভালরূপে আসে কি?"

বজ্র। "আমি জানিনা; পরীক্ষা করে দেখ।"

মহা। "সরস্বতি! খাবার পাত্র টাত্র গুলো সরাইয়া লইয়া যা।

তবে, বজ্রবাহু! তুমি আমাদের মধ্যে কার সঙ্গে লাগিতে চাও? আজ যেমন গরিব সুবাহুকে অক্লেশে কাবু করেছিলে, সেইরূপ আমাদের মধ্যে কাকে পার বোধ হয়?"

বজ্র। "কাহাকে পারি? তোদের সকলে একত্র হ, আর তোদের মত ১ কুড়িকে ডাক্; এ সকলকেই আমি একা পারি!"

বজ্রবাহু আসন হইতে সত্বর উঠিলেন, স্বীয় খড়্গ এক দিকে ফেলিয়া রাখিলেন এবং তাহার সেই এক চক্ষু দিয়া প্রতিপক্ষ দিগের শক্তি পরিমাণ করিতে লাগিলেন।

দস্যুরা হা হা করিয়া হাঁসিয়া উঠিল।

বজ্রবাহু উগ্রস্বরে কহিলেন "তবে কই এখন পরীক্ষার কি হয়! চাঁদেরা এগোও না কেন?"

মহাকায় কহিল "অরে! আমার কথা শোন্; আগে একা আমার সঙ্গে লেগে দেখ্, যে আমরা কিতর লোক। একি, বালক না সৌখীন রাজা রাজ্‌ড়া পেয়েছিস?"

বজ্রবাহু ঘৃণাসূচক হাস্যে তাহার কথার উত্তর দিলেন। মহাকায় রুক্ষ হইয়া উঠিল; তাহার সহচরেরা মাল্‌সাট্ মারিতে লাগিল ও করতালি দিতে লাগিল।

বজ্রবাহু কহিলেন "আচ্ছা তবে এখন কাজের কথায় এস; আমি তইয়ার আছি; সামলাও বাছারা!" তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় অসীম বীর্য্য অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ কলেবর মহাকায়কে শিশুর ন্যায় বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন; বামকরাঘাতে সুবাহু এবং দক্ষিণ করাঘাতে রুদ্রাক্ষকে অধঃপাতিত করিলেন; এক ধাক্কায় রক্তকেশ দূরে প্রক্ষিপ্ত হইল, পদাঘাতে ভীমনাদ অচেতন প্রায় হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিল।

পরাজিত দস্যুরা প্রায় তিন চারি মিনিট্ পরে সংজ্ঞা পাইল;

বজ্রবাহু উচ্চ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, সরস্বতী তাঁহার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

অবশেষে মহাকায় আপন অঙ্গের ধুলা মুছিতে মুছিতে কহিল "না বাবা! এ ব্যক্তি আমাদের সকলের ওস্তাদ। সরস্বতি! সাবধান, একে আমাদের সকলের চেয়ে ভাল ঘরে থাকিতে দিস।"

"নিশ্চয় এর ভূতের সঙ্গে কারবার আছে" বলিয়া রুদ্রাক্ষ আপন আহত হস্ত টানিয়া আরাম করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় বার শক্তি পরীক্ষায় আর কাহারো সাহস দেখা গেল না। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, অথবা পূর্ব্ব দিক ফরসা হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেই হয়। দস্যুরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল, এবং সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কুঠরীতে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ অধ্যায়

নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র।

সাক্ষাৎ বীরাবতার বজ্রবাহু ঐ দস্যুদলে কিছুদিন অবস্থান করিতে করিতেই সহচরদিগের সকলরেই মহা সম্মান ভাজন হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে লাগিল; দস্যুবৃত্তির বিশেষ উপযোগিনী যে বিপুল দৈহিক শক্তি, তদ্ভিন্ন বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি গুণে তাঁহার প্রশংসার আর ত্রুটি রহিল না। অধিক কি, তাঁহার দিকে সরস্বতীর মনও অল্প নরম হইয়া আসিতেছিল; পরন্তু তাহাতে কি হয়?—তাঁহার চেহারা যে নেহাৎ কদাকার?

পাঠকেরা ইতি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে মহাকায় ঐ দলের অধ্যক্ষপদস্থ ছিল। দস্যু বৃত্তিকে যত দূর পরিপক্কতাবস্থায় লইয়া যাওয়া সম্ভব, সে তত দূর লইয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই; নিজে নির্ভয়, ক্ষিপ্রকারী ও কৌশলীর অগ্রগণ্য; ধর্ম্ম জ্ঞান পুলিশের কর্ম্মচারিদিগের অপেক্ষাও অল্প। সহচরেরা প্রত্যহ যে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও রক্তপাতের পুরস্কার স্বরূপ মুদ্রা আনিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিত, সে সমুদয় সমান অংশে বিভক্ত করিয়া সকলকে এক এক ভাগ দিত, আপনি কখনও অধিক লইত না। সে এ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যক্তিকে স্বহস্তে পরলোক প্রেরণ করিয়াছিল তাহাদের নামের (তালিকা অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ায়) সকল এখন আর পুনরাবৃত্তি করণের ক্ষমতা ছিল না; অনেক নাম স্মৃতি পথের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল তত্রাচ অবসর পাইলেই সে দুই একটী (মনে থাকার মধ্যে) স্বীয় মহৎ কার্য্যের বর্ণনা করতঃ সঙ্গীদিগের শুভকরী অনুচিকীর্ষা বৃত্তির উত্তেজনার চেষ্টা পাইত। সাধারণের অস্ত্রাদি যে স্থানে থাকিত তাহার তথায় থাকিত না। তজ্জন্য তাহার একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ গৃহে প্রবেশ কর, দেখিবে সহস্র প্রকার ছোরাই রহিয়াছে; কাহারও খাপ আছে কাহারও নাই, কাহারও এক মুখ কাহারও দুই মুখ। ছোট বড় হরেক রকমের বন্দুক পিস্তল ইত্যাদি; কোথাও নানা প্রকার বিষ, প্রত্যেকের কার্য্য স্বতন্ত্র; কোথাও নানা রকমের পোশাক; সন্ন্যাসী, ফকির, সওদাগর, সৈনিক, রাজা, উজীর, সম্ভ্রান্ত লোক, মাজী, মজুর, যাহার ইচ্ছা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পার।

একদা সে বজ্রবাহুকে আপন অস্ত্রাগারে লইয়া গিয়া সম্বোধন করতঃ কহিল "শুন! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমি কালে এক জন মহা সাহসী লোক হইয়া দাঁড়াইবা। তা এক্ষণে আর

তোমার আমাদের উপর নির্ভর করা উপযুক্ত হয় না, আপনি আপন রোটী উপার্জ্জনের চেষ্টা পাও। দেখ! এই তোমাকে এক খানি উৎকৃষ্ট ইস্পাতের ছোরা দিতেছি; ইহা দ্বারা আঘাত করার ইঞ্চি পরিমাণে মুল্য; শত্রুর বক্ষে এক ইঞ্চি পরিমাণ বসাও তোমার নিযোক্তা তোমাকে এক মুদ্রা পুরস্কার করিবেক; দুই ইঞ্চি দশ মুদ্রা; তিন ইঞ্চি বিংশতি মুদ্রা; যখন সমস্ত অস্ত্রই বসাইলে তখন তোমার ইচ্ছাধীন পুরস্কার নির্দ্দেশ করিতে পার। আর এই এক খানি কাচের কিরীচ, ইহা যাহাকে বিদ্ধ করিবেক তাহার মরণের আর অনিশ্চয়তা নাই; আঘাতের পর আর বিলম্ব না করিয়াই ক্ষত স্থলে অস্ত্রের অগ্র ভাগ ভাঙ্গিয়া দাও; ক্রমে উপরের মাংস পূরিয়া উঠিবেক, ভিতরে যাহা রহিল তাহা শেষ দিন পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। তৃতীয়তঃ এই এক খানি চমৎকার অস্ত্র দেখিয়া লও; ইহার অভ্যন্তরে বিষ আছে, ইহার আঘাত সাংঘাতিক। তোমাকে যে কয়েকটী মূল ধন দিলাম দেখিতে পাইবে ইহাতে কত বিপুল বহুমূল্য উপস্বত্ব লাভ হয়।"

বজ্রবাহু ঐ সমস্ত মৃত্যুর উপকরণ গুলি গ্রহণ করিলেন; পরন্তু ধরিবার সময় তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতেছিল।

বজ্র। "এমন সকল অব্যর্থ অস্ত্র সংগ্রহ থাকায় তুমি এই চুরি বিদ্যায় না জানি কত অর্থই সংগ্রহ করিয়াছ!"

"পাজী!" মহাকায় কিছু অমর্ষভাবে উগ্রনয়নে কহিল "আমাদের মধ্যে কেউ চুরি জানে না। কি! আমাদের কি সামান্য লুটপাটকারক, ছোট চোর, গাঁইট্‌কাটা, সিঁধেল বা সেইরূপ অন্য কোন তুচ্ছ ধরণের লোক ঠাওরাইতেছিস?"

বজ্র। "বোধ হয় তোমাদের ইচ্ছা এই যে, তোমাদিগকে তাহাদের অপেক্ষা অধিক মন্দ ঠাওরাইলে ভাল হয়; কারণ

স্পষ্ট বলিতে গেলে, শুন মহাকায়, তাহারা একটা তোড়া বা একটা সিন্দুক চুরি করিবে বইত নয়? তাহা আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আমরা যে রত্ন অন্যের নিকট হইতে লই তাহা মনুষ্যের এক বারই থাকে, এক বার চুরি যাইলে আর ফিরিবার যো নাই; অতএব দেখ দেখি আমরা তাহাদের অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক দুর্দ্দান্ত চোর কি না?"

মহা। "আরে! এ যে বড় ধর্ম্মজ্ঞানী হয়ে পড়িল দেখ্‌চি!"

বজ্র। "মহাকায়! আমার একটা কথার উত্তর কর; শেষ বিচারের দিন চোর আর হত্যাকারীর মধ্যে, বলদেখি, কে অধিক দোষী হইবেক?

মহা। "হা! হা! হা!"

বজ্র। "ইহা স্থির করিও না যে বজ্রবাহু সাহসহীন বলিয়া এরূপ কহিতেছে; এখনি বল আমি উজ্জয়িনীর অর্দ্ধেক রাজসভা হত্যা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভাইরে তত্রাচ——"

মহা। "পাগল! ইহা জানিস্ যে, যে ব্যক্তি দস্যু, সে কি আর পাপপুণ্য বিষয়ক ঠাকরুণ দিদির সেকেলে গল্পে বিশ্বাস করে? পুণ্য কি? পাপই বা কাহাকে বলে? কিছুই নয়, কেবল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাসনপ্রণালী দেশাচারও রীতিনীতির কল্পনা মাত্র; আর মনুষ্যেরা এক সময়ে যাহাকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আর এক সময়ে মেজাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলে, তাহাকেই আবার অসাধু করিতে পারে। তবে আর আমাদের ওরূপ সন্দেহের প্রয়োজন কি? আর দেখ, রাজা ও ব্যবস্থাকারকেরাও মানুষ, আমরাও মানুষ, তাঁদের যদ্রূপ যুক্তিশক্তি আছে আমাদেরও তদ্রূপ আছে; তবে তাঁহারাই যে সত্য মিথ্যার বিধান দিবেন, পাপ-পুণ্যের ব্যবস্থা করিবেন এ কোন্ কথা? আমরা কি কেহ নই?"

বজ্রবাহু হাঁসিতে লাগিলেন; মহাকায়ের বক্তৃতার রোক ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

"তুমি আমাকে একথা বলিতে পার যে আমাদের ব্যবসায়টা অধর্ম্মজনক। আচ্ছা বল দেখি, ধর্ম্ম এই পদার্থে কি বুঝায়? উহা কেবল একটা কথা মাত্র; একটা ফাঁকা শব্দ; কল্পনার একটা উদ্ভাবন বই আর কিছুই নয়! রাজপথ দিয়া চলিয়া যাও আর জিজ্ঞাসা কর কি করিলে ধর্ম্ম হয়? সুদ্‌খোর উত্তর করিবে 'ধনবান হইতে পারিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায়; যাহার যত নগদ টাকা আছে সে ততই ধার্ম্মিক।' লম্পট বলিবেক 'নাহে! না, তা নয়, যাবতীয় সুন্দরীগণের প্রেমপাত্র হওয়া, আর সতীত্বের উপরে আক্রমণে জয় লাভ করিতে পারাতেই ধর্ম্ম প্রকাশ পায়।' একজন সেনাপতি চেঁচাইয়া উঠিবেক 'কি ভ্রম! শত শত নগর পরাজয় করা, শত শত সেনা ধ্বংশ করা, শত শত দেশ উৎসাদন করা,' এই সকল কার্য্যেই যথার্থ ধর্ম্ম হয়।' বিদ্যা ব্যবসায়ী যে কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তাহারই উপর আপন খ্যাতি নির্ভর করেন; কুম্ভকার যে কয়েকটী পাত্র গড়িয়াছে বা সারিয়াছে তাহাই নির্দ্দেশ করে; তপস্বিনী যে কয়টী ভাল কাজ করিলেন ও মন্দ কাজ পরিহার করিলেন, তাহাই আন্দোলন করেন। দুষ্টচারিণী স্ত্রীলোক, কত গুলি তাহার নায়ক শ্রেণীভুক্ত হইল; রাজ্যতন্ত্র, কতকগুলি দেশ আয়ত্তের মধ্যে আসিল। দেখ ভাই! এইমত সকলেই একটা একটা ভিন্ন২ পথে ধর্ম্মের অনুসরণ করে; তবে একজন দস্যুই বা কেন না স্থির করিবেক যে, তাহার আপন ব্যবসায়ে নৈপুণ্য প্রকাশে ও শত্রুর হৃদয়ে অভ্রান্ত লক্ষ্য করিয়া ছোরা মারিতে পারিলেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করা হয়?"

বজ্র। "বাস্তবিক মহাকায়! আমি বড় দুঃখিত হয়েছি যে, তুমি দস্যু ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ; বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উৎকৃষ্ট দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নষ্ট হইয়াছে!"

মহা। "তোমার কি এরূপ বোধ লাগ্‌ছে? ফল কথাও ঐ বজ্রবাহু; আমি পূর্ব্বে অনেক পড়া শুনো করেছিলাম; আমার পিতামাতার অবস্থা খুব উত্তমই ছিল। দেখ ভাই! বাবার ইচ্ছা আমি লেখাপড়া শিখে ক্রমে জ্ঞানের আলোকে যাই; কিন্তু আমার মন, যে তদপেক্ষা ঘরপোড়ার মসালের আলো আমার হাতে ভাল মানাবে। আমি আপন বুদ্ধিরই অনুসরণ কর্‌লেম্; যাহোক আমি লেখাপড়া এককালে ছাড়িনি। ভাইরে! আমার দ্বারা শেখো যে সুখে কাটাইয়া যাবে।"

পঞ্চম অধ্যায়।

নির্জ্জন।

বজ্রবাহু এইরূপে উজ্জয়িনীতে প্রায় ছয় সপ্তাহ কাটাইলেন; কিন্তু ইহার মধ্যে (সুবিধা বা ইচ্ছার অভাবেই হউক) একবারও খাপ হইতে ছোরা বহিষ্কৃত করেন নাই। এরূপ ঘটিবার কারণ দুইটী; প্রথমতঃ তিনি এখনও নগরের তাবৎ গলি, ঘুঁজি গুপ্তপথ ইত্যাদির সহিত সম্পূর্ণ রূপ পরিচয় লাভ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহারা তাঁহাকে হত্যাকার্য্যে নিয়োগ করিবে এরূপ নিযোক্তারাও আপাততঃ উপস্থিত ছিল না।

যাহাহউক এইরূপ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে বড়ই

বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি কর্ম্মকাজের জন্য হাঁপাইতে লাগিলেন, পরন্তু কিছুই যুঠিয়া উঠিল না।

তিনি অতি বিষণ্ণচিত্তে উজ্জয়িনী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ" করিতেন। নগরস্থ যাবতীয় প্রকাশ্য স্থান, মদের দোকান, রম্যোদ্যান আর যে যে স্থানে আমোদ প্রমোদের বাস সম্ভাবনা তত্তাবৎ স্থানে তাঁহার সদাসর্ব্বদা গতাগতি ছিল। কিন্তু কোথাও তিনি আপন অভিলষণীয় দ্রব্যটীর দেখা পাইতেন না; সেই দ্রব্যটীর নাম "শান্তি।"

একদা নগরীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রম্যোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সকল পর্য্যটকের অপেক্ষা অধিক দূরে আসিয়া পড়িলেন, এবং বহু সংখ্যক লতাকুঞ্জ অতিক্রম করিয়া নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া জ্যোৎস্নারঞ্জিত তরঙ্গাবলীর ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন।

"চারি বৎসর অতীত হইল" তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "এই প্রকার রমণীয় আর একটী সন্ধ্যা সময়ে আমি প্রভাবতীর বদনকমলে প্রথম চুম্বন প্রদান করি, আর তৎকালেই সেই বিধুবদনা প্রথম স্বীকার পান, যে আমার প্রতি তাঁহার প্রকৃত প্রেম জন্মিয়াছিল।" তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন এবং অধুনা ক্লেশ জনক যে সমুদয় পূর্ব্বের সুখের মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে উদয় হইতেছিল, তাহাদিগের বিষয়েই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাবৎ নিস্তব্ধ! একটু পাতা নড়িবারও শব্দ নাই, কিন্তু বজ্রবাহুর হৃদয় মধ্যে এক মহা ঝড় বহিতেছিল!

"চারি বৎসর পূর্ব্বে ইহা কি আমি কখনও মনে করিয়াছি-

লাম, যে একদা আমাকে উজ্জয়িনী নগরে দস্যু বেশ ধরিতে হইবেক? হায়! যে সমস্ত স্বর্ণময় যশের আশা ও কল্পনা আমার বাল্যকালকে মনোহর করিয়াছিল তাহারা কোথায় উড়িয়া গেল? সংপ্রতি আমি একজন দস্যু। হা—ধিক! ভিক্ষুক হওয়া ইহা অপেক্ষা কতক ভাল ছিল।”

“যখন আমার ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ পিতা মহাশয় আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পিতৃবাৎসল্যসুলভ গর্ব্বে কহিতেন ‘বৎস! তুমি আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে!’ তখন হা জগদীশ্বর! শুনিতে শুনিতে আমার উৎসাহ কতই বৃদ্ধি পাইয়া উঠিত! আমি কতই ভাবিতাম, কতই অনুভব করিতাম, কোন্ মহৎ সৎকার্য্য আমা দ্বারা সম্পাদিত হইবে না ভাবিয়া ছিলাম? অধুনা দেখ পিতা পর লোক গত হইয়াছেন; পুত্র—একজন উজ্জয়িনী নগরীয় দস্যু! যখন আমার শিক্ষকেরা আমাকে বার বার প্রশংসার পর ‘কুমার তুমি গান্ধারের রাজবংশের প্রাচীন নাম চিরস্মরণীয় করিবে’ বলিয়া অভিনন্দন করিতেন; হায়! সেই চিত্তমুগ্ধকর হর্ষের সময়ে ভবিষ্যৎ কি উজ্জ্বল ও রমণীয় শ্রীই ধারণ করিত! যখন কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন কালে প্রভাবতীর কোমল কটাক্ষে তাঁহার অকপট প্রেম ও অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাইতাম!—জগদীশ্বর! হা জগদীশ্বর! অতীত স্বপ্ন সকল! অধুনা দূর হও; তোমাদের প্রতি চাহিলে আমার উন্মত্ততার উপক্রম হয়!”

তিনি পুনরায় নিস্তব্ধ হইলেন; রোষ ও দুঃখাবেগে স্বীয় ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন; এক হস্ত স্বর্গের দিকে উন্নত করিলেন অপর দ্বারা কপালে আঘাত করিতে লাগিলেন।

“এক জন খুনে! কাপুরুষ ও পামরদিগের দাস! অবন্তি-

দেশীয় সর্ব্বাপকৃষ্ট দুষ্টদিগের সহচর! সংপ্রতি বিজয়সেনের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। ধিক্ ধিক্! কি লজ্জার কথা! পরন্তু দৈবের দুর্নির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর তিনি হঠাৎ ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় দীপ্তি পাইতে লাগিল; মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

"সত্য বটে, গান্ধার রাজ্যের যে সুমহৎ রাজত্বপদ, তাহা আর আমার এক্ষণে অধিকার করা হইতে পারে না; কিন্তু দস্যু-ভাতেই আমাকে কে বাধা দেয়? কোন চিন্তা নাই" এই বলিয়া তিনি যেন কোন উৎকট দিব্য করিবেন এই ভাবে, স্বর্গের দিকে স্বীয় করদ্বয় উন্নমিত করিলেন।—

"পিতা মহাশয়! প্রিয়তমে প্রভাবতি! তোমরা অলক্ষ্য হইতে শ্রবণ কর; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই দস্যু এমন কোন কার্য্য করিবেক না যদ্দারা তোমাদের বংশাবলীর কলঙ্ক বা শেষ আশার বৈফল্য সিদ্ধি হয়; কখনই না! এই ঘৃণাকর কার্য্যে কেবল আমিই লিপ্ত থাকিব, এবং আমি আমার কার্য্য দ্বারা যে নাম বিখ্যাত করিব, তাহাকে ভবিষ্যতের তাবৎ লোককেই সম্মান করিতে হইবেক।"

তিনি স্বীয় মস্তক অবনত করিলেন; অনর্গল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাব সকল মনে উদয় হইতেছিল; কিরূপে ঐ সমস্ত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না; আর দুই দণ্ড অতীত হইয়া গেল; তখন তিনি যেন সমুদয় সুসিদ্ধ করিতেই অগ্রসর হইলেন।

"আমি পাঁচ জন পাপাত্মার সঙ্গে যোগ করিয়া কখনই মানবজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না। একা আমি এই সমগ্র রাজ্যকে কম্পিত করিব; আট দিন অতীত না হইতেই ঐ হত্যাকারী পামরেরা ফাঁশি কাঠে ঝুলিবেক। উজ্জয়িনী আর, পাঁচ জন দস্যুর আবাস ভূমি হইবেন না; এক জন—কেবল এক জন মাত্র এখানে বাস করিবে; এবং সেই এক জন স্বয়ং রাজাকেও শশব্যস্ত করিয়া তুলিবেক; ন্যায় ও অন্যায়ের উপর দৃষ্টি রাখিবে; এবং বিচারানুসারে পুরস্কার ও দণ্ড বিধান করিবে। আট দিবস না যাইতে যাইতেই, এই রাজ্য, মানব শ্রেণীর বহির্ভূত দুরাত্মাগণের সংসর্গ হইতে মুক্ত হইবে, এবং তখন আমিই এখানে একাকী দণ্ডায়মান থাকিব। তখন, যে সমস্ত দুষ্ট লোকেরা আমার সহচরদিগের ছোরায় কার্য্যসিদ্ধি করাইতেছে, আমার আশ্রয় লইবেক; তখন আমি সহজেই ঐ সকল কাপুরুষ হত্যানুমোদক—ঐ সকল মহদ্বংশজাত লম্পট ও দুশ্চরিত্র দিগের নাম, ধাম, চেহারা সম্পূর্ণ অবগত হইব; এবং তাহা-হইলেই, বজ্রবাহু!—বজ্রবাহু!—নামটা ঐ বটে। উজ্জয়িনি! নামটা শ্রবণ কর, শ্রবণ কর আর কাঁপিতে থাক!"

স্বীয় আশার অদ্ভুততায় মত্ত হইয়া, তিনি উদ্যান হইতে বেগে বহির্গত হইলেন এবং দ্রুতপদে সরস্বতীর বাসস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, সকলেই অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজার ভ্রাতৃদুহিতা লাবণ্যবতী।

পরদিবস প্রাতে মহাকায়, বজ্রবাহুকে কহিল, "শুন ভাই! অদ্য তোমাকে আমাদের ব্যবসায়ে এই একটী প্রথম কাজ করিতে হইবে।"

বজ্র। "অদ্যই? ভাল তবে, কার উপর আমার চালাকি দেখাইতে হইবেক?"

মহা। "না এমন কেউ নয়, একটী স্ত্রীলোক মাত্র; আর প্রথমেই একজন নব্য লোকের হাতে ভারী কাজ দেওয়া বিধি নয়। আমি নিজেও তোমার সঙ্গে থাকিব; দেখিব, এই প্রথমবারে তোমার চলন কিরূপ।"

বজ্র। "আঃ! একি! এ অতি তুচ্ছ বিষয়!"

মহা। "অদ্য বেলা চারি ছয় দণ্ড থাকিতে তুমি আমার সঙ্গে রম্য কানন নামক বাগানে যাইবে। ঐ বাগান সহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। আমাদের উভয়কেই ছদ্মবেশ ধরিতে হইবেক, বুঝিয়াছ? ঐ বাগানে উত্তম উত্তম স্নানস্থান আছে; লাবণ্যবতী নামে অতি সুন্দরী রাজার ভাইঝী তথায় স্নান করিয়া পরে কাহাকে সঙ্গে না করিয়াও সচরাচর বেড়াইয়া বেড়ায়। তবে সেই সময়েই আর্‌কি—আমার কথা বুঝিলে?"

বজ্র। "তুমিও ত আমার সঙ্গে যাবে?"

মহা। "হাঁ তা যাইব বইকি? প্রথম বার সঙ্গে থাকিয়া, আমার স্বচক্ষে সমুদায় দেখা চাই কি না?"

বজ্র। "তবে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি, আমাকে ছোরা কয় ইঞ্চি প্রমাণ বসাইতে হইবে ?"

মহা। "একেবারে সমস্ত খানিই। তাহার মৃত্যু হওয়া চাই, পুরস্কার কিছু গুরুতর গোছ হইবে। লাবণ্যবতীকেও মারিলাম, চিরকালের মত ধনীও হইলাম।"

আর আর তাবৎ বিষয় শীঘ্রই স্থির স্থার হইয়া গেল। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে; রাজবাটীর ঘড়িতে ক্রমে চারি বাজিয়া গেল; মহাকায় ও বজ্রবাহু ইতিপূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন।

তাঁহারা রম্যকাননে পঁহুছিলেন; সে দিন সেখানে বেজায় ভিড়। প্রত্যেক ছায়াপ্রধান পথই স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ লোকে পরিপূর্ণ; প্রত্যেক লতাকুঞ্জই নগরীর অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তির অবস্থানে নিয়মিত; প্রত্যেক নিরিবিলি স্থলেই প্রেম-পীড়িত মিথুন সকল, অভিলষিত গোধূলির আগমন প্রতীক্ষায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল; এবং প্রত্যেক দিক হইতেই কণ্ঠ ও যন্ত্রোদ্ভব মধুর সংগীত বিমুগ্ধ শ্রোতাগণের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল।

বজ্রবাহু অমনি গোলের মধ্যে মিসাইয়া পড়িলেন। তিনি একটী চমৎকার যষ্টিধারি বৃদ্ধ বেশ ধরিয়া গিয়াছিলেন; চিনিতে পারে কার সাধ্য? তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি সমস্তই মূল্যবান্ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে অমর্য্যাদ অভ্যর্থনা করিতে পারিল না এবং সময়োপযোগী বিষয় সকলের উপলক্ষে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও সন্দিহান হইল না; তিনিও তাবৎ বিষয়েই ন্যায্য মত উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন।

এই সকল উপায়ে তিনি শীঘ্রই সন্ধান জানিতে পারিলেন,

যে লাবণ্যবতী কি অবস্থায়, কি বেশে ও উদ্যানের কোন্ অংশে রহিয়াছেন।

তিনি সেই দিক অভিমুখে চলিলেন; মহাকায় পশ্চাৎ লইয়াছে বুঝিতে পারিলেন।

রাজার ভ্রাতষ্পুত্রী উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠসুন্দরী লাবণ্যবতী তৎকালে এক অতি বিবিক্ত লতাকুঞ্জে একাকিনী উপবেশন করিয়াছিলেন।

বজ্রবাহু ক্রমশঃ কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী হইলেন; দ্বারের সম্মুখে আসিয়াই যেন হঠাৎ একটা ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িলেন; বৃদ্ধ এককালে উত্থানশক্তি রহিত আরকি!

বজ্র। "হায়রে! এখানে কি এমন কেহ নাই যে, আসিয়া এই দুঃখী ও ব্যথাগ্রস্ত বৃদ্ধের একটু সাহায্য করে?"

কোমল হৃদয়া রাজপুত্রী অমনি কুঞ্জ পরিত্যাগ করতঃ যাতনাগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যার্থ দৌড়িলেন।

"পিতঃ! আপনার কি হয়েছে? কেন অকস্মাৎ এমন অবসন্ন হয়ে পড়্লেন?" মধুর বচনে ও সকরুণ ত্রস্ত নয়নে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বজ্রবাহু কুঞ্জের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন; লাবণ্যবতী ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং সুকোমল শস্পশয্যায় রাখিয়া নিজ বস্ত্রদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন।

"সুন্দরি! জগদীশ্বর তোমার পুরস্কার করুন্।" অতি ক্ষীণস্বরে এই কথা বলিয়া বজ্রবাহু নয়ন উত্তোলন করিলেন। উভয়ের চারি চক্ষু একত্র হইল। তৎকালে ভণ্ডবৃদ্ধের মনে যে কি এক চমৎকার ভাবের উদয় হইয়াছিল সহৃদয় পাঠকগণই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

লাবণ্যবতী সেই ছদ্মবেশী ঘাতকের সমক্ষে নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান থাকিয়া পাছে বৃদ্ধের ব্যারামের বৃদ্ধি ঘটে এই আশঙ্কায় কাঁপিতেছিলেন; আহা! যাহারা স্বভাবসুন্দরী তাহাদের ঐরূপ ভাবের সময়েও সৌন্দর্য্যের কতই বৃদ্ধি হয়! যে ব্যক্তি তাঁহারই প্রাণনাশের জন্য উৎকোচিত হইয়া আসিয়াছে, রাজবালা তাহারই দিকে স্বীয় কোমলাঙ্গ আনত করিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "একটুও কি উপশম হয়নি?"

বজ্র। "উপশম? —ওঃ, হাঁ,হাঁ—তুমিই না রাজার ভ্রাতৃকন্যা লাবণ্যবতী?"

লাবণ্য। "আজ্ঞে—হাঁ আমিই বটে।"

বজ্র। "ওগো,—তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে।—তুমি সাবধান হও—নড়িওনা—আমি যা বলিব তা বড় সামান্য নয়, বিস্তর জ্ঞানের প্রয়োজন করে।—হা ঈশ্বর! জগতে এমন নির্দ্দয় লোকও আছে!—সুন্দরি! তোমার প্রাণ সংশয় উপস্থিত!"

কুমারী চমকিয়া উঠিলেন; ভয়ে মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল।

বজ্র। "তুমি কি তোমার প্রাণহন্তাকে দেখিতে চাও? ভয় নাই, মরিবে না; কিন্তু যদি বাঁচিবার কামনা থাকে, তবে নিঃশব্দ হইয়া থাক।"

লাবণ্যবতী এককালে আকাট; বৃদ্ধের কথায় তাঁহার হৃৎকম্প-উপস্থিত হইল।

বজ্র। "কিছু ভয় নাই; সুন্দরি! ভয়কি? যতক্ষণ আমি সঙ্গে আছি ততক্ষণ কিছুমাত্র ভয় করিও না। এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইবে যে, যে তোমার প্রাণবধ কামনায় আসিয়াছিল. তাহারই মৃতকলেবর ধূলিধূষরিত হইতেছে।"

লাবণ্যবতী পলাইবার চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন ; পরন্তু তখন তাঁহার সমীপবর্ত্তী ব্যক্তি আর সেই ব্যথাগ্রস্ত বৃদ্ধ নাই! কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাঁহার কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিবার শক্তি ছিল না, যিনি পতনোন্মুখ বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে ছিলেন, তিনি এক্ষণে অসুরের ন্যায় লম্ফদিয়া উঠিলেন এবং এক হস্তে নৃপনন্দিনীকে কিয়দ্দূর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী করিয়া ফেলিলেন।

লাবণ্য। "ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে ছাড়িয়া দাও ; আমি পলাই।"

বজ্র। "সুন্দরি! কিছু ভয় নাই ; আমি তোমাকে রক্ষা করিতেছি।" এই বলিয়া বজ্রবাহু একটা সঙ্কেত শব্দ করিলেন।

অমনি নিকটবর্ত্তী এক ঝোপ মধ্য হইতে মহাকায় লম্ফ দিয়া উঠিল এবং কুঞ্জের দিকে ছুটিয়া গেল। বজ্রবাহু লাবণ্যবতীকে ছাড়িয়া কতিপয় পদ অগ্রসর হইলেন, এবং স্বীয় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মহাকায়ের বক্ষে বসাইয়া দিলেন।

দস্যুদলপতি একটুমাত্রও শব্দ করিতে না পারিয়া অমনি বজ্রবাহুর পদতলে মৃত্তিকাশায়ী হইল ; তাহার কণ্ঠে মৃত্যুর ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, এবং কতিপয় ভয়ঙ্কর শ্বাসের পর সমুদয় শেষ হইয়া গেল।

সংপ্রতি মহাকায়ের হন্তা কুঞ্জের দিকে পুনর্দৃষ্টি করিলেন ; দেখেন লাবণ্যবতী ঘাসের উপর পড়িয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়াছেন।

বজ্র। "সুমুখি লাবণ্যবতি! আর তোমার এখন প্রাণের কোন ভয় নাই ; যে দুরাত্মা তোমার হত্যার্থ আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিল, ঐদেখ সে রক্তে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এক্ষণে সুস্থ হও ; তোমার জেষ্ঠতাত রাজা মহাশয়ের নিকট গমন কর ; তাঁহাকে কহিও যে বজ্রবাহু হইতে তোমার জীবন রক্ষা হইল।"

লাবণ্যবতীর তখন আর কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সেই প্রাণ রক্ষকের দিকে নিজ বাহুযুগল প্রসারিত করিলেন এবং তদীয় হস্ত ধারণ করিয়া স্বীয় ওষ্ঠাধরপুটে অর্পণ করতঃ অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বজ্রবাহু সানন্দ ও সবিস্ময়নয়নে ঐ ভয়বিহ্বলা তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; আর, এরূপস্থলে কোন্ ব্যক্তিই বা সেই রূপসীকে, অবিকৃতচিত্তে অবলোকন করিতে পারিত? লাবণ্যবতীর এই কেবল ষোড়শ বর্ষমাত্র অতীত হইয়াছে; তাঁহার শুভ্রবসনাচ্ছন্ন সুসৌষ্ঠব অঙ্গপ্রত্যঙ্গাবলী ও খঞ্জনগঞ্জন নেত্রযুগল বিশুদ্ধ নিরীহতা ব্যক্ত করিতে ছিল; তুষারশুভ্র কপালফলক আকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশপাশে শোভা পাইতেছিল; গণ্ডস্থলের স্বাভাবিক রক্তিমা সংপ্রতি ভয়ে অপগত হইয়াছিল বটে, পরন্তু প্রবাল হইতেও লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধরপুট (যাহা কখনই লম্পটের বিষদশনে দষ্ট হয় নাই) পরম রমণীয়তা ধারণ করিয়াছিল; ফলতঃ যে সকল গুণে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা জন্মে, লাবণ্যবতীর সে সমুদয়ের কিছুরই অভাব ছিল না। এই সকল কারণে বজ্রবাহু যে, কয়েক মুহূর্ত্ত কাষ্ঠপুত্তলিকাপ্রায় দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে ঐ লোকললামভূতার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছিলেন, দয়াশীল পাঠকবর্গ তপস্বীর তন্নিমিত্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন সন্দেহ নাই।

বজ্র। "ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, লাবণ্যবতি! আহা! তুমি কি পরমা সুন্দরী! তোমার অপেক্ষা প্রভাবতীর সৌন্দর্য্য অধিক ছিলনা।"

এই কথা বলিয়া তিনি (কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া) সেই রূপবতীর ভয়বিবর্ণ গণ্ডস্থলে এক উগ্র চুম্বন প্রদান করিলেন।

লাবণ্য। "তোমার পায়ে পড়ি, ভয়ানক মনুষ্য! ছাড়িয়া দাও, ওঃ! আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

বজ্র। "হায়! লাবণ্যবতি! তুমি কেন এত সুন্দরী হইয়াছিলে? আর আমিই বা কেন এমন—জান? লাবণ্যবতি! কে তোমার মুখ চুম্বন করিল? যাও! তোমার জ্যেষ্ঠ তাত গর্ব্বিত রাজা মহাশয়কে বলগে, এ বিখ্যাত দস্যু বজ্রবাহুর কর্ম্ম।"

এই কথা বলিয়াই তিনি কুঞ্জ হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

দস্যু-কান্তা।

বজ্রবাহু ঐরূপ সত্বর বিদায় লইয়া বড় উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে কতিপয় মুহূর্ত্ত পরেই, একটী বৃহৎ দঙ্গল, ভ্রমণ প্রসঙ্গে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল; তাহারা মহাকায়ের মৃত দেহ ও কুঞ্জ মধ্যে লাবণ্যবতীর সেইপ্রকার ভয়াকুল অবস্থা অবলোকন করিয়া বড়ই বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল।

ক্রমে জনতার বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। যে আসে, সেই এক এক বার নূতন করিয়া ব্যাপারটার বিষয় জিজ্ঞাসা করে; এইরূপে লাবণ্যবতীকে তাবৎ ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বারবার পুনরুক্তি করিতে হইয়াছিল।

ঐ সময়ে জনকয়েক রাজসভাসদ জনতামধ্যে উপস্থিত হই-

লেন। তাঁহারা সত্বর রাজকন্যার অনুচরীগণকে আহ্বান করতঃ সুসজ্জিত যানানয়ন করাইয়া দিলেন; তখন সেই ভয়ার্ত্তা বালা নির্ব্বিঘ্নে রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন।

নিহত দস্যুপতির মৃতকায় দৃষ্ট হইবামাত্র উদ্যানের চতুর্দ্দিকের দ্বার আবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যস্থ তাবৎ ব্যক্তির আকৃতি পরীক্ষা করা হইতেছিল; পরন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না;—বজ্রবাহুর সন্ধান পাইবার যো কি?

এই চমৎকার ঘটনার সমাচার, বনাগ্নিরন্যায় সত্বর সমগ্র নগরময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বজ্রবাহু এই নামটী (লাবণ্য-বতী স্বীয় বিপদ্বর্ণনায় বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিলেন) অধুনা সর্ব্বসাধারণের বিস্ময় ও কৌতূহলের স্থান হইয়া উঠিল। নিরীহা লাবণ্যবতীর ক্লেশ ঘটনায় সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল; যে পাপাশয় এই জঘন্য হত্যা সম্পাদনার্থ মহাকায়কে উৎকোচ প্রদান করে, সে সকলেরই শাপভাজন হইল; সকলেই স্ব স্ব কপোলকল্পিত অতি অমূলক সিদ্ধান্তদ্বারা বিসদৃশঘটনাচয়ের সামঞ্জস্য দেখাইতে লাগিল; ঐ সকল সিদ্ধান্তের কোন্‌টী সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক ভ্রমাত্মক ইহা নিশ্চয় করাই কঠিন ব্যাপার।

যে শোনে, সেই আবার অন্য এক জনের কাছে বলে; বলি-বার সময় আপনার মন গড়া কিছু তাহাতে যোগ করে। এইরূপে ঐ বৃত্তান্তটী এক অতি চমৎকার উপন্যাস হইয়া পড়িল। উচিত মত ঐ উপন্যাসটীর "রূপের শক্তি" এই নাম দেওয়া যাইতে পারিত। ইহার কারণ এই যে, নাগরিক স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিল "লাবণ্যবতীর অসামান্যরূপ প্রভায় মুগ্ধ না হইলে বজ্রবাহু কখনই তাঁহার হত্যাসাধনে ত্রুটি করিত না।" বজ্রবাহুর সাহায্যে রাজপুত্রীর জীবন রক্ষা হইয়াছিল বটে, পরন্তু

সকলে সন্দেহ করিতে লাগিল, যে কাশ্মীর দেশীয় অতুল ধন মান শালী যুবরাজ জয়পালের সহিত ইতিপূর্ব্বে রাজ কন্যার পরিণয় সম্বন্ধ প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তিনি এই ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিলে কি মনে করিবেন? রাজা স্বীয় ভ্রাতষ্পুত্রীর সহিত উক্ত যুবরাজের পরিণয় সম্পাদনার্থ এ পর্য্যন্ত গোপনে যোগাযোগ করিতেছিলেন; পরন্তু ঐ বিষয় সাধারণের অগোচর থাকে নাই। সকলেই জয়পালের উজ্জয়িনী আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কেবল লাবণ্যবতী ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না এবং তজ্জন্যই, কাশ্মীররাজনন্দনের উপস্থিতি কেন সাধারণের এত কৌতূহলকরী হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

লাবণ্যবতীর ভাল পক্ষে এই পর্য্যন্ত; এ দিকে রামামণ্ডলী তাঁহার এই অদ্ভুত ঘটনায় অধিকারবত্তায় যারপর নাই অসূয়াপরবশ হইয়া উঠিলেন। তিনি যে দস্যু হইতে সেই চুম্বন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই এক্ষণে একটা দোষারোপের উত্তম পন্থা হইল। জনৈক রমণী কহিলেন "রাজকন্যা যারপর নাই এক সুমহৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব স্বীয় প্রাণরক্ষকের পুরস্কার উদ্দেশে, উদার কৃতজ্ঞতা বেগে কতদূর নীত হইয়াছেন বলা যায়না—" আর এক জন কহিলেন "ভাই! যথার্থ কথা; সেই ব্যক্তি তেমন নির্জ্জন স্থানে সেরূপ একটী রূপসী ষোড়শীর প্রাণ রক্ষা করিয়া দিয়া যে একটী মাত্র চুম্বনেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এমন কথা আমার বড় মনে লাগে না!"

তৃতীয়া বলিলেন "দূর কর! এত দূষ্য ভাবিবারই দরকার কি? রাজকন্যা যেরূপ বলিয়াছেন বস্তুতও তাহাই হইতে পারে; কিন্তু একটা কথা এই যে, বজ্রবাহুর ব্যবসায় অবলম্বী ভদ্র লোকদিগের সচরাচর এত দূর সদ্ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না; দস্যু যে.

ধর্ম্ম সংহিতার বচন অনুসারে কাজ করিয়া থাকে, তাহার বৃত্তান্ত আমি এই প্রথম শুনিতেছি।”

ফলতঃ লাবণ্যবতী ও ভয়ানক বজ্রবাহু, বহুভাষী উজ্জয়িনী বাসিদিগের এত দূর জল্পনার বিষয় হইয়া উঠিলেন যে, সর্ব্বত্র রাজবালার “দস্যুকান্তা” এই মর্য্যাদাসূচক উপাধি রটিয়া গেল।

পরন্তু এই ব্যাপারে অভিমানী উজ্জয়িনীশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন যে, যে সকল ব্যক্তির আকৃতি সন্দেহোৎপাদক তাহাদিগকে, যত দূর সম্ভব, পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়; রাত্রি প্রহরীদিগের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইল; বজ্রবাহুর সন্ধান জন্য দিন দিন চর প্রেরিত হইতে লাগিল; পরন্তু তাহা কিছুই কার্য্যকারক হইল না। বজ্রবাহুর গুপ্তবাসস্থান খুজিয়া পাওয়া দুর্ঘট।

অষ্টম অধ্যায়।

ষড়্-যন্ত্র।

মহাকায় হত হইবার পর দিবস প্রাতঃকালে, ধনেশ্ নামে উজ্জয়িনীর এক অতি সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব নব্য ব্যক্তি বিচলিত-পদবিক্ষেপে স্বীয় বৈঠকখানায় বিচরণ করিতে করিতে কহিতেছিল “কি উৎপাৎ! সকল কার্য্যই যে পণ্ড হয় দেখ্‌চি! ভাল, এরূপ বিপর্য্যয় ঘটনার কারণটাই কি? আমার মতলব্ সকল কেউ জানিতে পারিয়াছে নাকি? আমি বেশ্ জানি ধনঞ্জয় লাবণ্যবতীর প্রেমে আশক্ত হইয়াছে; তবে কি সেই, এই হত-

ভাগ্য বজ্রবাহুকে পাঠাইয়া মহাকায়ের প্রাণ ও আমার কার্য্যনাশ করিল? ইহাইতো কতক সম্ভব বোধ লাগে। যাহা হউক রাজা বীরবাহু যখন সনুসন্ধান করিবেক যে, কোন্ ব্যক্তি তার ভাইঝীর হত্যা জন্য হত্যাকারী নিযুক্ত করিয়াছিল, তখন ধনেশ ভিন্ন আর কাহার উপর সন্দেহ করিতে পারে? কারণ সকলেই জানে যে, লাবণ্যবতী আমাকে বিবাহ করিতে সন্মত না হওয়া অবধি আমার তাহার প্রতি জাত ক্রোধ জন্মিয়াছে; এবং বীরবাহুও কোনরূপে তাহা মিটাইয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু এক বার যখন বিভাব ঘটিয়াছে তখন আর—ধনেশ! ধনেশ! নষ্ট বীরবাহু যদি এক বার তোমার মতলব সকলের অঙ্কুর পায়—যদি এক বার জানিতে পারে যে তুমি কতকগুলি নির্ব্বোধ যুবাদিগের দলের দলপতি হইয়াছ— (যাহারা বেত্রাঘাতের ভয়ে পিতার গৃহে অগ্নি দেয় এমন ছেলেদের অবশ্যই নির্ব্বোধ বলা যাইতে পারে)—ধনেশ! যদি এই তাবৎ বৃত্তান্ত বীরবাহুর জ্ঞাতসার হয়——”

এই সময়ে ঐ ব্যক্তির চিন্তার বাধা জন্মিল। চন্দ্রনাথ, গুণেশ ও সুরেশ নগরস্থ তিন প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, ধনেশের অন্তরঙ্গ সহচর, গৃহ প্রবেশ করিল। ইহাদের সকলেই দৈহিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যে অভিভূত; সকলেই অমিতব্যয়ী; সকলেই উজ্জয়িনীর সুদব্যবসায়ী দিগের সুপরিজ্ঞাত, এবং সকলেই এত ঋণগ্রস্ত ছিল যে, তাহাদিগের পৈতৃক বিষয় বিক্রয় দ্বারাও সেই ঋণের পরিশোধ সম্ভাবনা ছিল না।

গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই চন্দ্রনাথ (এক হত ভাগ্য, যাহার চেহারায় পরিপূর্ণ লাম্পট্যের চিহ্ন স্পষ্ট উপলক্ষিত হইতে ছিল) কহিল “ধনেশ! ভাই এ ব্যাপারখানা কি? আমি যে এখন-

পর্য্যন্তও বিস্ময় সম্বরণ করিতে পারিতেছি না! ঈশ্বরের দিব্য, সত্য বল, লোকে যে প্রকার কহিতেছে তাহা কি যথার্থ? তুমি কি সত্যই রাজার ভ্রাতৃকন্যার হত্যাজন্য মহাকায়কে পাঠাইয়াছিলে?"

ধনেশ উচ্চস্বরে কহিল "সেকি? আমি! (ঐ সময়ে তাহার মুখ স্পষ্টই বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে তাহা গোপনের চেষ্টা করিতেছিল) তুমিই বা কিরূপে এপ্রকার মনে স্থান দিলে?—চন্দ্রনাথ! তোমার কি বুদ্ধির কিছু চাঞ্চল্য হয়েছে নাকি?"

চন্দ্র। "ঈশ্বরের দিব্য, আমি কিছুই মিথ্যা বলিতেছি না; আচ্ছা তুমি বরং গুণেশকে জিজ্ঞাসা কর; ও অনেক বিষয় জানে।"

গুণেশ। "যথার্থ বলিতেছি ধনেশ, আমাত্য সুবুদ্ধি, রাজাকে দৃঢ় করিয়া বলিয়াছে, যে রাজকন্যার প্রাণবধার্থ মহাকায়কে পাঠান তোমারই কর্ম্ম; ধনেশ ভিন্ন এ আর কেহই নয়।"

ধনেশ। "আমিও আবার তোমাকে বল্‌চি যে, সুবুদ্ধির বুদ্ধি লোপ হয়েছে।"

সুরেশ। "সে যাই হৌক তুমিমাত্র সাবধান হও; বীরবাহু কেমন দুর্দ্দান্ত লোক জানো তো?"

গুণেশ। "বীরবাহু দুর্দ্দান্ত? আমি বল্‌ছি তার তুল্য গর্দ্দভ আর এই সংসারে দুটী নাই! তার সাহস থাক্‌লেও থাকতে পারে কিন্তু বুদ্ধির বিন্দুমাত্রও নাই।"

সুরেশ। "আমার কথা শোন, বীরবাহুর বিক্রম যথার্থই সিংহের ন্যায়, আর বুদ্ধিও শৃগালের ন্যায় প্রখর।"

গুণেশ। "মজাটা দেখ্‌তে পেতে যদি তিন বেটা হতভাগা অমাত্য মাঝে পড়ে বাধা না দিত! সুবুদ্ধি, গুণধর, ও যশঃপ্রিয় এই তিন বেটা মন্ত্রীকে একটু তফাৎ কর, দেখ্‌বে, রাজা একজন

ছাত্রের ন্যায় হত বুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে ছাত্র পরীক্ষা দিতে গিয়া পড়া ভুলে গিয়েছে।"

ধনেশ। "গুণেশ ভায়া যথার্থ বলেছেন।"

চন্দ্র নাথ। "ঠিক্! ঠিক্!"

গুণেশ। "আর দেখ, এক জন ভিক্ষুক দৈবাৎ যদি ধনী হয় ও ভাল একটা পোশাক পরে, তাহা হইলে সে যেমন আস্ফালন করে, বীরবাহুর সেই অবস্থা ঘটেছে, তোমরা কি দেখ্‌ছনা, সে দিন দিন আপন অনুচর বর্গের ক্রমেই সংখ্যা বৃদ্ধি কর্‌ছে?"

চন্দ্রনাথ। "সেটা যথার্থ বিষয় বটে।"

সুরেশ। "তবে দেখ বীরবাহু আপন ক্ষমতা কত দূর বৃদ্ধি করে ফেলেছে। এই নগরের সমুদয় শ্রেণীর লোকেই তাহারই ইচ্ছা ও সুবিধানুযায়ী কার্য্য কর্‌ছে! যেমন ছায়া বাজীর পুতুল সকল পশ্চাদ্বর্ত্তী মনুষ্যের তারাকর্ষণে মস্তকাদি নাড়ে, তেমনি সকলেই এই এক ব্যক্তির খেয়ালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে!"

ধনেশ। "তাইতো! নগরবাসী সকলেই এই বীর বাহুকে দেবতার ন্যায় সম্মান কর্‌ছে।"

চন্দ্র। "সেই তো! মক্ষিলের কথাও তো সেই।"

গুণেশ। "আর আমিও বল্‌চি যে, অতি শীঘ্রই রাজার দুর্দ্দশা ঘট্‌বে।

সুরেশ। "ঘটিতে পারে যদি আমরা সকলেই মনের সহিত কাঁধ। দেই কিন্তু হায়! দেখ আমরা কি তর সময় নষ্ট কর্‌চি? মদে পাশায় ও জুয়াখেলায় দিন কেটে যাচ্ছে, ঋণ যে পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে তার দিকে দৃষ্টি নাই! বন্ধুগণ! এস আমরা প্রাণপণ শক্তিতে কাজে লাগি; এস চারিদিক্ হতে সৈন্য

সংগ্রহ করি; এস আমরা শরীরপতনপণে পরিশ্রমরত হই; অবশ্যই পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। আর যদি তাই না ঘটে তবে এজগতে আর আমাদের প্রয়োজন রাখে না।"

চন্দ্র। "ভাইরে! গত ছয় মাস অবধি আমার মহাজনেরা যে কি উৎপাৎ আরম্ভ করেছে তা আর কি বল্‌বো? সকালে তাদের দ্বার আঘাতের শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গে, আবার রাত্রে তাদের গোলোযোগ শুন্‌তে শুন্‌তেই ঘুম আসে।"

ধনেশ। । "হা! হা! হা! আমি যে অবস্থায় আছি তা আর তোমাদের কাছে বল্‌বার দরকার করে না।"

গুণেশ। "যদি আমরা এত মিথ্যা ব্যয় না কর্‌তেম তা হলে এখন সুখে অট্টালিকায় বসে থাকৃতেম্। কিন্তু এখন আর তার হাত নাই। এখন—"

ধণেশ। "হাঁ, এখন আর তার হাত নাই। তবে বুঝি গুণেশ ভায়া ধর্ম্ম উপদেশ দিতে যাচ্চেন্?"

সুরেশ। "পুরাতন পাপীরা নিস্তেজ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে ঐ রূপ অবস্থা ঘটিয়াই থাকে; তখন তাহারা পূর্ব্বের কার্য্য সকলের উল্লেখ করিয়া কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করে এবং উচ্চস্বরে অনুতাপ ও সংশোধনের উপদেশ দেয়। আর আমার নিজের বিষয়ে এই বলি যে আমি সাধারণের বিচরিত নীতি ও ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখে আছি। আমি এক জন যে সে লোক নই যে, নির্জ্জীব জড়ের ন্যায় চুপ করিয়া ঘরের কোণ মধ্যে বসিয়া থাকিব এবং কোন একটু চমৎকার ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিলেই কাঁপিব। প্রকৃতি স্বয়ং স্পষ্টই আমি এক জন লম্পট হইব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং আমিও সেই বিষয় সিদ্ধির জন্যই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

মধ্যে মধ্যে যদি আমাদের ন্যায় দুই একটী আত্মা না প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে এই সংসার চিরকাল নিদ্রাবস্থাতেই থাকিত। আমরাই প্রাচীন ধারা বিপর্য্যস্ত করিয়া সংসারকে জাগাই-তেছি; আমরা মনুষ্য জাতির অলস গমনকে দ্রুত করিয়া তুলি তেছি; সহস্র সহস্র নিষ্কর্ম্মাকে এমন সকল প্রহেলিকার অর্থ ভাঙ্গিতে দিতেছি, যে তদ্দারা তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যাই-তেছে। আপনারা যত বুঝি আর না বুঝি, দুই চারি শত নূতন কল্পনা জনসমাজের অন্তরে প্রবেশিত করিয়া দিতেছি। ফলতঃ ঝড় যেমন জগতের উপকারী আমরাও তদ্রূপই; ঝড়ে দূরীকৃত হইয়া না যাইলে প্রকৃতি আপন দূষিত বাষ্পে আপনিই বিষাক্ত হইয়া উঠিতেন।”

চন্দ্র। “বাহবা বাহবা! খাসা বক্তৃতা কচ্ছো; সুরেশ! তুমি যদি এক জন বক্তা হইতে তাহা হইলে আর কিছুমাত্র ভাবনা থাকিত না। যাহোক ও সকল কথায়তো কিছু হয় না! কাজে কই? দেখ দেখি আমি এরি মধ্যে কত কাজ করেছি! প্রধান যাজক শান্তিধর রাজার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন! ঈশ্বর জানেন্ কি জন্য বীরবাহু তাঁহাকে চটাইয়াছে; যাহা হউক শান্তিধর এখন আমাদের দলে।”

ধনেশ (বিস্ময় ও আনন্দের সহিত)। “চন্দ্রনাথ! ভাই তুমি সহজ অবস্থায় বলিতেছ তো?—ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধর?”

চন্দ্র। “হাঁ তিনি এখন আমাদের দলে, এ একেবারে খাটি কথা। প্রথম আমাকে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশ হিতৈ-ষিতা, সৎকার্য্যানুরাগ, স্বাধীনতালাভ ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া অনেক ক্ষণ রগড়া রগড়ি করিতে হইয়াছিল; ফল কথা শান্তিধর এক জন ভণ্ড; তা আমাদিগের দিকে ঘেঁসিবে তার আশ্চর্য্য কি?”

সুরেশ। (চন্দ্রনাথের হস্ত ধরিয়া)। "সাবাশ! বন্ধু! সাবাশ! তবে আর কোন চিন্তা নাই; উজ্জয়িনী নিশ্চয়ই ষড়্‌যন্ত্রের নূতন হাত দেখিবেন। আর আমি এত দিন যে শুদ্ধ বসিয়া আছি এরূপ ভাবিও না। আমি যদিচ এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু এমন একখানি অব্যর্থশক্তি জালসংগ্রহ করিয়াছি, যাহাতে উজ্জয়িনীর অর্দ্ধেক ভাগকে পড়িতে হইবেক। তোমরা মন্ত্রীকন্যা চন্দ্রপ্রভাকে জান?"

ধনেশ। "এই রাজ্যের যাবতীয় সুশ্রী স্ত্রীলোকগণের নাম-তালিকা আমাদের সকলেরই কাছে এক এক খানি আছে, তা এক জনের নাম ভুল হইবার সম্ভাবনা কি?"

গুণেশ। "চন্দ্র প্রভা আর লাবণ্যবতী এরাই উজ্জয়িনীর মধ্যে সাক্ষাৎ দেবী; আমাদের নব্যদলের নিকট আর কেহই ফুল বিল্বপত্র পায় না।"

সুরেশ। "চন্দ্রপ্রভা আমার হাতের মধ্যে।"

গুণেশ। "কিপ্রকারে?"

ধনেশ। "চন্দ্র প্রভা?"

সুরেশ। "কেন, তোমরা যে একেবারে অবাক্ হলে দেখ্‌চি! আমিত আর, আকাশ মাথায় ভেঙ্গে পড়্‌লো, কি এমন আর কিছু অসম্ভব কথা বলিনি? আমি এই মাত্র বল্‌চি, যে চন্দ্রপ্রভায় আর আমায় একাত্মা; তার যাবতীয় গুপ্ত কথাই আমি জানি; সে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। আমাদের পরস্পর সংশ্রব অপ্রকাশিত থাকিবে; পরন্তু নিশ্চয় জানিও আমারওযে ইচ্ছা চন্দ্রপ্রভারও সেই। আর তোমরা সকলেই ইহা জান যে, চন্দ্রপ্রভা বংশী ধ্বনি করিয়া যে রাগিণীতেই গান করুক,

অর্দ্ধেক উজ্জয়িনীই তাহার গীত শব্দ পাইলে তাহারই তালে নৃত্য করিতে থাকিবেক।”

ধনেশ। “সুরেশ! তুমি আমাদের ওস্তাদ।”

সুরেশ। “দেখ আমি তোমাদের পক্ষে কেমন এক জন স্বপক্ষ সংগ্রহ করিয়া রেখেছি। তোমরা কিছুই জানিতে না!”

ধনেশ। “আমি নিজে এপর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই তজ্জন্য তোমাদের কার্য্যের কথা শুনিয়া আমার লজ্জা হইতেছে; কিন্তু ভাইরে! যদি আমার উৎকোচপ্রেরিত মহাকায় লাবণ্যবতীর প্রাণহত্যা করিতে পারিত, তাহা হইলে রাজা যে শৃঙ্খলে রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে স্বীয় শাসনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেই শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া পড়িত। লাবণ্যবতী না থাকিলে রাজার সকল বিস্তাই লোপ পায়। শ্রেষ্ঠবংশীয় লোকেরা লাবণ্যবতীর সহিত একটা বিবাহ সম্বন্ধের আশাতেই বীরবাহুর শাসনে নির্ভর দিয়া আছে; সে আশা নষ্ট হইলে আর তাহারা কেন সেরূপ থাকিবে? লাবণ্যবতী একদিন রাজার উত্তরাধিকারিণী হওয়া সম্ভব।”

গুণেশ। “আমি যা কিছু সাহায্য করিতে পারি সে কেবল টাকায়। আমার হতভাগ্য বৃদ্ধ খুড়োর সিন্দুক পোরা বিস্তর টাকা আছে; সে মরিলেই সে সমস্ত আমার; আর আমি যখন বলিব তখনই সেই বৃদ্ধ কৃপণ শিঙ্গা ফুঁকিবে।”

চন্দ্র। “তুমি ভাই ইতি পূর্ব্বেই তাকে অনেক দিন জীবিত রেখেছ।”

গুণেশ। “না ভাই আমি একেবারে এমন মন দৃঢ় করিতে পারিনি যে খুড়োকে গঙ্গাযাত্রা—বন্ধু! তোমরা বিশ্বেস কর্‌বে না

এক এক সময় আমার মনে এমনি অসুখের উদয় হয় যে যেন বোধ করি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আমাকে বাধা দিচ্চে!”

সুরেশ! “সত্য! তবে তুমি আমার কথা শোন; কোন ধর্ম্ম মঠে চলিয়া যাও।”

গুণেশ। “তা ভাই বড় মিছে নয়, সে আমার একটু খাটে!”

চন্দ্র। “দেখ! প্রথম আমাদিগকে মহাকায়ের সহচর দিগের অনুসন্ধান করিতে হইবেক, তাহারই আমাদের প্রাচীন আলাপী; কিন্তু মহাকায়েরই সঙ্গে ভালরূপ জানা শুনোছিল; সঙ্গীদের কোথায় দেখা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বুঝিতেছিনা।”

ধনেশ। “তাহাদের সঙ্গে দেখা হইলেই কিন্তু প্রথম তাহাদিগকে রাজার তিনজন পরামর্শদায়কদের বধে পাঠাইতে হইবে।”

সুরেশ। “ভাইরে! কথায় যেমন বলিতেছ কাজে যদি সেইরূপ ফলিয়া উঠে, তবে এটা উত্তম মন্ত্রণা তাহার সন্দেহ নাই। তবে বন্ধুগণ! অন্ততঃ এই এক প্রধান সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, হয় আমরা যথেচ্ছাচরণ দ্বারা আপনাদিগকে ঋণমুক্ত ও স্বাধীন করিব; অথবা বীরবাহুর সম্মুখে নগরপ্রাচীরসংস্কারার্থ আমাদের মস্তক কয়টী উপহার দিব। ফলতঃ উভয় পক্ষেই আমাদের একটা শান্তি লাভ হইবে ভুল নাই। প্রয়োজন, স্বীয় সর্পকম্প কশাঘাতে আমাদিগকে তাঁহার শৈলের অতি উচ্চ স্থানে পাঠাইয়াছেন, সংপ্রতি হয় কোন অদ্ভুত সাহস প্রকাশ দ্বারা আত্ম পরিত্রাণ করিতে হইবেক, নচেৎ অপর পার্শ্বস্থ লজ্জা ও ভ্রান্তির অতল স্পর্শ সমুদ্রে বেগে নিপতিত হইতে হইবেক। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই যে, কি উপায়ে আমরা আবশ্যকীয় ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহ, এবং কিরূপে অন্যান্য লোক দিগকে আমাদের

অভিসন্ধিতে যোগ দিতে বাধ্য করিতে পারি। ইহার জন্য আমাদের নগরস্থ তাবৎ সুবিখ্যাত মনোমোহিনী দিগকে হস্তগত করা আবশ্যক। আমাদের উত্তেজনায়, দস্যুদের ছোরায়, রাজাদের ভাণ্ডারে, যাহা না হয়, ঐ চমৎকার জানোয়ার দের এক মাত্র কটাক্ষে সে সমস্তই হইতে পারে। যেখানে ফাঁশি কাষ্ঠের ভীষণতা অকিঞ্চিৎকর, গুরুর আজ্ঞা নিষ্ফল; সে স্থলে এক বিলাসযুক্ত চুম্বন, বা কোমল আশাদান, অনেক অদ্ভুত কার্য্যের সমাধান করিতে পারে। ঐ সকল ডাইনার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বিশ্বাস জল হইয়া যায়, সরস চুম্বনে রহস্য পলায়ন করে, এবং কাজের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনেক পবিত্র সিদ্ধান্ত ও অধ্যবসায়যুক্ত দৃঢ়তার মৃত্যু সময় হইয়া পড়ে। আর যদিই তোমরা এই সকল স্ত্রীলোক দিগকে হস্তগত করিতে নাই পার, অথবা তাহাদের জালে অন্যকে ফেলিতে গিয়া আপনারা আবদ্ধ হইয়া পড়ার ভয় রাখ, তবে যাজক দিগের সঙ্গে যোগদাও। মিষ্টবাক্যে ঐ গর্ব্বিত ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি দিগের কিঞ্চিৎ মনোরঞ্জন কর, দুটা পাঁচটা রসান দেওয়া ভাবী লোভ দেখাও, তাহা হইলেই উহারা তোমাদের চারে পড়িয়া আছে; তোমরা যা বলিবে তাই শুনিবে। এই ভণ্ড তপস্বীরা নগরস্থ গোঁড়াদিগের মনের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করতঃ কুসংস্কার রজ্জুতে যাবতীয় লোকদিগকে বাঁধিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতেছে। অতএব অনেক অর্থব্যয়ে যাহা না হয়, ইহাদিগকে হস্তগত করিতে পারিলে তদপেক্ষা অধিক কাজ হইবেক। ইহাদের অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ লোকসমাজে টাকার গুণধরে। অতএব বন্ধুগণ, প্রাণপণে কার্য্যে লাগ; তাহা হইলেই মঙ্গল।

নবম অধ্যায়

সরস্বতীর আবাস।

বজ্রবাহু যে মাত্র মহাকায়কে শমন ভবনে প্রেরণ করেন অমনি ক্ষিপ্র হস্তে স্বীয় বেশাদি সত্বর পরিবর্ত্তন পুরঃসর নির্ব্বিবাদে উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে কেহই তাঁহার প্রতি সন্দেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই এবং তিনিও এরূপ কোন চিহ্নই রাখিয়া যাইলেন না যদ্দ্বারা ক্রমশঃ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িতে পারে।

তিনি সরস্বরতীর আবাসে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই রজনী উপস্থিত হইয়াছিল। সরস্বতী দ্বার খুলিয়া দিল; বজ্রবাহু সাধারণগৃহে প্রবেশ করিলেন।

বজ্র। "এরা সকলে কোথায়?"

সর। "দুপর বেলা অবধি তারা সকলেই ঘুমুচ্চে; বোধ হয় আজ রাত্রে কোন জায়গায় কাজে যাবে।"

বজ্রবাহু একখান চৌকীর উপর উপবেশন করিলেন; তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তা নিমগ্নের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

সরস্বতী কহিল "বজ্রবাহু! তুমি সদা সর্ব্বদাই কেন অমন মুখ ঝুড়ি করে থাক? ওতেইতো তোমাকে অমন বিশ্রী দেখায়। ছি ভাই! ওরকম ঢঙ্গের ভঙ্গী দূর করিয়া দাও; ওতে তোমার মুখ স্বাভাবিক যেমন, তার অপেক্ষাও খারাপ দেখায়।"

বজ্রবাহু কিছুই উত্তর দিলেন না।

সর। "যথার্থই কিন্তু তোমারে দেখিলে যার তার ভয় লাগে!

তা এস বজ্রবাহু! তোমায় আমায় এখন ভাব করি; দেখ আমি ক্রমে ক্রমে তোমাকে ঘৃণা না কর্‌তে, আর তোমার চেহারা সইতে অভ্যেস কর্‌চি; আর বলা যায় না হয়তো—"

দস্যু উচ্চগম্ভীরস্বরে কহিলেন "যাও! নিদ্রালু দিগকে জাগাওগে!"

সর। "তাদের জাগাবো? ধিক্! তুমি আমার সঙ্গে একাকী থাক্‌তে কি ভয় পাও? রক্ষে কর! আমিও কি তোমার মত দেখ্‌তে ভয়ানক নাকি? এঁ্যা? বজ্রবাহু! আমার প্রতি একবার চেয়ে দেখ।"

যথার্থ কথা কহিতে গেলে সরস্বতী কোন অংশেই বিশ্রী বলিয়া গণিত হইতে পারিত না। তাহার চক্ষু দুটী উজ্জ্বল ও ভাবপ্রকাশক; তাহার ওষ্ঠাধর লোহিতবর্ণ ও সুসৌষ্ঠব, এক্ষণে সে উহাদিগকে বজ্রবাহুর অধরের দিকে অবনত করিতেছিল। পরন্তু বজ্রবাহুর ওষ্ঠাধর এখনও লাবণ্যবতীর গণ্ডস্পর্শে পবিত্র ছিল; তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সরস্বতীর যে হস্তদ্বয় তদীয় স্কন্ধদেশে অর্পিত হইয়াছিল তাহা (কিন্তু কোমল ভাবে) অপসৃত করিয়া দিলেন।

বজ্র। "যাও যাও লক্ষ্মি! যাও তাদের জাগাও গে। আমার তাদের সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

সরস্বতী বিলম্ব করিতে লাগিল।

বজ্র। "যাও! দেরি করিও না।"

সরস্বতী নিঃশব্দে গমন করিল, পরন্তু দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইয়া সে একবার দাঁড়াইল এবং তর্জ্জনীদ্বারা তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল।

বজ্রবাহু স্বীয় স্কন্ধদেশে মস্তকার্পণ ও বক্ষোপরি বাহুদ্বয়

সংযত করতঃ অস্থিরপদে গৃহমধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন। "প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ করা হইয়াছে; পৃথিবী অন্ততঃ একজন দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। এই হত্যাকার্য্য সম্পাদন দ্বারা আমার পাপার্জ্জন করা হয় নাই; আমি একটী পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি। হে মহীয়ান্ পরম পুরুষ! আমার সহায় হও; আমার সম্মুখে অতি আয়াস সাধ্য দুষ্কর কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আঃ! যদি ঐ কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয় এবং লাবণ্যবতী আমার পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ হন!—লাবণ্যবতী? কি! মহারাজের ভ্রাতৃদুহিতা কি নির্ব্বাসিত বজ্রবাহুকে পাণি প্রদান করিবেন?—হায়! সুন্দরি! আমার এরূপ চমৎকার আশার সুসার হওয়ার কিছুই সম্ভাবনা দেখিতেছি না! ফলতঃ আমার এপ্রকার ব্যগ্রতা নিতান্ত হাস্যাস্পদ তাহার সন্দেহ কি? একবার দেখিয়াই এককালে আশক্ত হইয়া পড়িলাম! পরন্তু লাবণ্যবতী ভিন্ন কেহই প্রথম দর্শনে মনোমোহনে সমর্থ নয়। কার্য্যে পরিণত করণে সমর্থ হই আর না হই, মহৎ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিবিষয়ে চেষ্টা পাওয়াও গৌরব জনক! এবম্বিধ আনন্দদায়ক কল্পনা সকল আমাকে অন্ততঃ সময় বিশেষেও সুখী করিবেক; হা ধিক্! হতভাগ্য বজ্রবাহু অধুনা মুহূর্ত্তকাল সন্তোষপ্রদ কল্পনা চয়ের প্রার্থনা করিতেছে! অহো! যে কার্য্য সম্পাদন করিতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ও আহ্লাদ, যদি জগতের লোকে তাহা জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা আমার প্রতি প্রীতি ও দয়া প্রকাশ করিত।"

সরস্বতী ফিরিয়া আসিল; চারিজন দস্যু (তখনও অর্দ্ধ নিদ্রিত) হাই তুলিতে তুলিতে ও গাত্র আকুঞ্চন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল।

বজ্রবাহু তাহাদিগকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন "অহে! বাছারা! এখন ঘুমাইবার সময় নয়, আমার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আপনাদিগকে ভাল করিয়া জাগরিত কর; কারণ আমি এমন চমৎকার কথা বলিব যে, স্বপ্নাবস্থাতেও তাহা তোমাদের বিশ্বাসযোগ্য হওয়া কঠিন।"

তাহারা অনাস্থা ও অধৈর্য্য সহকারে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল। রুদ্রাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপারটা কি হে?"

বজ্র। "এমন কিছুনয়; তবে আমাদের সদাশয়, সহৃদয়, সাহসী মহাকায়— মারা পড়েছেন।"

"কি! মারা পড়েছেন?" সকলেই ঔৎসুক্য সহকারে এই কথা বলিয়া উঠিল এবং ভীতনেত্রে এই অশুভ বার্ত্তা বাহকের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল; ইতি মধ্যে সরস্বতী উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিয়া একখান চৌকীর উপর পড়িয়া শ্বাসশূন্য প্রায় হইল।

কিয়ৎক্ষণ একটা সাধারণ নিস্তব্ধতা ঘটিল।

রুদ্রাক্ষ পুনশ্চ কহিল "মারা পড়েছেন? ভাল তাঁকে মারিল কে?"

রক্তকেশ। "কোথায়?"

সুবাহু। "কখন? আজ সকালেই নাকি?"

বজ্রবাহু। "শুনিলাম, রম্যকাননে রাজকন্যার পদতলের নিকট তিনি রক্তাবলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, ইহা সকলে দেখিয়াছে। কিন্তু রাজকন্যার হস্তে, কি রাজকন্যার কোন নায়কের হস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

সরস্বতী। (বিলাপ করিতে করিতে) "হায় মহাকায়! কোথায় গেলে?"

বজ্রবাহু। “কল্য ঠিক এমন সময়ে মহাকায়ের মৃতকায় ফাঁশি কাষ্ঠে লট্‌কানো দেখ্‌তে পাবে।”

সুবাহু। “কি বলিলে? তবে কি কেউ তাঁকে চিনিতে পেরেছিল নাকি?”

বজ্র। “তার ভুল নেই; ওব্যবসা কখন ছাপা থাকেনা, বুঝেছ?”

সর। “ফাঁশীকাঠে? মহাকায়ের শেষে এই হৈল?”

রুদ্রাক্ষ। “ভাল কাজে গিয়েছিলেন কিন্তু!”

রক্ত। “দূর কর! এই বা কেমন করে জানা যাবে যে হঠাৎ এমন এক বিপদ উপস্থিত হয়ে পড়্‌বে?”

বজ্র। “তবে? এখনতো দেখ্‌চি তোমরা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসিলে?”

ভীমনাদ। “আমিত সাম্‌লে উঠ্‌তে পাচ্চিনে; বিস্ময় ও ভয়ে আমাকে জড়ীভূত করে ফেলেছে।”

বজ্রবাহু। “বটে! কিন্তু ভাই আমি যখন ঐ সংবাদ পেলাম তখন হাহা করে হেঁসে উঠ্‌লাম। বলিলাম “মহাকায়, হজুর! প্রার্থনা করি আপনি এখন নির্ব্বিঘ্নে স্থানে পৌঁছে আনন্দ লাভ করুন।”

রুদ্রাক্ষ। “কি বলিলে?”

ভীম। “তুমি হেঁসে উঠ্‌লে? কি আশ্চর্য্য! আমিত এর মধ্যে কোথাও হাঁস্‌বার বিষয় দেখ্‌তে পেলেম না।”

বজ্রবাহু। “কেন? তোমরা অন্যের প্রতি যেরূপ দান করিতে ব্যগ্র, আপনাদের নিজের প্রতি সেরূপ লইতে ভয় পাও কেন? তোমাদের উদ্দেশ্যই বা কি? আমাদের পরিশ্রম শেষ হইলে ফাঁশি বা শূল ভিন্ন আর কোন্ বস্তু পুরস্কার স্বরূপে আশা করিতে পারি? দোদুল্যমান কঙ্কালের শব্দ ভিন্ন আর কি স্মর-

পার্থ চিহ্ন আমরা আমাদের পশ্চাৎ রাখিয়া যাইব? এই সংসার রূপ রঙ্গস্থলে যাহারা দস্যুর অংশ অভিনয় করিতে মনস্থ করিয়াছে, তাহাদের কি চিকিৎসক-হস্তাগত, কি ঘাতুক-হস্তাগত কোন প্রকার মৃত্যুকেই ভয় করা উচিত হয় না। অতএব ভাইরে কেন অবসন্ন হইতেছ? আপনাদিগের তেজ পুনরেকত্র কর।"

রুদ্রাক্ষ। "ওহে! কথায় বলা বড় সহজ; কাজে আমার দ্বারায় তো হয় না।"

সুবাহু। "কি বল্‌ব ভাই! আমার দাঁতে দাঁতে লাগ্‌চে।"

রক্ত। "বজ্রবাহু! আমার দিব্য একটু স্থির হও; এ রকম সময়ে তোমার ওরূপ রসিকতায় আমাদের রক্ত শুখাইয়া যায়।"

সরস্বতী। "হায়! কি হল! মহাকায় কে মেরে ফেল্লে? এঁ্যা?"

বজ্র। "বাহবা! এ আবার কি? সরস্বতি! প্রিয়ে! তোমার কি ছেলে মানুষের মত কাঁদিতে লজ্জা হচ্চে না? এই মহাশয়দের জাগাইবার জন্য যখন তোমাকে পাঠাইয়া দিই, তখন যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়েছিল, এস তোমায় আমায় তাই পুনরায় হৌক। প্রিয়ে! একবার কাছে এসে বৈস, একটা চুম্বন দাও।"

সরস্বতী। "দূর হ! ঘাটে পড়া! লক্ষ্মী ছাড়া! ভূত! এখন ওঁর রঙ্গ!"

বজ্র। "সেকি? প্রেয়সি! একেবারে যে সব উল্টে ফেল্‌লে দেখ্‌চি! তার আর হাত কি; যে সময় তোমার মন হয় সে সময় আমার হয় তো ইচ্ছে হয় না।"

রক্ত। "আরে দুর কর! বজ্রবাহু! এখন কি পাগলামি কর্‌বার সময়? এখন ওসকল রেখে দাও, এস এখন বিবেচনা করা যাউক যে সংপ্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

সুবাহু। "না, না, এখন আর ঠাট্টা তামাসার সময় নয়।"

ভীম। "বজ্রবাহু! তুমি একজন বিলক্ষণ চতুর লোক; বল দেখি এখন আমাদের কোন পথ আশ্রয় করা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট?"

বজ্রবাহু (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)। "হয় এক কিছুই করা কর্ত্তব্য নয়, নচেৎ বিস্তরই করা কর্ত্তব্য। দুইটী বিষয়ের মধ্যে আমাদিগকে অবশ্যই একটীর অনুসরণ করিতে হইবেক। হয় আমরা যেখানে আছি ও যে বৃত্তিতে আছি তথায় ও তাহাতেই থাকিব— দুরাত্মাদিগের সন্তোষের নিমিত্ত তাহাদের প্রদত্ত অর্থলালসায় নির্দ্দোষ মনুষ্যগণের সংহার সাধন করিব; রাজপুরুষপ্রদত্ত ফাঁশি, অগ্নিদাহ, শূল মস্তকচ্ছেদ ইহার মধ্যে যে কোন দণ্ড গ্রহণ করিতে অবিচলিতচিত্ত থাকিব; অথবা—

রুদ্রাক্ষ। "অথবা?—আচ্ছা অথবা কি?"

বজ্রবাহু। "অথবা আমরা ইতি পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তু উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা পরস্পর বিভাগ করিয়া লইব, অবন্তি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব, কোন একটী নূতন ও অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিব এবং জগদীশ্বরের সহিত শান্তিস্থাপনের চেষ্টা পাইব। ইতি পূর্ব্বেই আমরা এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি যে হঠাৎ আমাদিগকে অন্নের ভাবনা ভাবিতে হইবেক না। আমরা হয় কোন বিদেশে একটা বিষয় খরিদ করিতে পারি, বা কোন বাণিজ্য অবলম্বন করিতে পারি; ফলতঃ যাহা ভাল বোধ হয় একটা পথ অনুসরণ করিতে পারি যদ্দারা আর দস্যুবৃত্তি না করিতে হয়। অনন্তর আপনাদিগের সমবংশীয় কন্যাগণের পাণি গ্রহণ করিয়া বহু বহু পুত্র কন্যা লাভে পরম সুখী হইতে পারি; স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে পান ভোজন করিতে পারি এবং আমাদের জীবনের শেষ ভাগের শিষ্টতা ও সাধুতা দ্বারা পূর্ব্ব ভাগের সঞ্চিত দোষের উপশম করিতে পারি।"

রুদ্রাক্ষ। "হা! হা! হা!"

বজ্রবাহু। "তোমরা যাহা করিবে আমিও তাহাই করিব; হয় তোমাদের সঙ্গে ফাঁশি কি শূলে যাইব, অথবা তোমাদের ইচ্ছা হয় তো এক জন উত্তম সাধু লোক হইব। ভাল এক্ষণে তবে তোমাদের নির্দ্ধার্য্য কি?"

রুদ্রাক্ষ। "এমন নির্ব্বোধ উপদেশদাতা তো কখন দেখিনি!"

সুবাহু। "আমাদের নির্দ্ধার্য্য? কেন, সেতো আর একটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়?"

বজ্রবাহু। "আমি ত বড়ই কঠিন ভেবেছিলেম।"

রুদ্রাক্ষ। "তবে আর বেশী কথা নয়; আমার মত এই যে আমরা যেমন আছি তেমনিই থাকিব; আমাদের প্রাচীন ব্যবসায়েরই অনুসরণ করিব; একর্ম্মে বিলক্ষণ অর্থ হস্ত গত হইবে ও আমাদে জীবন কাটিয়া যাইবে।"

সুবাহু। "বাহবা! বাপ্‌! ঠিক আমার মনের কথা টেনে বলেছ।"

রুদ্রাক্ষ। "আমরা দস্যু সত্য বটে; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা তো উত্তম সাধু লোক, যে বেটা সাধু না বলে সেই হত ভাগ্য। যাহা হউক অন্ততঃ এক্ষণে কিয়দ্দিন আমাদিগকে বাটীর বাহির হওয়া হইবেক না; কি জানি যদি ধরা পড়িয়া যাই? সকলে সাবধান থাক; কারণ এতক্ষণ রাজার গুপ্তচর সকল আমাদের তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই গোলোযোগটা চুকিয়া গেলেই সর্ব্ব প্রথম আমাদের মহাকায়ের ঘাতক ব্যক্তির খোঁজ করিতে হইবেক; তাহার গলা না টিপিলে ভবিষ্যতে সকল দুরাশয়েরা সাবধান হইবেক না।"

সকলে। "সাবাস! সাবাস! বাহবা! বাহবা!"

সুবাহু। "আর আজি হইতে আমি মত দিলাম যে, রুদ্রাক্ষ আমাদের দলপতি হইবেন।"

ভীমনাদ। "মহাকায় যে পদে ছিলেন সেই পদে।"

সকলে। "অবশ্য! অবশ্য!"

বজ্রবাহু। "আমিও তোমাদেরই মতে মনের সহিত তথাস্তু বলিলাম। তবে এখন সমস্তই ধার্য্য হইয়া গেল।"

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মতিথি।

মহাকায়ের হত্যাঘটনার পর দিবসটা, দস্যুরা, অতি সাশঙ্ক ও গোপনীয়ভাবে দরজার কপাট বন্ধ ও জানালার খিল বন্ধ করিয়া কাটাইল; রাস্তায় যে কোন শব্দ শুনিলেই তাহারা ভয় পায়, দরজার নিকট পদ সঞ্চার হইলেই, যতক্ষণ না তাহা অতিক্রান্ত হয় তাহারা কাঁপিতে থাকে। কিন্তু এদিকে রাজবাটীতে মহা ধূমধাম, মহা রোসনাই ও মহা আমোদ ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজা তাঁহার রূপসী ভ্রাতৃদুহিতা লাবণ্যবতীর জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব করিতেছিলেন; ঐ মহাভোজে নগরস্থ তাবৎ প্রধান২ ব্যক্তি, অনেকানেক বিদেশীয় রাজদূত ও নগরাগত বহু বহু বিদেশীয় মহাশয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই কার্য্যে ব্যয়ের কোন অংশে ক্রুটি করা হয় নাই, এবং কোন রূপ আমোদের উপায়ই উপেক্ষিত হয় নাই। সকল প্রকারের গুণীগণ আপন আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ছিল। উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ কবিগণ এই দিন তাঁহাদের কবিত্বের চরম ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, কারণ এই দিন লাবণ্যবতী তাঁহাদের কবিতার বর্ণনীয় বস্তু হইয়া ছিলেন। গায়ক ও যন্ত্রবিদেরা আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকর্ষ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, কারণ

অন্য লাবণ্যবতীর প্রশংসা ভাজন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে বলবতী হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রকার আমোদের বিচিত্র সংযোগ নিমন্ত্রিত তাবৎ ব্যক্তির মনকে মত্ত করিয়াছিল; এবং উল্লাসের অধিষ্ঠাতা দেবতা সমগ্র সভা মণ্ডলীর উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলেন; বৃদ্ধ, বা যুবা, নবীনা, বা প্রবীণা কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রবীণ রাজা বীরবাহু এই উৎসব উপলক্ষে যে রূপ উল্লাস-যুক্ত দৃষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে কখন তাঁহাকে সেরূপ কেহ দেখে নাই। তিনি গাম্ভীর্য্যকে ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আমোদপ্রিয়তা অবলম্বন করিলেন; সন্তোষের ঈষদ্ধাস্য তাঁহার ওষ্ঠে প্রতীয়মান হইতেছিল, তিনি সকলকেই প্রিয়বাক্য ও সদয় সমান ভাবে সমাদর করিতে ছিলেন, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই হইয়াছিল যেন কেহ তাঁহার পদ গৌরব ভাবিয়া আমোদে ব্যাঘাত না পায়। যে সমস্ত বরবর্ণিনী দিগের রূপ সেই নিমন্ত্রণ সভার প্রধান শোভা স্বরূপ হইয়াছিল, বৃদ্ধরাজ তাহাদের সহিত সময়ে২ বিশুদ্ধ পরিহাস করিতে লাগিলেন; সময়ে২ নর্ত্তমান তরুণ তরুণী দিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন, এবং সময়ে সময়ে রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনানী ও রণতরীপতিদিগের সহিত সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সুবুদ্ধি, গুণধর ও যশঃপ্রিয়, রাজার তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও মন্ত্রীরা পলিত কেশকে অগ্রাহ্য করিয়া এক্ষণে নবীনা সুন্দরী দলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং উভয় পক্ষেই পরিহাসবাণ যথার্থ রসিক প্রকৃতিতে নিক্ষিপ্ত ও গৃহীত হইল।

এই সময় রাজা ও তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রী এক প্রশস্ত গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, ইতিমধ্যে অমাত্য যশঃপ্রিয় প্রবেশ করিলেন। যৌবন সময়ে এই যশঃপ্রিয়, রাজার সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা ছিলেন;

অধুনা মন্ত্রী ও বন্ধু স্বরূপ হইয়াছিলেন। যশঃপ্রিয় আসন গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বকালীন যুদ্ধ বিগ্রহ ও উজ্জয়িনীর প্রাচীন বীরগণের শৌর্য্য বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল; এবং বর্ত্তমান সময়ের নব্যদিগের নিস্তেজতা ও বিলাসপরতন্ত্রতা উপলক্ষ করিয়া উভয়েই অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যশঃপ্রিয় কহিলেন "মহারাজ, আপনার নিকট আমার এক অতি প্রয়োজনীয় প্রার্থনা আছে।"

বীর। "কি প্রার্থনা?"

যশঃ। "সপ্তাহ গত হইল এখানে একজন সিন্ধুদেশীয় সমৃদ্ধ-সন্তান আসিয়াছেন, নাম তরুণ-সেন। যুবকটী অতি সুন্দর ও সুপাত্র।"

বীর "আচ্ছা?"

যশঃ। "তাঁহার পিতা আমার একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তিনি এক্ষণে গত। আহা! কি সচ্চরিত্রসম্ভ্রান্ত লোকই ছিলেন! যখন আমরা যুবা ছিলাম একত্রে অনেক স্থানে যুদ্ধ করি। বহু২-যবন মস্তক তাঁহার খড়্গে পাতিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত বীর যোদ্ধা ছিলেন।"

বীর। "পিতার সুখ্যাতি করিতে গিয়া পুত্রকে ভুলিয়া যাও দেখিতেছি!"

যশঃ। "তাঁহার পুত্র এক্ষণে উজ্জয়িনীতে আসিয়াছেন, এবং আপনার অধীনে কর্ম্ম কাজ করিতে চাহেন। আমার প্রার্থনা যে তাঁহাকে একটী উপযুক্ত পদে নিয়োগ করুন্। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ইনি আমাদের পরলোকান্তে উজ্জয়িনীর মুখ রক্ষা করিতে পারিবেন।"

বীর। "তাহার বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র প্রভৃতি কিরূপ?"

যশঃ। "এসমস্তই উৎকৃষ্ট এবং নিজ পিতার ন্যায় সাহস ও উদারতারও অপ্রতুল নাই। যদ্যপি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি হয়, তবে তাঁহাকে লইয়া আসি। তিনি ঐ নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত আছেন। তিনি উজ্জয়িনীতে দস্যুদিগের উপদ্রবের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা যে, ঐ দুর্ব্বৃত্ত দিগকে বিচারের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজের প্রথম কর্ম্মের পরিচয় দিবেন।"

বীর। "প্রথমেই এক জন বিদেশী হইতে এতদূর আশা করা যায় না, যাহা হউক তাহাকে আমার নিকট লইয়া এস।"

যশঃ। "যে আজ্ঞা। তবে আমার কার্য্যের অর্দ্ধেক সম্পন্ন হইয়াছে, অথবা সমস্তই। কারণ স্বর্গ দর্শন করতঃ তাহাতে প্রবেশের অনিচ্ছা যেমন অসম্ভব, তরুণ-সেনকে দেখিয়া উপেক্ষা করা তেমনি অসম্ভব।"

বীর (সস্মিত মুখে)। "যশঃপ্রিয়, পূর্ব্বে কখনও কোন বিষয় তোমাকে এত ব্যগ্র দেখি নাই! আচ্ছা যাও; তোমার এই অদ্ভুত পদার্থকে উপস্থিত কর।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া যশঃপ্রিয় গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

বীর (লাবণ্যবতীর প্রতি)। "বৎসে, তুমি নাচের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে না কেন?"

লাবণ্য। "আমি কিছু শ্রান্ত হইয়াছি। বিশেষ, কৌতূহল-বশতঃ আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে। দস্যু ধরিবার কি রূপ কথাবার্ত্তা হয় শুনিব। পিতঃ! আমার বোধ হয় ইতি পূর্ব্বেই যশঃপ্রিয়ের এই বন্ধুপুত্রকে দেখিয়াছি। সভায় সকলেই তাহার রূপের বড় প্রশংসা করিতেছিল।"

বীর। "তোমাকে এমন পাত্রে সমর্পণ করিব, যাহার রূপ, গুণ, ও কুলমর্য্যাদায় আমাদের বংশ উজ্জ্বল হইবে। আমার

এই শেষ মনোরথটী সুসম্পন্ন হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

লাবণ্য (সলজ্জ ভাবে)। "অদ্য উৎসবের গোলযোগে আমার পড়া শুনা কিছুই হয় নাই। 'যবন দিগের সামাজিক ব্যবহার' অদ্য সমাপ্ত করিতে পারিতাম। পিতঃ, যবনেরা স্ত্রীলোক দিগকে কারারুদ্ধপ্রায় করিয়া রাখে কেন?"

বীর। "বৎসে, দেশ ভেদে ও কালভেদে আচার ভেদ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকের অধিক স্বাধীনতা ছিল, অথচ চরিত্র নির্দ্দোষ ছিল। এক্ষণে আমরা স্ত্রীলোক দিগকে সভায় যাইতে দিই মাত্র। যবনদিগের উচ্চ শ্রেণীয় কুমারীগণেরও পুরুষমুখ দর্শন নিষিদ্ধ। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করে-না এবং স্ত্রীলোকেরাও—"

এই বাক্যের সমাপ্তি না হইতেই যশঃপ্রিয় একটী যুবা পুরুষ সঙ্গে করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। যুবকের রূপ মাধুরী দেখিয়া রাজার অন্তরে উদয় হইল 'রাজ বংশজাত হইলে ইহাকেই লাবণ্যবতী সমর্পণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতাম।"

তরুণসেন সসম্ভ্রমে নতমস্তক হইয়া সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী পতিকে অভিবাদন করিলেন।

বীর। "আমি শুনিলাম, তুমি আমাদের রাজ্যে কর্ম্ম কাজ করিবার ইচ্ছায় আসিয়াছ।"

তরুণ। "মহারাজ, আপনার সেবায় অধিকারী হওয়া আমার পক্ষে গৌরবের কথা।"

বীর। "যশঃপ্রিয় তোমার যেরূপ সুখ্যাতি করিলেন, যদ্যপি তোমাতে সেই সকল গুণ যথার্থই থাকে, তবে তুমি আপন দেশকে কেন তোমার কার্য্যে বঞ্চিত করিলে?"

তরুণ। "কারণ এই যে আমার দেশ বীরবাহুর ন্যায় নৃপতি দ্বারা শাসিত নয়।"

বীর। "আমাদের এই নগরে যে সমস্ত দস্যু উপদ্রব করিতেছে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া দিতে তোমার অভিপ্রায় আছে কিনা?"

তরুণ। "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার উপর ভার অর্পিত হইলে শীঘ্রই আমি দস্যু দিগকে বিচারের হস্তে অর্পণ করিতে পারি।"

বীর। "আগন্তুকের পক্ষে একার্য্য সহজনয়, তবে চেষ্টা দেখিতে হানি নাই।"

তরুণ। "যে আজ্ঞা, হয় আগামী কল্য নয় পরশ্ব আমি নিশ্চয় আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

বীর। "বোধহয় একার্য্যের সম্পূর্ণ কঠিনতা তুমি জ্ঞাত নও, নতুবা এতদূর দৃঢ়বাক্য হইতে না। আমার প্রহরীগণ এপর্য্যন্ত ইহাদের কিছুই সন্ধান করিতে পারেনাই।"

তরুণ। "আমি এ বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছি এবং তজ্জন্যই আমার বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, এ কার্য্যে উজ্জয়িনী-পতিকে বুঝাইতে পারিব, আমার কার্য্য সাধারণের কার্য্যের অপেক্ষা উচ্চতর।"

বীর। "তোমার প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন কর, তৎপরে পুনশ্চ তোমার বিষয় আন্দোলন হইবে। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। অদ্য আমোদের দিনে অন্যান্য অপ্রীতিকর চিন্তা অকর্ত্তব্য—লাবণ্যবতি, তুমি কি নাচের দিকে যাইবে না? সাধুনন্দন, ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাও।"

তরুণ। "এতদপেক্ষা গৌরব জনক ভার আমার উপর অর্পিত হইতে পারে না।"

এই কথোপকথনের সমস্তক্ষণ লাবণ্যবতী তাঁহার জেষ্ঠতাতের

সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে অবনতাঙ্গী হইয়া মনোমধ্যে যশঃপ্রিয়ের উক্তির আন্দোলন করিতেছিলেন "স্বর্গরাজ্য দর্শন করিয়া তাহাতে প্রবেশের অনিচ্ছা যেমন অসম্ভব, তরুণসেনকে দেখা অথচ উপেক্ষা করা তেমনি অসম্ভব।" আর তিনি যখন অনিমিষনয়নে সেই যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ও তাহার ভাবভঙ্গী ও কথা বার্ত্তায় স্বভাবের পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার সম্যক্‌উপলব্ধি হইল যে যশঃপ্রিয় অতিশয়োক্তি করেন নাই। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে নাচঘরে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তরুণসেনকে আদেশ করিলেন, তখন ঐ ললনার কপোলদেশে ঈষৎ রক্তিমার আভা প্রকাশ পাইল, এবং অবিলম্বে তাঁহাকে যে হস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা গ্রহণ করেন কিম্বা না করেন, এবিষয়ে মনোমধ্যে দ্বিধা উপস্থিত হইল।

তরুণসেন লাবণ্যবতীর কোমলকর ধারণ করিয়া নাচঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে কেবল সমারোহ ও আমোদ। অগণ্য আলোকে চতুর্দ্দিক দিনমানবৎ, এবং পুষ্প ও চন্দন গন্ধে সমস্ত গৃহ পরিমলময়, কণ্ঠ ও যন্ত্রোদ্ভব তানলয় বিশুদ্ধ সংগীত কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল এবং নিমন্ত্রিত নর নারীগণের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদে অনুপম শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। পরন্তু তরুণসেন ও লাবণ্যবতী মৃদুপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ ঐ বিস্তীর্ণ গৃহের অন্যতম ভাগে উপস্থিত হইয়া এক উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট স্থির হইলেন। উভয়েই আপন আপন মনের ভাবে অভিভূত। কিয়ৎক্ষণ কেহই কোন বাক্যব্যয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তরুণসেন কহিলেন,

"কুমারি! ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলা যায়?"

লাবণ্যবতী যেন স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া বলিলেন "দুর্ভাগ্য? কাহার দুরদৃষ্টের কথা বলিতেছেন?"

তরুণ। "যে ব্যক্তি অমরাবতীর সমস্ত শোভা দেখিতে পাইতেছে কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিবে না; যে ব্যক্তি সুধাপাত্র হস্তে করিয়াও তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছে; পান করিবার অধিকার নাই, অন্যে তাহা উপভোগ করিবে।"

লাবণ্য। "কাহাকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলা হইল বুঝিলাম না, তোমার নিজের কথা না কি?"

তরুণ। "তুমি আমার অভিপ্রায় প্রকৃতরূপ বুঝিয়াছ। এক্ষণে সুন্দরি, বল দেখি, আমি যথার্থই বড় দুর্ভাগ্য কি না?"

লাবণ্য। "তোমার এই কল্পিত স্বর্গ কোথায়?"

তরুণ। "যেখানে লাবণ্যবতী।"

রাজকন্যার গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইল, তিনি ভূমির দিকে দৃষ্টি অবনত করিলেন।

তরুণ। "কুমারি, আমার কথায়তো রাগ করিলে না? এরূপ সরলভাবে কথা কহায় বিরক্ত হও নাই তো?"

লাবণ্য। "তরুণসেন, তুমি সিন্ধু দেশের লোক না? উজ্জয়িনীতে আমরা এরূপ শিষ্টাচার বড় ভাল বাসিনা। অন্ততঃ আমি ভাল বাসি না, এবং তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও মুখে শুনিলে সহ্য করিতাম না।"

তরুণ। "কুমারি, আমি আপন মনের প্রকৃত কথা কহিয়াছি, তোষামোদ অন্তরে রাখিয়া বলি নাই।"

লাবণ্য। "ঐ দেখ, রাজা, অমাত্য সুবুদ্ধি ও যশঃপ্রিয়ের সহিত নাচ ঘরে আসিতেছেন, আমাদিগকে খুঁজিবেন, অতএব, এস, আমরাও ঐ দিকে যাই।"

যুবক নিস্তব্ধভাবে যুবতীর অনুগমন করিলেন। নাচ আরম্ভ হইল। সে সময় প্রত্যেক চক্ষু অন্যান্য শোভাময় দৃশ্য পরিত্যাগ করতঃ সেই অনুপম তরুণ তরুণীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। নাচ ঘরের প্রত্যেক দিক্ হইতে প্রশংসার মৃদুরব শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা এই প্রশংসার বস্তু, তাহারা তাহা শুনে নাই। সে সময়, কি তরুণসেন, কি লাবণ্যবতী, উভয়ের কেহই অন্য লোকের প্রশংসার দিকে মনোযোগী ছিলেন না; কেবল পরস্পর পরস্পরের প্রশংসাভাজন হইবারই আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সিন্ধুদেশীয় বৈদেশিক।

রাজবাড়ীর ভোজের পর দুই দিন অতীত হইল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর ধনেশ আপন বৈঠক খানায় বসিয়া আছে; সঙ্গে গুণেশ ও চন্দ্রনাথ। অনুজ্জ্বলভাবে আলো জ্বলিতেছিল। বাহিরে আকাশে মেঘাড়ম্বর; তীক্ষ্ণ বায়ু বহিতেছিল; ঘরের মধ্যস্থ লম্পটদিগের হৃদয় ভয় ও দুর্ভাবনাযুক্ত ছিল।

ধনেশ (অনেকক্ষণ তুষ্ণীম্ভাবের পর)। "এ কি! তোমরা কি দুই জনেই স্বপ্ন দেখ্‌চো নাকি? হো! গুণেশ, চন্দ্রনাথ, আপন আপন গেলাসে মদ ঢাল।"

গুণেশ। "আচ্ছা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য; কিন্তু আজ আমার মদে ইচ্ছা হচ্ছে না।"

চন্দ্রনাথ। “আমারও আজ ভাল লাগ্‌ছেনা, যেন সির্‌কার মত আস্বাদ বোধ হচ্চে; মালটা উত্তম, কিন্তু আমাদের মনের দুরবস্থায় খারাপ কচ্ছে।”

ধনেশ। “পাজিরা উচ্ছন্ন যাক্।”

গুণেশ। “কারা? দস্যুদের কথা বল্‌ছো?”

ধনেশ! “তাদের চিহ্নও আর পাওয়া যায় না। বেটাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হওয়া গেল।”

চন্দ্রনাথ। “লাভের মধ্যে সময় বয়ে যাচ্ছে; আমাদের কল্পনা ফাশ হয়ে যাবে এবং তারপর আমরা উজ্জয়িনীর জেলখানায় গিয়ে বস্‌বো, সহরের লোকের কাছেও হাস্যাস্পদ, নিজের কাছেও হাস্যাস্পদ! রাগে যে আমার গা পুড়ে গেল!” (সকলেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

ধনেশ। “আঃ! কোথা থেকে এ আবার এক বেটা তরুণসেন এসে পড়্‌লো!”

চন্দ্রনাথ। “দুই ঘণ্টার মধ্যে আমাকে শান্তিধরের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে, তাঁকে নূতন খবর কি দিব?”

গুণেশ। “সে যা হউক সুরেশ যখন এত বিলম্ব কর্‌ছে, অবশ্যই কোন একটা খবর নিয়ে ফির্‌বে।”

চন্দ্রনাথ। “সে এতক্ষণ চন্দ্রপ্রভার চরণে পড়ে আছে; আমাদিগকে, সাধারণ তন্ত্রকে, দস্যুদিগকে অধিক কি তাহার নিজের আত্মাকেও তার মনে নাই।”

ধনেশ। “সে যাহোক, তোমাদের দুজনের মধ্যে কেহই এই তরুণ সেনকে জান না?”

গুণেশ। “লাবণ্যবতীর জন্মতিথির দিন যাহা জানিয়াছি, তার অধিক আর জানি না।”

চন্দ্রনাথ। "আমি আর একটু এই বেশী জানি যে, ধনেশ তাহার ঈর্ষ্যা করে!"

ধনেশ। "আমি? কি বিড়ম্বনা! লাবণ্যবতী যাহাকে ইচ্ছা পাণি প্রদান করুক; চাই দিল্লির সম্রাট্‌কে, চাই উজ্জয়িনীর কোন মাজীকে, তাহাতে আমার অণুমাত্র উদ্বেগ নাই।"

চন্দ্র নাথ। "হা! হা! হা!"

গুণেশ। "ঈর্ষ্যাকেও অন্ততঃ এক কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, উজ্জয়িনীর মধ্যে তরুণ সেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর পুরুষ। আমার সন্দেহ হয় যে, এই নগরের কোন রমণী ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবলে তাহাকে সম্বরণ করিতে পারে কি না।"

ধনেশ। "আমারও ঐ সন্দেহ হইত, কিন্তু রমণীরা তোমার ন্যায় এত ক্ষুদ্রবুদ্ধি নয় যে, শাঁস পরিত্যাগ করিয়া খোসার গৌরব করিবে।"

গুণেশ। "দুঃখের কথা এই যে, স্ত্রীলোকেরা ঠিক তাহাই করিয়া থাকে।"

চন্দ্রনাথ। "বৃদ্ধ যশঃপ্রিয়কে এই তরুণসেনের সহিত বিশেষ অন্তরঙ্গ দেখা যায়; লোকে বলে যে, ইহার বাপের সহিত উহার বিশেষ পরিচয় ছিল।"

গুণেশ। "যশঃপ্রিয়ই উহাকে রাজার নিকট উপস্থিত করে।"

ধনেশ। "স্থির হও! শুন, সদর দরজায় কে করাঘাত করিল।"

গুণেশ। "এ নিশ্চয় সুরেশ হইবে। যাহা হউক এক্ষণে দস্যুদিগের সন্ধান পাইয়াছে কিনা জানা যাইবে।"

চন্দ্র নাথ (চেয়ার হইতে উঠিয়া)। "আমি দিব্য করিতে পারি, এ পদশব্দ সুরেশ ভিন্ন আর কাহারও নয়।"

দরজা খুলিয়া ফেলিয়া সুরেশ (চোগায় আবৃত) ঘরের মধ্যে ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল।

"নমস্কার! ভদ্র সন্তানগণ!" বলিয়া সে আপন চোগা খুলিয়া ফেলিয়া দিল এবং গুণেশ, ধনেশ ও চন্দ্রনাথ বিভীষিকায় ত্রাসিত হইয়া উঠিল।

"হা! ঈশ্বর! একি! তুমি যে রক্তে ভাসিতেছ! কি ঘটিয়াছে?" এই কথা তিন জনেই বলিয়া উঠিল।

সুরেশ। "ও কিছু নয়; ওদিকে কি মাল রহিয়াছে? শীঘ্র একটু দাও, পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।"

চন্দ্রনাথ (সুরেশ কে এক গেলাস মদ দিয়া)। "যাহোক সুরেশ! তোমার গাথেকে যে বড় রক্ত বেরুচ্ছে?"

সুরেশ। "ও কথা বলোনা ও আমার নিজের ক্ষত নয়।"

ধনেশ। "প্রথমতঃ এস তোমার ঘা বেঁধে দিই, পরে কি ঘটিয়াছে শুনিব। চাকরদিগকে এ সকল বিষয় জানাইবার দরকার নাই; আমি নিজে তোমার ডাক্তার হই।"

সুরেশ। "তোমরা আমার কি ঘটেছে জিজ্ঞাসা কচ্ছো? আঃ, ও কিছুই নয়, এক তামাসা মাত্র, এস বাবা চন্দ্রনাথ, আর এক গেলাস ভর।" (স্বীয় বক্ষের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া)

"ভাই সকল! এই দেখ দুই ইঞ্চির অধিক কাটে নাই।"

গুণেশ (সিহরিয়া উঠিয়া)। "হে রাম! ঐ কাটা দেখেই আমার রক্ত শীতল হয়ে যাচ্ছে।"

ধনেশ মলম ও পটী আনিল এবং তাহার সহচরের ক্ষত বন্ধন করিয়া দিল।

সুরেশ। "বাস্, যথেষ্ট; এখন ভাই সকল, তোমরা গোল হয়ে আমার চারি দিকে বৈস এবং আমার আশ্চর্য্য গল্প শ্রবণ কর।"

চন্দ্রনাথ। "বলিতে থাক।"

সুরেশ। "গোধূলির প্রারম্ভেই আমি চোগায় গা ঢাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হই। মনে সংকল্প ছিল যে, যদি পারি, কয়েকটা দস্যুর খোঁজ লইব। আমি তাহাদিগের চেহারা জানিতাম না, তাহারাও কখনও আমাকে দেখে নাই। তোমরা আমাকে এ বিষয়ে দুঃসাহসিক বলিতে পার, কিন্তু আমার মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল, তোমাদিগকে দেখাইয়া দিব, যে, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। আমি এই দুরাত্মাদিগের কিছু সন্ধান জানিতাম; কিন্তু সে নেহাৎ যৎকিঞ্চিৎ। এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমি অগ্রসর হইতেছিলাম। দৈবাৎ আমার সঙ্গে ও এক জন মাজির সঙ্গে পথে ধাক্কা লাগে; তাহার মুখের চেহারায় আমার একটু কেমন কেমন বোধ হইল; তাহার সহিত আলাপ করিলাম, কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, সে ঐ দস্যুদিগের গোপনীয় স্থানের খবর রাখে; তখন কিছু টাকায় ও মিস্ট কথায় তাহাকে স্বীকার করাইলাম যে, যদিচ সে এক জন ঐ দলের লোক নয়, কিন্তু ঐ দলের দ্বারা সময়ে সময়ে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তখন তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিলাম। সে আমাকে তাহার ডিঙ্গিতে লইয়া এদিক্ ওদিক্ নানাদিক্ অতিক্রম করতঃ এমন স্থানে লইয়া গেল যে, আমি সহরের কোন অংশে আসিয়াছি তাহার আর কোন জ্ঞান রহিল না। পরে সে আপন গামছা দ্বারা আমার চক্ষু বাঁধিতে জিদ করিল, অগত্যা স্বীকার পাইলাম। আধ ঘণ্টার পর ডিঙ্গি থামিল; সে আমাকে নামিতে কহিল, দুইটা রাস্তা দিয়া আমাকে লইয়া গেল এবং অবশেষে একটা দ্বারে গিয়া করাঘাত করিল। তখনও আমার চক্ষু বাঁধা আছে;—দরজা খোলা হইল; খুব সাবধানে আমার কার্য্য

জিজ্ঞাসিত হইলাম ; পরে অনেক ক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর আমার প্রবেশর অনুমতি হইল।—এক্ষণে আমার চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিল, এবং দেখিলাম যে আমি একটা ছোট কুঠরীর মধ্যে গিয়াছি, চারি দিকে চারিজন মনুষ্য, তাদের চেহারা বড় সুবিধা গোচের নয়, আর একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক, বোধ হয় সেই আমার জন্য দরজা খুলিয়া দিয়াছিল।”

চন্দ্রনাথ। “সুরেশ, তোমার তো সাহস কম নয়!”

সুরেশ। “সেখানে বসিয়া কালবিলম্বের অবসর ছিল না। আমি তৎক্ষণাৎ টাকার তোড়া মেজের উপর ধরিয়া দিলাম, পর্ব্বত-প্রমাণ সোণার লোভ দেখাইলাম এবং ভবিষ্যতে তাহাদের সঙ্গে সুবিধায় সাক্ষাৎ ঘটনার সম্বন্ধে বিশেষ২ দিন, ক্ষণ ও সংকেতের নির্দ্দেশ করিলাম। সংপ্রতি কেবল আমি এই চাহিলাম যে, সুবুদ্ধি গুণধর ও যশঃপ্রিয়কে খুব শীঘ্র২ শেষ করা হয়।’

সকলে। “বাহবা!”

সুরেশ। “এতদূর পর্য্যন্ত বেশ আমাদের অভীষ্টমত কাজ চলিল। পরে যেমন আমার নূতন আলাপী দিগের মধ্যে একজন আমাকে বাটী ফিরিয়া আসার পথ দেখাইয়া দিতে উদ্যোগ করিতেছিল, হঠাৎ এক অনাশঙ্কিত ঘটনায় আমরা ত্রাসিত হইলাম।”

ধনেশ। “আচ্ছা, কিরূপ?”

গুণেশ (সোদ্বেগে)। “ঈশ্বরের দিব্য, শীঘ্র বল।”

সুরেশ। “দরজায় করাঘাতের শব্দ হইল ; সেই ছুঁড়ীটা দরজা খুলিয়া দিতে গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আসিল ; তাহার মুখ মৃতের ন্যায় পাংশুবর্ণ ; সে চীৎকাররবে কহিল “পালাও! পালাও!”

চন্দ্রনাথ। “তার পর কি হইল?”

সুরেশ। "তারপর আর কি, লাক খানিক তরবারধারি ও পুলিশ আমলা ঢুকে পড়্‌লো। ভাব্‌লাম নাজানি তাদের সর্দ্দার কে ?—দেখি যে সেই সিন্ধু দেশীয় বৈদেশিক!"

সকলে। "তরুণসেন ? কি, তরুণসেন নাকি ?"

সুরেশ। "তরুণসেন।"

চন্দ্রনাথ। "কোন্ অপদেবতায় নাজানি তাকে সেই স্থান দেখাইয়া দিল ?"

ধনেশ। "নরক! নরক! হায়! যদি আমি সে সময় সেখানে থাকৃতাম।"

গুণেশ। "তবে দেখ ; ধনেশ, তরুণসেন একজন কাপুরুষ নয়।"

চন্দ্রনাথ। "থামো, শেষ পর্য্যন্ত শোনা যাক্।"

সুরেশ। "আমরা যেন সব পাথর হইয়া গিয়াছি এইরূপ দাড়াইয়া থাকিলাম ; কেহ একটী অঙ্গুলি নাড়িতেও পারিল না ;—তখন তরুণসেন কহিল 'রাজা ও রাজ্যের নাম লইয়া বলিতেছি, তোমরা ধরা দিয়া আপন২ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ কর।'—দস্যুদের মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া কহিল 'আমাদের অপেক্ষা বরং শয়তান শীঘ্র আত্ম সমর্পণ করিবে' এবং তৎক্ষণাৎ এক সৈনিকের হস্ত হইতে একখান তরবার ছিনিয়া লইল ; আর আর দস্যুরা দেওয়াল হইতে আপন আপন বন্দুক গ্রহণ করিল ; আমার নিজের কথা প্রথম চেষ্টায় তো প্রদীপ নিবানো, অর্থাৎ শত্রুমিত্র কিছুই না চেনা যায়। কিন্তু তবুও পোড়া চাঁদের আলো ঝরকার মধ্যদিয়া আসিয়া ঘরে অল্প অল্প আলো রাখিয়াছিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম 'সুরেশ! বাবা সাবধান হও ; যদ্যপি এখানে ধরাপড়, তবে সঙ্গীর মধ্যে গণ্য হইয়া ফাঁশি যাবে!' তখন

আমি আমার তরবার বাহির করিয়া তরুণসেনের দিকে ঝোঁক করিলাম। যদিচ আমি খুব এক আঘাত চালাইয়া ছিলাম, কিন্তু তরুণ এমনি বিদ্যুতের ন্যায় তরবার খেলাইতেছিল যে, তাহার তরবারে লাগিয়া আমরা তরবার ব্যর্থ হইল। যদিও আমি পাগলের ন্যায় যুঝিতে লাগিলাম, কিন্তু এইচেষ্টা আমার সফল হইল না এবং এই ব্যাপার না জানিতে জানিতেই তরুণসেন আমার বক্ষস্থলে মারিল। আঘাত পাইয়াছি জানিয়া আমি পিছু লাফাইলাম। সেইক্ষণে দুইটা পিস্তল ছোড়া হইয়া ছিল, তাহার আলোকে পাশে একটা ক্ষুদ্র দুয়ার নজরে আসিল; দৈবাৎ দুয়ারটা কেহ আট্‌কায় নাই, সেই দুয়ার দিয়া আমি গোপনে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে পৌঁছিলাম, জানালার গরাদে ভাঙ্গিলাম, সাবধানে নীচে লাফাইয়া পড়িলাম, একটা উঠান পার হইলাম, দুটা কিম্বা তিনটা বাগানের পাঁচোর ডিঙ্গাইলাম, খালের নিকট পৌঁছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে দেখিলাম একখান ভাড়াটে নৌকা সেখানে অপেক্ষা করিতেছে; খুব শীঘ্র আমাকে বড় মন্দিরের ঘাটে উঠাইয়া দিতে মাজীকে কহিলাম, এবং সেস্থান হইতে তাড়া তাড়ি এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম; আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, আমি এখনও বেঁচে আছি। এ এক কেমন নরুকে কাণ্ড শুনিলে?"

ধনেশ। "আমিতো পাগল হই দেখ্‌চি।"

চন্দ্রনাথ। "আমরা যা কিছু মতলব করি, সব উল্‌টো হয়! আমরা যত বেশী কষ্ট পাই, দেখি, ঠিকানা থেকে ততই দূরে গিয়া পড়িতেছি!"

গুণেশ। "আমার তো স্পষ্ট বোধহচ্চে যে, ঈশ্বর আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে সাবধান করে দিচ্চেন। তোমরা কি বল?"

সুরেশ। "ছি! এ অতি তুচ্ছ বিষয়! এমন সকল সামান্য

ব্যাঘাতে বরং কৌশল-শক্তির ধার বাড়ে। আমি যত বেশী কষ্ট পাই, সেই কষ্ট অতিক্রম করিয়া উঠিতে আমার তত বেশী প্রতিজ্ঞা হয়।"

চন্দ্রনাথ। "তুমি কে, তাহা কি দস্যুরা জেনেছে ?"

সুরেশ। "না; তারা আমার নাম তো জানেই না, আর বুঝিয়াছে যে, আমি কোন বড় লোকের অনুচর হইব এবং সেই বড় লোক রাজামাত্য দিগের উপর কুপিত হইবে।"

গুণেশ। "যাহউক সুরেশ, তুমি যে এমন নির্ব্বিঘ্নে পালাতে পেরেছ, আমার মতে তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।"

চন্দ্রনাথ। "আচ্ছা তরুণসেণ তো উজ্জয়িনীর কিছুই জানে না, বেলকুল নূতন এসেছে, সে কিপ্রকারে দস্যুদের আড্ডার কথা জানিলো ?"

সুরেশ। "তা জানি না—হয়তো আমার মত দৈবাৎক্রমে। কিন্তু আমার গুরুর দিব্য! এই ঘায়ের দরুন তাঁকে বিলক্ষণ পুরস্কার পেতে হবে!"

চন্দ্রনাথ। "তরুণসেন দেখ্চি, আপনার নাম বাড়াবার জন্য বড় তাড়া তাড়ি কচ্চে।"

ধনেশ। "তরুণসেন মরিবেন।"

সুরেশ। "গুণেশ, এখন আমাদের তোড়াভরা টাকার বড় দরকার, নচেৎ আমাদের কাজ মাটি হয়। তোমার খুড়ো আর কতদিনে পবিত্রধামে যাত্রা কর্‌বেন ?"

গুণেশ। "আগামী কল্য বৈকালে!—কিন্তু ভাই, তত্রাচ—ওঃ! আমার আতঙ্ক হয়।"

তৃতীয় অধ্যায়।

অধিকতর গোলযোগ।

উজ্জয়িনীর মধ্যে যে কোন রমণীর যৎকিঞ্চিন্মাত্রও সৌন্দর্য্যের ভাণ ছিল এবং যে কোন রমণীর পুরুষ ভুলাইবার অণুমাত্র ক্ষমতারও আশা ছিল, লাবণ্যবতীর জন্মতিথির দিন হইতে সেই সিন্ধুদেশীয় বৈদেশীক ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই তাহারা কথা বার্ত্তা কহে নাই; তিনি সকল নারীগণের জিহ্বাকেই পর্য্যাপ্ত কার্য্য দিয়াছিলেন; আর যাহারা কথায় বলিতে সাহস করিত না, মনে মনে চিন্তা দ্বারা তাহারা সে অভাব পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াছিল। অধুনা অনেকানেক কুমারীর শান্তনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল; অনেকানেক অভিজ্ঞপ্রগল্‌ভা মুকুরে আপন রূপ দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; অনেকানেক ভণ্ডা তাঁহার নিজ প্রযুক্ত নিয়ম সকল পরিত্যাগ করতঃ তরুণসেনের সাক্ষাৎলাভ আকাঙ্ক্ষায় উদ্যান ও প্রকাশ্য পথ সকলে সময়ে সময়ে বিচরণপরা হইলেন।

কিন্তু কেবল স্ত্রী সমাজে নয়, দস্যু দিগকে ধরিয়া দিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করায়, উক্ত যুবক, পুরুষসমাজেও নিরধিকসন্মানভাজন হইয়া উঠিলেন। এই দুঃসাহসিক কার্য্যে তিনি যে সাহস ও কৌশল প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সকলে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই হইল যে, কি প্রকারে তিনি দস্যুদের আবাস স্থান জানিতে পারিলেন? এপর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর পুলিশের অতি বিচক্ষণ চরেরাও উহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারে নাই।

মহারাজ বীরবাহু বিলক্ষণ আস্থা সহকারে এই বিচিত্র যুবকের সহিত পরিচয় গাঢ় করিতে লাগিলেন ; এবং যত অধিক আলাপ হইতে লাগিল, ইঁহাকে তত অধিক যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ইনি রাজ্যের মঙ্গলার্থে যে সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এক উপহার এবং রাজকীয় এক অতি প্রধান কর্ম্ম ইঁহাকে দিবার আজ্ঞা হইল।

পরন্তু যুবক, রাজার এই অনুগ্রহদ্বয় আপাততঃ অতি নম্র-ভাবে অস্বীকার করিয়া কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি সম্বৎসরকাল উজ্জয়িনীতে স্বাধীন ও অবসরযুক্ত হইয়া থাকিতে পান, তৎপরে আপন ক্ষমতা ও বাসনার উপযুক্ত কোন একটী কার্য্যের প্রার্থনা করিতে পারেন।

তাঁহার প্রাচীন উপকারক যশঃপ্রিয়ের রম্যপ্রাসাদে তরুণ-সেনের বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এই স্থানে তিনি অতি নিভৃত ভাবে থাকিতে লাগিলেন ; প্রাচীন ও নব্য অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য সমস্ত পড়িতেন, দুই চারি দিন ধরিয়া আপন কুঠরীতেই একাকী কাটাইতেন, প্রায় সভায় গমন করিতেন না, কেবল বড় বড় সমা-রোহ উপলক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত।

মহারাজ ও তাঁহার তিন অমাত্য গুণধর, সুবুদ্ধি, ও যশঃ-প্রিয়, তরুণ সেনের যথার্থ হিতৈষী ও বন্ধু এই কয় মহাত্মা, শীঘ্রই বুঝিয়া লইলেন যে তরুণসেনের স্ফূর্ত্তি কেবল কৃত্রিম ; কোন গোপনীয় ক্লেশ সতত তাঁহার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যশঃপ্রিয় যদিচ তাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন কিন্তু তাঁহার ম্লানভাবের কারণ কিছুতেই জানিতে পারেন নাই। রাজাও—স্বীয় নব্য পারিষদের এই উদ্বেগ দূরীকরণজন্য

অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। তরুণ সেন সর্ব্বদা বিমর্ষ ও নীরব হইয়া থাকিতেন।

আর লাবণ্যবতী ?—লাবণ্যবতীরও স্ত্রীপ্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইত,—যদ্যপি তরুণসেনকে দুঃখে রাখিয়া তিনি আমোদ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার আর সে উল্লাস ছিল না; অনেক সময়েই তাঁহার চক্ষে অশ্রুর উদ্‌গম হইত। দিন দিন তিনি বিবর্ণা হইতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার অতিস্নেহবান্ তাতের মনে তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয় জন্মিল। অবশেষে লাবণ্যবতী যথার্থই পীড়িত হইলেন; তাঁহার জ্বর হইল; তিনি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন, আপনার কুঠরী ছাড়িতেন না, সহরের অতি প্রধান প্রধান চিকিৎসকও তাঁহার পীড়ার কোন উপশম করিতে পারিল না।

রাজা ও তাঁহার বন্ধুগণ যখন এই সমস্ত অসুখকর ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন, সেই সময় একদিন পূর্ব্বাহ্নে এমন এক ঘটনা ঘটিল যদ্বারা তাঁহাদের উদ্বেগ নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এমন দুঃসাহসিক ও লজ্জাহীন কাজ পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে ঘটে নাই। তাহার বর্ণনা এই।—

রক্তকেশ, রুদ্রাক্ষ, সুবাহু ও ভীমনাদ এই চারিজন দস্যু ধৃত হইলে, বিচারে তাহাদের প্রকাশ্যে মস্তকচ্ছেদন দণ্ড হয়। বীরবাহু ও তাহার অন্তরঙ্গ অমাত্যগণ এই অবস্থায় ভাবিয়া ছিলেন যে, সাধারণের শান্তি ভঙ্গের আর কোন আশঙ্কা নাই; যে সকল দুরাত্মারা অর্থ পাইয়া, প্রভুর বৈরনির্যাতন বা নৃশংস ইচ্ছা পূরণজন্য সমাজের উপর অত্যাচার করিত, উজ্জয়িনী অধুনা তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। পরন্তু অকস্মাৎ একদা প্রকাশ্য পথের মাথায়২, বিখ্যাত মূর্ত্তি সকলের গায়েং, প্রত্যেক প্রকাশ্য আলয়ের স্তম্ভে ২, নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইল;—

"উজ্জয়িনী বাসিগণ!

"রক্তকেশ, রুদ্রাক্ষ, সুবাহু, ভীমনাদ ও মহাকায় এই পাঁচ ব্যক্তির ন্যায় পৃথিবীর মধ্যে সাহসী লোক আর জন্মে নাই; যদ্যপি তাহারা সেনার উপর থাকিত, বীর বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু দস্যু বলিয়া গণ্য করিয়া রাজশাসনের অন্যায়ব্যবহারে তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। এই চারিজনের হস্ত হইতে তোমরা উদ্ধার পাইয়াছ সত্য, কিন্তু তাহাদের স্থানে এক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে যাহার নাম নিম্নে দৃষ্ট কর, যে তাহার নিয়োগ কারীর জন্য প্রাণ মন অর্পণ করিতে প্রস্তুত! উজ্জয়িনীর পুলিশকে আমি তৃণ জ্ঞান করি; যে ধূর্ত্ত প্রগল্‌ভ সিন্ধুদেশী আমার সহযোগীদিগকে মৃত্যু মুখে প্রদান করিয়াছে তাহাকেও আমি তৃণজ্ঞান করি! আমাকে যাঁহারা চান অন্বেষণ করুন, সর্ব্বত্র আমাকে দেখিতে পাইবেন! যাহারা আমাকে ধরিয়া দিবার জন্য তল্লাস করে তাহারা হতাশ হউক ও কাঁপুক; তাহারা আমাকে কোথাও দেখিতে পাইবে না। কিন্তু আমি তাহাদিগকে পাইব এবং যখন তাহারা আপনাদিগকে খুব নিশ্চিন্ত ভাবিবে, তখনই আমি তাহাদিগকে দেখা দিব। উজ্জয়িনী বাসিগণ! আমার কথা বুঝিলে? সে অতি দুর্ভাগ্য যে আমাকে ধরিবার চেষ্টা করে; তাহার জীবন মরণ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। এই পত্র উজ্জয়িনীর এক দস্যুর নিকট হইতে আসিতেছে, তাহার নাম,

বজ্রবাহু।"

এই বিজ্ঞাপন পাঠে ক্রদ্ধ হইয়া রাজা ঘোষণা করিলেন, যে কেহ এই দুরাত্মা বজ্রবাহুকে অনুসন্ধান করিয়া দিবে, এক শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাইবে; আর যে কেহ তাহাকে ধরিয়া বিচারের হস্তে অর্পণ করিবে, এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।

কিন্তু চরেরা উজ্জয়িনীর তাবৎ গুপ্তস্থান ও গলি ঘুঁজি অনুসন্ধান করত কিছুই করিতে পারিল না; বজ্রবাহুর সন্ধান কিছুতেই হয় না। সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার লোভে কতশত বিলাসী, কত শত অর্থহীন, আপন আপন ক্ষমতার শেষ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সকলই নিষ্ফল। তাহাদের সমস্ত কৌশল বজ্রবাহুর সাবধানতায় ব্যর্থ হইল।

সকলে কিন্তু সর্ব্বদা এরূপ বলা কওয়া করিতে ছাড়িল না যে, বজ্রবাহুকে কখন এক ছদ্মবেশে, কখন অন্য প্রকার ছদ্ম বেশে, দেখিয়াছে; কখন যেন এক জন বৃদ্ধ, কখন এক জন মাঝী, কখন এক জন স্ত্রীলোক, কখম এক জন সন্ন্যাসী। সকলেই কোন এক স্থানে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু পুনশ্চ তাহাকে কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, দুর্ভাগ্য ক্রমে কেহই এ কথা বলিতে সমর্থ হইল না।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাঞ্চন পুষ্প।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে পাঠকদিগকে অবগত করা হইয়াছে যে, তরুণসেন বিমর্ষ ও লাবণ্যবতী অসুখগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা পাঠকদিগকে বলা হয় নাই।

তরুণসেন যখন প্রথম উজ্জয়িনীতে আসিয়াছিলেন, তিনি নিরতিশয় সানন্দমনা ছিলেন এবং যে কোন সমাজে যাইতেন, আপন উল্লাসে তাহা উজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু কোন এক বিশেষ দিনে তাঁহার মনোভঙ্গ হয়; আর ইহাও আশ্চর্য্য যে সেই দিন

হইতেই লাবণ্যবতীর প্রথম অসুখের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ সেই দিন, হয় দৈবের কুহকে, কিম্বা প্রীতিদেবীর কুহকে, (এই দেবীও সময় সময় এক এক রূপ কুহক দেখান) লাবণ্যবতীকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের রম্য উদ্যানে লইয়া গিয়াছিল। এই উদ্যানে রাজার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না; রাজাও কোন কোন দিন বৈকালে উষ্ণতা বোধ হইলে দুই চারি দণ্ড ঐ বাগানের মধ্যে গিয়া নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ বিশ্রাম সম্ভোগ করিতেন।

লাবণ্যবতী আপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছায়াপ্রধান প্রশস্ত পথ সকলে বেড়াইতে লাগিলেন; অত্যন্ত অন্যমনস্ক ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য। কখনও বিরক্তভাবে নিকটবর্ত্তী পুষ্প বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িয়া মৃত্তিকায় প্রক্ষেপ করেন; কখনও স্তব্ধ হইয়া খানিক দাঁড়ান, পরে আবার বেগে যান, পুনশ্চ স্থির হইয়া দাঁড়ান, ও উপরে নীলবর্ণ আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন। কখনও তাঁহার রমণীয় বক্ষঃ সাত্ত্বিকভাবে কম্পিত হইতে লাগিল, কখনও এক অর্দ্ধসম্বরিত দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার প্রবাল ওষ্ঠ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল।

"লোকটী বড় সুশ্রী!" অপরিস্ফুট বচনে এই কথা বলিয়া তিনি এমন সতৃষ্ণ নয়নে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন যে, যেন সাধারণ-চক্ষুর অগোচর কোন পদার্থ দেখিতেছেন।

ক্ষণেক পরে কহিলেন "কিন্তু তত্রাচ সাবিত্রীর কথা গুলি ন্যায্য।"

এই বলিয়া এমন ভ্রূভঙ্গী করিলেন যে, যেন তিনি বলিয়া-ফেলিয়াছেন যে, "সাবিত্রীর কথা অন্যায্য।"

এইসাবিত্রী তাঁহার শিক্ষয়িত্রী, তাঁহার সখী, তাঁহার রহস্য-

ভাগিনী, অধিক কি, তাঁহার জননীতুল্যা ছিলেন। শৈশবাবস্থাতেই লাবণ্যবতী পিতৃ মাতৃহীন হন। তাঁহার বাক্স্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয় এবং আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা গুর্জ্জরদেশীয় রাজা সুবাহু, প্রৌঢ় বয়সেই যবনদিগের সহিত জল-যুদ্ধে নিহত হন। গুণবতী সাবিত্রী, লাবণ্যবতীর মাতৃস্থানীয় হইয়া তাঁহাকে শৈশব হইতে পালন করেন, এবং এক্ষণে তাঁহার সখীর ন্যায় হইয়াছিলেন; তাঁহার যে কিছু সামান্য গুপ্ত কথা, সে সমস্তই তিনি জানিতেন।

লাবণ্যবতী আপন চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় সুশীলা সাবিত্রী পার্শ্বের এক পথ দিয়া আগমন করিলেন, এবং শীঘ্র আপন ছাত্রার সন্নিহিত হইলেন। লাবণ্যবতী চমকিয়া উঠিলেন।

লাবণ্য। "এ কে! প্রিয়তমা সাবিত্রী এসেছ? তুমি এখন যে এখানে এলে?"

সাবিত্রী। "তুমি সর্ব্বদা আমাকে তোমার রক্ষিতা দেবতা বলিয়া থাক। রক্ষিতা দেবতার কর্ত্তব্যই এই যে, অহোরাত্র তাহারা পাপন রক্ষিত দ্রব্যের নিকটে থাকে।"

লাবণ্য। "সাবিত্রি, আমি তোমার যুক্তি গুলি আলোচনা করিয়া দেখিতেছিলাম, সেগুলি সমস্তই সত্য ও নীতি সঙ্গত কিন্তু তত্রাচ—"

সাবিত্রী। "কিন্তু তত্রাচ, অর্থাৎ তোমার বিজ্ঞতায় আমার সঙ্গে মিল্ছে, তবে হৃদয় সে কথা মান্ছে না?"

লাবণ্য। "কথাই ঐ!"

সাবিত্রী। "আহা! বৎসে, তোমার হৃদয় যে আমার মতের বিপরীত বল্ছে, তাতে তাহাকে দোষ দিতে পারি না। আমি তোমার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করেছি, যে, যদি তোমার মত বয়স

আমার হইত, এবং তরুণসেনের ন্যায় এক জন পুরুষ আমার সম্মুখে এসে পড়্তো, আমি কখনও তাহার আগ্রহে অবহেলা করতে পার্‌তাম না। একথা নিশ্চিত যে, এই যুবা বিদেশী, অসাধারণ সুশ্রী, এবং অবিবাহিত রমণীর পক্ষে বিষম অনর্থকর সহচর। উহার আকৃতিতে একটু বিশেষ রমণীয়ত্ব আছে; উহার চাল চলন গুলি বড় মধুর; আর এই অল্প দিনের মধ্যেই সকলের হৃদ্‌গত হয়োছে যে, উহার চরিত্রে অনেক গুলি প্রধান লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু হায়! কেবল তাহাতে কি হয়? ভদ্রবংশজ বটে, কিন্তু অর্থহীন; আর ইহাও অধিক সম্ভব যে, উজ্জয়িনীর প্রবল পরাক্রম রাজা তাঁহার ভাইঝীকে এমন লোককে কখনই সম্প্রদান কর্‌বেন না, যে, স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, এখানে প্রায় ভিক্ষুক ভাবেই উপস্থিত হয়েছে। না, না, বৎসে, গুর্জ্জর রাজ্যের রাজকন্যা লাবণ্যবতীর উপযুক্ত স্বামী হওয়া, কেবল কৌশল ও সাহস প্রকাশের কর্ম্ম নয়।"

লাবণ্য। "সাবিত্রি, স্বামীর কথা কে বল্‌ছে? তরুণসেনকে ভালবাসি, ও বন্ধু ভাবি, তদতিরিক্ত আর কিছুই নয়।"

সাবিত্রী। "বটে! তবে এই নগরের যদি কোন ধনাঢ্যের কন্যা তরুণসেনকে বিবাহ করে, তুমি বোধ হয় খুব খুসী হও?"

লাবণ্য। (সত্বর) "সাবিত্রী, আমি তা নিশ্চয় জানি, তরুণসেন কখনও তাকে বিবাহ করিবে না।"

সাবিত্রী। "বৎসে! তুমি না বুঝিয়া প্রতারিত হইতেছ; নিশ্চয় জানিও যে, যখন এক বালিকা প্রেমে পতিত হয়, ভাবে (অবোধতার জন্য) যে, বুঝি তাহাদের মিলন চিরস্থায়ী ও সুখ চিরস্থায়ী হইবে। কিন্তু তরুণসেনের সহিত তোমার এরূপ ইচ্ছা ঘটিলে তোমার জ্যেষ্ঠ তাত বড় কুপিত হইবেন। যদিচ তিনি

নিজে দয়াবান্, কিন্তু রাজ্যতন্ত্র ও কুল গৌরবের মুখাপেক্ষা তো করিবেন ?”

লাবণ্য। “সাবিত্রি, আমি সে সমস্তই জানি; কিন্তু আমি কি কিছুতেই তোমাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিলাম না যে, আমি তরুণসেনের সহিত প্রেমাসক্ত হইনাই, প্রেমাসক্ত হইবার অভিপ্রায়ও নাই, ফলতঃ এবিষয়ে প্রেমের কোন কথাই নাই ? আমি পুনশ্চ বলিতেছি, তরুণসেনের প্রতি অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় বন্ধুতা ভিন্ন আমার অন্য কোন ভাব নাই; এবং তরুণসেন অবশ্যই সে ভাবের যোগ্য পাত্র।”

সাবিত্রী। “হাঁ! তবে বন্ধুত্ব, আর প্রেম। লাবণ্যবতি! এই দুই প্রতারক, যে কি বিষম ছদ্মবেশে পরস্পর পরস্পরের ভেক লইয়া সরলপ্রাণা কামিনীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহা তুমি জান না। প্রণয়, নিজ মূর্ত্তিতে যে সকল স্ত্রীলোকের মনে দখল পায় না, বন্ধুত্বের বেশ ধরিয়া কৃতকার্য্য হয়। যাহা হউক বাছা! বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার জ্যেষ্ঠতাত তোমার কত উপকারী; বিবেচনা কর, তোমার এরূপ মনোগত ভাব হইলে তিনি কত ক্লেশ পাইবেন; অতএব কর্ত্তব্য প্রতিপালনের অনুরোধে এবুদ্ধি পরিত্যাগ কর; ইহা এখন সামান্য আছে বটে, কিন্তু গাঢ় হইলে শেষে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও দূর করিতে পারিবেন না।”

লাবণ্য। “সাবিত্রি, তোমার কথা গুলি সমস্ত যথার্থ কথা। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। যে, তরুণসেনের প্রতি আমার অনুরাগ কেবল আকস্মিক কল্পনা মাত্র; আমি শীঘ্র তাহা পরাজয় করিব। না, না, আমি তরুণসেনের প্রণয়ে আসক্ত নই, একথা তুমি নিশ্চয় জানিবে। বরং আমার বোধ হইতেছে, আমি তাহা কে দেখিতে পারি না। কারণ, এই তুমি বুঝাইয়া দিয়াছ যে,

তাহার দ্বারা আমি আমার দয়ালু, সৎস্বভাব জ্যেষ্ঠতাতের ক্লেশের কারণ হইতে পারি।"

সাবিত্রী। (সস্মিত মুখে) "তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি কি এত প্রবল?"

লাবণ্য। "প্রবল, সাবিত্রি, ভবিষ্যতে তুমিও তাহা মানিবে। এই বিশ্রী তরুণসেন. আঃ, আমাকে কত বিরক্তই করিল। এ এই উজ্জয়িনীতে না আসিলেই ভাল হইত; আমি খুব বলিতেছি আমি তাহাকে একটুও দেখিতে পারি না।"

সাবিত্রী। "না? কি? তরুণসেনকে দেখিতে পার না?"

লাবণ্য। (ভূমিতে দৃষ্টি অবনত করিয়া) "না একটুও না। তাই বলিয়া তাহার কোন অনিষ্টও প্রার্থনা করি না। কারণ, সাবিত্রি, তুমিই বল, কেন নিরর্থক এই নির্দ্দোষী তরুণসেনকে বিদ্বেষ করিব?"

সাবিত্রী। আচ্ছা তবে আমি পুনশ্চ ফিরিয়া আসিলে এ বিষয় আবার হইবে। আমার কাজ আছে এবং আমার নৌকা অপেক্ষা করিতেছে। বৎসে. তবে যাই; কিন্তু দেখো, যেমন তাড়াতাড়ি সংকল্পটা কল্লে, তেমনি তাড়াতাড়ি যেন ছেড়ে দিও না।" সাবিত্রী প্রস্থান করিলেন এবং লাবণ্যবতী বিষণ্ণ ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া রহিলেন। তিনি শূন্যে অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং নির্ম্মাণের অনতি বিলম্বেই তাহা ভাঙ্গিতে লাগিলেন; তিনি নানারূপ বাসনা করিতে লাগিলেন, আবার পরক্ষণেই তদ্রূপ করণ জন্য আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি যেন কোন বস্তুর অন্বেষণে আপনার চতুষ্পার্শ্বে তাকাইতে লাগিলেন. কিন্তু কি বস্তুর অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা আপন মনকেও কহিতে সাহসী হইলেন না। সেই অপরাহ্ণকাল অত্যন্ত

উষ্ম থাকায় লাবণ্যবতী কোন স্নিগ্ধ স্থানে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ উদ্যানে এক প্রস্রবণ ছিল। তাহার সান্নিধ্যে এক কোমল শস্প মণ্ডিত স্থান ছিল। ঐ স্থানের উপর প্রকৃতি ও শিল্পের মায়াময় হস্ত, পুষ্পিত লতার এক চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। তিনি সেই স্থান অভিমুখে চলিলেন এবং যেমন প্রস্রবণের নিকট পৌঁছিলেন, অমনি লজ্জিতা হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; ইহার হেতু এই যে, সেই তৃণরচিত স্থানে লতামণ্ডপের তলে তরুণসেন বসিয়া এক দৃষ্টিতে কতক গুলি কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন।

লাবণ্যবতী অগ্রসর হইবেন, কি পশ্চাৎ ফিরিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। সেই সময় তরুণসেনও তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহারই ন্যায় চলচ্চিত্ত হইয়া আপন আসন ত্যাগ করতঃ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সম্মানপুরঃসর লাবণ্যবতীর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে আপনার পরিত্যক্ত স্থানে লইয়া গিয়া বসাইলেন। এতদ্বারা রাজ কন্যা অনেকটা সুস্থির হইলেন সন্দেহ নাই কিন্তু এমন অবস্থায় তিনি আর কিরূপে শীঘ্র পলায়ন করেন? তাহা হইলে ভদ্রনীতি ও শিষ্টাচারের এককালীন উল্লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার হস্ত তখন পর্য্যন্তও তরুণসেনের হস্তে জড়িত ছিল; কিন্তু তরুণসেন এমন সরল ভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে, তদ্বিষয়ে লাবণ্যবতী কোন ক্রমে তাঁহাকে দূষিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার পর তিনি কি করেন্? হাত ছাড়াইয়া লইবেন? তাহাই বা কেন করিবেন? তাঁহার হস্তে তো কোন অনিষ্ট করে নাই? অপিচ সেই হস্ত স্পর্শে তদীয় সহচর অনুপম সুখ লাভ করিতেছিলেন।

তরুণসেন যা কিছু একটী কথা কহিবার জন্য কহিলেন "রাজ কুমারি, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা তোমার পক্ষে খুব উত্তম; আজি-কার বৈকালটী বড় চমৎকার।"

লাবণ্যবতী উত্তর করিলেন "কিন্তু আমি তোমার পড়া শুনার ব্যাঘাত করিতেছি।"

তরুণসেন কহিলেন, "না, তাহা কখনই হইতেছে না।" এই মাত্রেই ঐ বিচিত্র কথা বার্ত্তার সম্পূর্ণচ্ছেদ হইল। উভয়েই ভূমির দিকে দৃষ্টি অবনত করিলেন; উভয়েই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পুষ্পাদি, বৃক্ষাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকলে যদ্যপি কথা বার্ত্তা পুনরারম্ভ করার কোন রাস্তা পান। কিন্তু যত অধিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই পাইয়া উঠিলেন না; এই কষ্টকর অবস্থায় দুই সম্পূর্ণ দুর্লভ মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইল।

"আহা! এই ফুলটী কি সুন্দর!" নিস্তব্ধতা ভঞ্জন জন্য এই কথা বলিয়া, লাবণ্যবতী নিকটবর্ত্তী প্রশাখা হইতে একটী কাঞ্চন পুষ্প অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলিলেন। যদিচ সে অবস্থায় ঐ সামান্য পুষ্প অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু বই আর কিছুই ছিল না।

"যথার্থ এটী খাসা সুন্দর ফুল, বড় সুন্দর!" তরুণসেন গম্ভীর ভাবে এই কথা কহিলেন এবং এরূপ শূন্যগর্ভ কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবিয়া মনে মনে যথার্থ লজ্জা পাইলেন।

লাবণ্য। "এমন ধূমল বর্ণ আর কিছুতে দেখা যায় না; লাল এবং নীল এরূপ রীতিমত মিশ্রিত যে, বোধ হয়, কোন চিত্রকরই এমন নিখুঁত মিশ্রণ করিতে পারিবেন না।"

তরুণ। "লাল এবং নীল? প্রথমটী সুখের চিহ্ন, দ্বিতীয়টী স্নেহের। হায়! লাবণ্যবতি, তোমার হস্ত যাহাকে এরূপ একটী পুষ্প প্রদান করিবে, তাহার অদৃষ্ট কি ঈর্ষ্যাজনক! এই পুষ্পে লাল এবং নীলবর্ণ যেরূপ মিশ্রিত হইয়াছে, বোধ হয়, সুখ ও প্রণয় তদপেক্ষা অধিক স্থায়িরূপে মিশ্রিত হয়।"

লাবণ্য। "এই সামান্য ফুলকে তুমি অতি গুরুতর করিতেছ, দেখিতেছি।"

তরুণ। "এই ফুলে যাহা প্রকাশ করে, লাবণ্যবতী তাহা এক দিন কোন্ ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন, তাহা কি আমি জানিতে পাই না? না, এরূপ বিষয়ে অনুসন্ধান করা আমার অনধিকার। আজি আমার যে কি হইয়াছে তাহা জানি না; আজি কেবল ভুলিতেছি ও প্রমাদে পড়িতেছি। রাজকন্যে, আমার এই অসভ্যতা মার্জ্জনা করিবে আমি আর কখনও এরূপ প্রশ্ন করিতে সাহসী হইব না।"

তিনি চুপ করিলেন; লাবণ্যবতীও চুপ। সমস্তই নিস্তব্ধ; কেবল প্রণয়িযুগলের হৃদয় তদবস্থ ছিল না।

কিন্তু যদিচ তাঁহার হৃদয়স্থ গুপ্ত প্রেম, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিলেন না যদিচ লাবণ্যবতী কথায় বলিলেন না যে, "তরুণসেন; তোমাকেও এই পুষ্প প্রদত্ত হইবে;" যদিচ তরুণসেন কহিলেন না যে, "লাবণ্যবতি, এই পুষ্প ও এতদ্ব্যঞ্জিত বস্তু আমাকে দাও;" তাঁহাদের নয়ন কখনও নির্ব্বচন হইয়া থাকিল না। তাঁহারা আপন আপন হৃদয়ে যত দূর স্বীকার করুন, না করুন; ঐ চতুর, হৃদয়স্থগূঢ় ভাব প্রচারকেরা পরস্পর পরস্পরের নিকট তদধিক স্বীকার পাইল।

তরুণসেন ও লাবণ্যবতী পরস্পর পরস্পরকে এরূপ অনিমিষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে তাহাতে বাক্যের অপ্রয়োজনতা ঘটিল। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে নির্ব্বাচিত সেই যুবার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, লাবণ্যবতীর ওষ্ঠ পুটে মধুর, কোমল, আগ্রহসূচক স্মিত বিরাজ করিতে লাগিল; এবং ঐ যুবকও আশা ও ভয় এই উভয়ের মিশ্রিত ভাবে সেই ঈষৎ হাস্যের তাৎপর্য্যগ্রহ

করিতে লাগিলেন। যখন তিনি সেই তাৎপর্য্য বুঝিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় প্রবলতর বহিতে লাগিল, নয়নদ্বয় অধিকতর উদ্দীপ্ত হইল।

লাবণ্যবতী বেপথুমতী হইলেন। তিনি আর যুবার দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না; এবং মুগ্ধা স্বভাবসুলভ রক্তিমা, তাঁহার গণ্ডস্থল ও বক্ষে উদয় হইল।

অবশেষে তরুণসেন অন্যমনস্কের ন্যায় কহিলেন "লাবণ্যবতি!" লাবণ্যবতীও ঠিক সেই ভাবে কহিলেন "তরুণসেন!"

"ঐ পুষ্পটী আমাকে দাও!" এই কথা বলিয়া যুবক যুবতীর পদতলে পড়িলেন এবং অতি দীন বচনে পুনশ্চ কহিলেন "হায়! এটী কি আমাকে দিবে?"

লাবণ্যবতী ফুলটী ধরিয়া রাখিলেন।

তরুণ। "উহার জন্য তুমি যাহা চাও বল; রাজ সিংহাসন দিয়া যদ্যপি উহা পাওয়া যায়, তাহাই দিব, নয় মরিব! লাবণ্যবতি, ঐ ফুলটী আমাকে দাও।"

যুবতী ঐ সুন্দর উপযাচকের প্রতি এক কটাক্ষ পাত করিলেন; দ্বিতীয় বার করিতে সাহসী হইলেন না।

তরুণ। "আমার শান্তি, আমার সুখ, আমার প্রাণ, অধিক কি আমার খ্যাতি, এ সমস্তই, ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পটী অধিকারের উপর নির্ভর করিতেছে। ঐটী আমার হউক, সংসারে আর যাহা কিছু মূল্যবান্ আছে, আমি সে সমস্ত গভীর শপথ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম।"

পুষ্পটী যুবতীর সুন্দর হস্তে কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার অঙ্গুলি গুলি ধারণে শ্লথ হইল।

তরুণ। "লাবণ্যবতি, আমার কথা গুলো কি শুন্ছো? আমি

তোমার পায়ে পড়িয়া রহিয়াছি; এ ভিক্ষুকের যাচ্ঞা কি বৃথা হইল?"

ভিক্ষুক এই শব্দে এককালে সাবিত্রী ও সাবিত্রীর হিত উপদেশ গুলি, যুবতীর মনে পড়িয়া গেল। তিনি মনে মনে কহিলেন "হ্যাঁ! আমি এ কি করিতেছি? আমার অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা, সকলি ভুলিলাম? লাবণ্যবতি, পলাও, নতুবা এই মুহূর্ত্তে তুমি আপনার ও আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবে।"

তিনি ঐ পুষ্পটী তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘৃণা ভাবে মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিলেন এবং কহিলেন "তরুণসেন, আমি তোমাকে বুঝিলাম এবং বুঝিয়া এরূপ প্রসঙ্গ আর কখনও হইতে দিব না। এই পর্য্যন্ত আমাদের বিদায়, পুনশ্চ যেন এরূপ অসভ্যতাদ্বারা আমাকে কুপিত করিও না—আমি চলিলাম!"

এই কথা বলিয়া তিনি অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন; তরুণসেন দুঃখ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আপন স্থানে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নরহত্যাকারী।

আপন বাস গৃহে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, লাবণ্যবতীর মনে, ঐরূপ সাহস কার্য্য করণ জন্য অনুতাপ জন্মিল। তিনি

বুঝিতে পারিলেন যে, সে ব্যক্তিকে ওরূপ কর্কশ উত্তর দেওয়া নিষ্ঠুরতা হইয়াছে। তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল যে, যখন তিনি নির্দ্দয় হইয়া চলিয়া আসেন, তখন কিরূপ হতাশ ও দীন নয়নে তরুণসেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনায় উদয় হইল যেন দেখিতেছেন যে, তরুণসেন হতাশ হইয়া মৃত্তিকাশায়ী হইয়াছেন, কেশগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে। যেন শুনিতে পাইলেন যে তরুণসেন তাঁহাকে আপন সুখ-হন্ত্রী বলিয়া নিন্দা করিতেছেন এবং আপন মৃত্যু কামনা করিতেছেন। যেন তাঁহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমশঃ তরুণসেন সেই কামনা সিদ্ধিরই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। লাবণ্যবতী যেন শুনিতে পাইলেন যে "তরুণসেন আর নাই! যাঁহাকে ধর্ম্মাত্মারা স্নেহ করিতেন, পাপাত্মারা ভয় করিত, যিনি বন্ধুগণের প্রিয় ছিলেন, শত্রুরাও যাঁহাকে ভক্তি করিত, সেই তরুণ সেনের চিতার চতুর্দ্দিকে যেন লোকেরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে বিলাপ করিতেছে।

তখন তিনি খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন "হায়! হায়! একি বিড়ম্বনার নায়িকা অভিনয় করিলাম? এখনই দেখিতেছি যে আমার মনের দৃঢ়তা শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। আহা! তরুণ-সেন, আমি যাহা বলিয়াছি, মনের সহিত বলি নাই। আমি তোমাকে আন্তরিক ভাল বাসি। এখনও ভাল বাসি; এবং চিরকাল ভাল বাসিব; তা, সাবিত্রীই র্ভৎসনা করুন্ আর আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠতাতই আমাকে ঘৃণা করুন্।"

ঐ সাক্ষাৎকারের পর কিছু দিনের মধ্যেই যুবতী বুঝিতে পারিলেন যে, তরুণসেনের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অতি বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি সমস্ত প্রকাশ্য সমাজে গতায়াত এক

কালীন ছাড়িয়াছিলেন ; তবে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের বিশেষ অনুরোধে যদি কোন স্থলে উপস্থিত হইতেন তাহার আকারে অনুভব হইত যে, কোন অদৃশ্য দুঃখের ভারে তাঁহার হৃদয় আক্রান্ত রহিয়াছে।

লাবণ্যবতীর কোমল হৃদয়ে এই ঘটনা অসির ন্যায় লাগিল। তিনি আপনাকে আপনার নির্জ্জন কুঠরীতে আবদ্ধ করিলেন এবং তথায় হৃদয়স্থ খেদ স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তরুণসেনের প্রতি তাদৃক কঠোরতা প্রকাশ জন্য অবিরল অনুতাপ সূচক অশ্রুধারা তাঁহার নয়ন হইতে পতিত হইয়াছিল

এই অন্তর্ভূত বিষম শোকে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। কেহই তাঁহার এই বিমর্যভাবের কারণ জানিত না এবং রোগের হেতু অবগত ছিল না সুতরাং কোন প্রতীকারও সম্পাদন করিতে পারিল না। এই সমস্ত কারণে অবশেষে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের মনে উদ্বেগ সঞ্চার হইল। তরুণসেনও যখন দেখিলেন যে, লাবণ্যবতীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার আর সম্ভাবনা নাই, তখন একেবারেই সমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বাসী হইয়া সেই নিরঙ্কুশ অনুরাগ বহন করিতে লাগিলেন, যে অনুরাগ তাঁহাকে অন্যান্য বিষয়ে উদাসীন করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাঠক! এস আমরা ক্ষণেক কালের জন্য লাবণ্যবতীর পীড়ার গৃহ পরিতাগ করিয়া যড়্যন্ত্রকারীদিগের ভবনে যাই; তাহারা এক্ষণে অতি শীঘ্র শীঘ্র আপনাদের অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতেছে; এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় অধিকসংখ্যক, অধিক ক্ষমতাপন্ন, এবং বীরবাহু ও তাহার প্রিয় রাজ্যের পক্ষে অধিক বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে।

ধনেশ, গুণেশ, সুরেশ ও চন্দ্রনাথ (এই দুঃসাহসিক কার্য্যের

অগ্রণীগণ) এখন সর্ব্বদা ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধরের প্রাসাদে গিয়া মিলিত, এবং তথায় উজ্জয়িনীর শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তনের কৌশল পরম্পরা প্রস্তাবিত ও বিচারিত হইত। পরন্তু যে সমস্ত প্রস্তাব সেখানে উত্থাপিত হইত, সমস্তই প্রস্তাবকর্ত্তাদিগের কোন না কোন স্বার্থপ্রবৃত্তির সাধন উদ্দেশে। কাহারও ইচ্ছা গুরুতর ঋণভার হইতে মুক্ত হয়; কাহারও ইচ্ছা আপন দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে; কেহ বীরবাহু ও তাঁহার বন্ধুগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোভ করিত; কাহারও ইচ্ছা বৈরীর রক্তস্রাব করিয়া আপন কল্পিত বৈর নির্যাতন করে। এই দুশ্চরিত্র পামরেরা সংকল্প করিয়াছিল যে উজ্জয়িনীর অন্ততঃ তাহার শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ করিবে। সংপ্রতি এক কারণে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে আশাও জন্মিয়াছিল। রাজা এই সময় এক নূতন কর প্রচলিত করেন; যদি চ তাহা নিরর্থক করেন নাই, কিন্তু নগরবাসী অনেক ব্যক্তি তজ্জন্য শাসনকর্ত্তাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছিল।

তাহাদের এই ভয়ানক কল্পনা সাধন বিষয়ে উপযোগী অর্থ ও লোকবল বিলক্ষণ ছিল। সেই দলে অনেক সাহসী, চতুর, ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তি মিলিয়াছিল, যাহাদের রাজবিদ্রোহ কার্য্য চিন্তন ও সম্পাদনে ক্ষমতা প্রচুর। ইহাঁরা মনে মনে রাজাকে তুচ্ছভাবে দেখিতেছিল; কিন্তু রাজা ইহাদের রাত্রি-সমাজের কার্য্য প্রণালীর বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।

কিন্তু তত্রাচ এক কারণে তাহারা এ পর্য্যন্ত আপনাদের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করণে সাহসী হয় নাই। অগ্রে রাজ্যের কতক গুলি প্রধান লোকের মৃত্যু হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এই কার্য্য সাধনের জন্য তাহারা দস্যুদিগের অস্ত্রের আশ্রয় লইল। যে দিন চারি জন দস্যুর শিরশ্ছেদ হয়, সে দিন তাহাদের কবন্ধ দেহ বদ্ধ

মঞ্চের উপর দেখিয়া ষড়যন্ত্রকারকেরা কি বিষম হতাশতাই পাইয়াছিল! কিন্তু আবার যে দিন বজ্রবাহু, প্রকাশ্যে উজ্জয়িনীবাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া স্বীকার করিল, যে কেহ অর্থ দিয়া তাহাকে হত্যা কার্য্যে নিয়োগ করিবে, সে তাহারই আজ্ঞা সম্পাদন করিবে, সে দিন তাহারা বিলক্ষণ আশা ও আনন্দ প্রাপ্ত হইল।

তাহারা সকলেই একবাক্যে আহ্লাদে চীৎকার করিল "এই রকম দুঃসাহস লোকই তো আমরা চাই।" এবং বজ্রবাহুকে আপন দলভুক্ত করণে তাহাদের একান্ত বাসনা জন্মিল।

তাহাদের এ বাসনা শীঘ্র ফলবতী হইল। তাহারা ঐ সাহসী দস্যুর অনুসন্ধান করিল, সেও তাহাদিগকে দেখা দিল। সে তাহাদের সভায় গতাগতি করিতে লাগিল কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা ও অর্থ প্রার্থনা এ উভয়েই সে প্রকৃত অতিশয়োক্তি করিত।

ষড়্যন্ত্রকারকদিগের প্রথম ও প্রবল ইচ্ছা যে কোনরূপে কার্য্য সচিব গুণধরকে হত্যা করে; এই ব্যক্তিকে রাজা আর আর তাবৎ সদস্য অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন; এই ব্যক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে স্মরণ করিয়া ষড়্যন্ত্রকারীরা প্রতিক্ষণে আপনাদের রহস্য রক্ষা বিষয়ে কম্পিত হইত; ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধরকে উপেক্ষা করিয়া রাজা এই ব্যক্তিকে আপন কার্য্যে নিয়োগ করেন। এই এক ব্যক্তির প্রাণবধের শুল্ক বজ্রবাহু অত্যন্ত অধিক চাহিল।

সে কহিল, "আমি যে পুরস্কার চাহিতেছি তাহা দাও, এবং আমি আমার আর ভদ্র লোকের কথা দিতেছি, যে কার্য্য সচিব গুণধর অদ্য রাত্রি অবসানে আর তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে না। তাহাকে স্বর্গেই উঠাও, আর পাতালেই কয়েদ কর, আমি দিব্য করিতেছি তাহাকে বাহির করিব ও ছোরা মারিব।"

তাহারা আর কি করে? বজ্রবাহু আপন দাওয়া কমাইবার

লোক নয়। ধর্ম্মাধ্যক্ষ আপন বাসনা শিখরে আরোহণে নিতান্ত ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁহার রাস্তা গুণধরের সমাধির উপর দিয়া ছিল।

বজ্রবাহু আপন প্রার্থনামত অর্থ পাইল; পরদিন, মহামান্য বৃদ্ধ গুণধর, রাজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রিয়বন্ধু, উজ্জয়িনীর গৌরব ও নিরাপদের স্থল, আর জীবিত লোকের মধ্যে গণ্য রহিলেন না। এই সংবাদ প্রাপ্তে বিদ্রোহীরা কহিতে লাগিল "উঃ! এই বজ্রবাহু কি ভয়ানক লোক?" এবং মহা সমারোহে এই আনন্দদায়ক ঘটনার উৎসব ধর্ম্মাধ্যক্ষের রাত্রিভোজে সম্পাদন করিল। রাজা এই ঘটনায় ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রায় ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রচার করিলেন যে কেহ গুণধরের হত্যাকর্ত্তার সন্ধান করিয়া দিবে তাহাকে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। উজ্জয়িনী নগরের প্রত্যেক রাস্তায় ও রাজ্যের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা প্রচার করা হইল। কিন্তু ইহার দিন কয়েক পরেই রাজ সভার প্রধান দ্বারে নিম্ন লিখিতরূপ এক খণ্ড কাগজ দেখা গেল।

"উজ্জয়িনী বাসি গণ।

গুণধরকে কে হত্যা করিল ইহা তোমরা জানিতে ব্যস্ত হইয়াছ! আচ্ছা তোমরা কেন অকারণ কষ্ট পাইবে, এতদ্দারা স্বীকার করিতেছি যে আমি বজ্রবাহু, তাহার নিহন্তা। দুই বার আমি তাহার বক্ষে ছোরা বসাই, তৎপরে ঐ শরীর জলে ফেলিয়া দিয়াছি। গুণধরের প্রাণহন্তাকে ধরিয়া দিলে রাজা দশহাজার মোহর পুরস্কার দিতে চাহিতেছেন? এমন চতুর যে সে ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া দিবে, তাহাকে বজ্রবাহু নিজে বিশ হাজার দিতে চায়। বিদায় মহাত্মাগণ!

একান্ত বশম্বদ ভৃত্য "বজ্রবাহু।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

উজ্জয়িনীর দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

পাঠকদিগকে ইহা বলাই বাহুল্য যে এই নূতন ধৃষ্টতায় নগরের তাবৎ লোকে যৎপরোনাস্তি কুপিত হইল। কোন যুগে কেহ কখন বিখ্যাত উজ্জয়িনীর পুলিশকে এত অবমাননা করে নাই, এবং রাজাকে এত দূর অবজ্ঞা সহকারে স্পর্দ্ধা করে নাই। এই ঘটনায় সমগ্র সহর হুল স্থূল হইয়া উঠিল ; সকলেই অন্বেষণ তৎপর হইল ; রাত্রি প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণিত হইল ; অস্ত্রধারিসেনারা সর্ব্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিল ; কিন্তু তত্রাচ বজ্রবাহুর অতি সামান্য সন্ধানও দেখিতে, শুনিতে, বা উদ্ভাবন করিতে পারিল না।

যাজকেরা এই দুর্ব্বৃত্তের সংহার জন্য যজ্ঞে মন্ত্রপূত আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। রমণীরা বজ্রবাহু এই নাম শুনিলে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন, কারণ কে জানে, যদি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া লাবণ্যবতীকে যেরূপ করিয়াছিল, সেইরূপ শিষ্টাচার করে ? বৃদ্ধেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, এই বজ্রবাহু এক জন পিশাচসিদ্ধ হইবে নতুবা উজ্জয়িনীর তাবৎ ধার্ম্মিকদিগের শাপেও তাহার কিছু হয় না কেন ? ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও তৎসহচরগণ আহ্লাদে অস্থির হইলেন, যে, এমন একজন লোক যখন তাঁহাদের দলভুক্ত, তখন আর অভীষ্ট সিদ্ধির বিলম্ব নাই। গুণধরের বিরহী পরিবারগণ বজ্রবাহুকে অভিশম্পাত প্রদান করিতে লাগিল, সে যেন তাহাদের অশ্রুজল বহ্নিময় সমুদ্র হইয়া দুরাত্মা বজ্রবাহুকে মগ্ন করে ; গুণধরের পরিবার বর্গ অপেক্ষাও রাজা ও তাঁহার

দুই প্রিয়বন্ধু অধিক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে হয় সেই পাপিষ্ঠ দস্যুর গুপ্ত স্থান স্থির করিয়া অবিলম্বে তাহাকে পাপের দশ গুণ শাস্তি প্রদান করিবেন। এক দিন সায়াহ্নে রাজা আপন গোপনীয় কুঠরীতে একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে এই কথা গুলি বাহির হইল।

"সে যাহা হউক সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই বজ্রবাহুকে অতি বিচিত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। এব্যক্তি যাহা যাহা করিয়াছে অন্য কেহ যদ্যপি তাহা করিতে পারিত, তবে তাহাকে অদ্ভুত সাহসী ও অদ্ভুত বুদ্ধিমান্ বলিয়া স্বীকার করা যাইত; এমন লোক সেনার অধ্যক্ষ হইলে, অর্দ্ধ পৃথিবী জয় করিতে পারে! একবার এই বজ্রবাহুকে দেখিতে পাই!" "তবে এই দেখ!" গভীর স্বরে পশ্চাদ্ভাগ হইতে এই কথা বলিয়া বজ্রবাহু রাজার স্কন্ধে করতালি দিল। রাজা আসন হইতে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সম্মুখে এক বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দণ্ডায়মান; সর্ব্বাঙ্গ এক কৃষ্ণবর্ণ চোগায় ঢাকা; তদুপরি এমন এক খানি ভীষণ ও কুদৃশ্য মুখ, যে, তাহার ন্যায় আর এক খানি সংসারে দেখা যায় না।

রাজা স্খলিতস্বরে কহিলেন "তুই কে?"

বজ্র। "আমাকে দেখ্চো অথচ বুঝ্তে পাচ্চোনা? আচ্ছা তবে বলি, আমি বজ্রবাহু; তোমার নিহত গুণধরের বন্ধু এবং এই রাজ্যের অতি বশম্বদ দাস।"

প্রভূতসাহস বীরবাহু, যিনি স্থলে জলে কখনও যুদ্ধে কম্পিত হন নাই, বিপদে কখনও যাঁহার ধৈর্য্য লোপ করিতে পারে নাই, তিনি এক্ষণে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আপন স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাইলেন এবং অবাক হইয়া ঐ সাহসী দস্যুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে স্বচ্ছন্দে অবিচলিত ও দাম্ভিক ভাবে তাঁহার

সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। উজ্জয়িনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতাপ বলিয়া কিছু মাত্র ভয় করিল না।

বজ্রবাহু রাজাকে ভাবদ্বারা অভয় প্রদান করিল; এবং এক প্রকার অর্দ্ধ বন্ধুত্ব ভাবের অট্ট হাস্যে সদভিপ্রায় জানাইল।

অবশেষে রাজা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থের ন্যায় কহিলেন "বজ্র-বাহু! তুই অতি ভয়ানক—অতি জঘন্য লোক।" দস্যু উত্তর করিল "কি বলিলে? ভয়ানক; আমাকে কি ভয়ানক দেখ্‌চো? তাহা হইলে বেশ্‌, আমি মনে বড় আহ্লাদ পাইলাম। জঘন্য তাহা হইলেও হইতে পারি অথবা না হইলেও না হইতে পারি। আমি জানি আমার যে ব্যবসা তাহাতে যাহার গৃহে যাইব সেই অনাদর করিবে। কিন্তু বীরবাহু! একটী কথা খুব ঠিক্—তুমি এবং আমি উভয়ে এক শ্রেণীর লোক। কারণ এ সময় আমরাই উজ্জয়িনীর মধ্যে দুই অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তোমার রাস্তার তুমি এবং আমার রাস্তার আমি।" রাজা দস্যুর এইরূপ বন্ধুত্ব ভাবের কথা বার্ত্তায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

দস্যু কহিল "না না! অগ্রাহ্য করিয়া হেঁসোনা! আমি দস্যু বটে; কিন্তু দস্যুর সঙ্গে তোমাকে তুলনা করিয়া সমান জ্ঞান করা অসঙ্গত নয়, কারণ এক্ষণে তুমি আমার হস্তগত সুতরাং বরং আমার নীচে।"

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য রাজা একবার চেষ্টা করিলেন।

বজ্রবাহু অশিষ্টভাবে হাস্য করিয়া "এত শীঘ্র নয়" বলিয়া রাজার গতিরোধ করিল। "এই কুঠরীর ন্যায় এক ক্ষুদ্র ঘরে দৈব বলে কদাচ এরূপ এক জোড়া বড় লোক একত্র হয়; যেখানে

আছ ঐ খানেই থাক ; তোমার সহিত আমার এখনও কাজ শেষ হয় নাই ; এখনও অল্প কথা বার্ত্তা আছে।"

রাজা আপন সমগ্র গাম্ভীর্য্য একত্র করিয়া কহিলেন "বজ্রবাহু! আমার কথা শুন ; প্রকৃতি তোমাকে অনেক মহৎ গুণ দিয়াছেন, তুমি তাহার সদ্ব্যবহার কেন না কর? আমি আমার নিজ বাক্যে প্রতিশ্রুত হইতেছি, যদ্যপি তুমি, কে তোমাকে গুণধরের হত্যাজন্য উৎকোচ দিয়া ছিল তাহা আমাকে বল, যদ্যপি রক্তপাতের ব্যবসায় ত্যাগ কর, রাজ্যের কোন সাধু কার্য্যে লিপ্ত হও, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্ব অপরাধ সমস্ত ক্ষমা করি এবং ভবিষ্যতে অভয় দান করি। আর যদি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য কর, অন্ততঃ খুব শীঘ্র উজ্জয়িনীর রাজ্য ছাড়িয়া যাও, নতুবা আমি শপথ করিয়া কহিতেছি"—

বজ্রবাহু রাজার কথা সমাপ্তির ব্যাঘাত করিয়া কহিল "হা! হা! ক্ষমা ও অভয় দান, এই দুই কথা বলিতেছ? বহু দিন হইতে ও সকল সামান্য বিষয় আমি তুচ্ছ করিয়াছি। বজ্রবাহু অন্যের কাছে সাহায্য চায়না, আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। আর ক্ষমার কথা, আমার ন্যায় পাপীকে ক্ষমা ঈশ্বর ভিন্ন কোন কাহারও করিবার ক্ষমতা নাই। যে দিন সমগ্র মানব জাতি আপন আপন কৃত পাপের তালিকা দিবে সে দিন আমিও আমার নিজের তালিকা দিব। কিন্তু তৎ পূর্ব্বে আর কোন দিন নয়। গুণধরকে হত্যা করণ জন্য কে আমাকে ঘুস দিয়াছিল তাহার নাম জানিতে চাও? আচ্ছা, তাহা জানিতে পারিবে, কিন্তু আজ্ নয়। যতশীঘ্র সম্ভব উজ্জয়িনীর রাজ্য ছাড়িয়া যাইব? আচ্ছা কি জন্য যাইব? তোমার ভয়ে? হা! হা! উজ্জয়িনীর লোকের ভয়ে? বজ্রবাহু উজ্জয়িনীর লোককে ভয় করেন না ; বরং তাহারা বজ্রবাহুকে ভয় করে। তুমি

আমাকে আমার ব্যবসা ছাড়াইতে চাও? আচ্ছা বীরবাহু, এক সর্ত্ত আছে যাহাতে হয় তো—"

রাজা ব্যগ্র ভাবে কহিলেন "কি সর্ত্ত? শীঘ্র বল। দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রায় এরাজ্য ছাড়িয়া যাও কি না?"

বজ্র। "বজ্রবাহুকে এমন ক্ষুদ্র ঘুস দিতে চাহিয়া যে অপমান করিয়াছ তাহা যদি তুমি লোপ করিতে পার তাহা হইলে তোমাকে আমি নিজে সন্তোষের সহিত উহার দ্বিগুণ দিব। না বীরবাহু! ও সকল নয়। এক মাত্র আমার উপযুক্ত ঘুস আছে? তোমার ভাইঝীর সহিত আমার বিবাহ দাও; লাবণ্যবতীর প্রতি আমি অনুরক্ত।"

বীর। "পাজি! এত দূর প্রশ্রয়!"

বজ্র। "হা! হা! খুড়ো, চটোনা; আমার সর্ত্ত গ্রাহ্য করবে কি না?"

রাজা। "কত টাকায় তুই সন্তুষ্ট হবি বল্, এক্ষণই পাবি; কেবল মাত্র এ জায়গা থেকে দূর হ। যদি একার্য্যে রাজ্যের লক্ষ মুদ্রা ক্ষতি হয় সেও লাভ; কারণ তোর নিশ্বাসে এরাজ্যের বায়ু আর বিষাক্ত না হয়।"

বজ্র। "বটে? কিন্তু এক লক্ষ তো কিছু বড় বেশী নয়! শুন তবে বীরবাহু! ইতিপূর্ব্বেই ৫০ হাজার লইয়া তোমার দুই বন্ধু সুবুদ্ধি ও যশঃপ্রিয়কে সমাধা করিবার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে যদি লাবণ্যবতীকে দাও, কথাবার্ত্তা ফিরাই।"

বীর। "পাপাত্মন্! দেবতাদিগের বজ্রাস্ত্র কি লোপ পাইয়াছে—"

বজ্র। তবে তুমি আমার কথা শুন্‌লে না? তবে শোনো! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার সুবুদ্ধি ও যশঃপ্রিয়কে মাছে খাবে। বজ্রবাহু একথা বলেছে! বাস্‌ যাও!"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে বস্ত্র মধ্য হইতে এক পিস্তল বাহির করিয়া রাজার মুখের নিকট ফাঁকা আওয়াজ করিল; বারুদের তেজে মুদিতচক্ষু, আকস্মিক শব্দে অভিভূত হইয়া বীরবাহু পশ্চাৎ উঠিয়া এক গদীর উপর গিয়া পড়িলেন; তিনি শীঘ্র বিস্ময় হইতে লব্ধজ্ঞান হইলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া বজ্রবাহুকে ধরিবার ও প্রহরীদিগকে আহ্বান করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বজ্রবাহু ইতিপূর্ব্বেই অন্তর্ধান করিয়াছিল। সেই সায়াহ্নেই ধনেশ ও তাহার দল বল ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধরের প্রাসাদে সভা করিয়াছিল। নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছিল, এবং সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যেরা রাজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত সর্ব্বনাশ করা অভিমত, তাহার প্রণালী সকল স্থির করিতে লাগিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বর্ণনা করিলেন—কি কৌশলে তিনি রাজার নিকট পুনশ্চ অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন এবং রাজাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্য লাভ করণে উপযুক্ত। সুরেশ গর্ব্ব করিল যে, কার্য্য সচিবের পদ অতি শীঘ্র তাহারই অর্শিবে। ধনেশ গণনা করিয়া দেখিলেন—তাহার লাভ তো প্রথম লাবণ্যবতীর হস্ত, পরে সুবুদ্ধি ও যশঃপ্রিয় দূরীভূত হইলে ইহাদের মধ্যে এক জনের একটা পদ। সকলে এই প্রকার কথা বার্ত্তায় আছে এমন সময় ঘড়ীতে দুই প্রহর বাজিল তৎক্ষণাৎ দরজা উদ্ঘাটিত হইল, এবং বজ্রবাহু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

বজ্র। "মদ লেয়াও, কাজ খতম হয়েছে, সুবুদ্ধি ও যশঃপ্রিয় কীটদের সঙ্গে রাত্রের ভোজ খাচ্চে।" সকলেই আনন্দ ও বিস্ময়ে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিল।

বজ্র। "আর আমি আজ খোদ রাজাকে এমন ভয় দেখিয়ে

এসেছি যে সে সহজে শুধ্‌রে উঠ্‌তে পারবে না। এখন তবে, ভাল কুত্তারা! বল্‌ আমার উপর তোরা খুসি কি না?" ধনেশ উচ্চৈঃস্বরে কহিল "এর পর কিন্তু তরুণসেনের পালা!"

বজ্রবাহু মনে মনে কহিল "সেটা এত সহজ নয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রেমিক-প্রেমিকা।

সমগ্র উজ্জয়িনীর আদরের ধন লাবণ্যবতী তাঁহার পাড়িত শয্যায় শয়ান রহিলেন; তাঁহার মনোগত সেই এক দুঃখ—যাহার কারণ সকল ব্যক্তি হইতেই গোপন রাখিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য নাশ করিল এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যের মাধুরী ক্ষয় করিল। তিনি সেই সুপুরুষ তরুণসেনের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। আর তরুণসেনকে দেখিয়া তৎপ্রতি পক্ষপাতী না হয় এমন লোকই কে? উক্ত যুবকের সুন্দর মুর্ত্তি, সৌম্য মুখশ্রী, মধুর কটাক্ষ, অর্থাৎ সমস্ত আকৃতিই যেন বলিতেছিল "তরুণসেন প্রকৃতির স্নেহ ভাজন সন্তান!" এবং লাবণ্যবতীও পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃতির প্রশংসাকারিণী ছিলেন।

কিন্তু লাবণ্যবতী যেমন পাড়িত ছিলেন তরুণসেনও তদপেক্ষা কিছু ভাল ছিলেন না। তিনি আপন গৃহ মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আপন মানসিক চিন্তার নিবারণ জন্য রাজ্যের দুরতর নগর সমূহে প্রস্থান করিতেন কিন্তু কোন স্থানে যাইয়াই

চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। এবারে তিনি সম্পূর্ণ তিন সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি কোথায় ঘুরিতেছেন কেহই জানিত না; তাঁহার এই অনুপস্থিতির সময়েই জয়পাল নামক রাজপুত্র উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত লাবণ্য-বতীর বিবাহের প্রস্তাব ছিল, তিনি অধুনা আপনপাত্রী প্রার্থনায় আসিয়াছিলেন।

এক মাস পূর্ব্বে এই রাজপুত্রের আগমন বীরবাহুর পক্ষে খুব আদরণীয় ছিল। কিন্তু এক্ষণে লাবণ্যবতী পাড়িত থাকায় রাজা ইহাতে কিছু মাত্র সুখ পাইলেন না। যাহা হউক শীঘ্রই এ বিষয় মিটিয়া গেল; নগরে উপস্থিতির ছয় দিন পরেই উক্ত রাজপুত্র একদা নগরীয় এক উদ্যানের প্রান্তভাগে হত পতিত দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার তরবার তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে—খাপখোলা, এবং রক্তে মাখা; স্মরণ-পুস্তক কোথায় ঠিকানা নাই; কেবল একটী পাতা ছিঁড়িয়া তাঁহার বক্ষস্থলে কে যেন বাঁধিয়া দিয়াছে। ঐ পত্রে নিম্নলিখিত বর্ণ কয়েকটী রক্তে লেখা রহিয়াছে দেখা গেল;—

"জয়পালের ভাগ্যের অংশী হইতে যাহার বাসনা না থাকে, সে যেন লাবণ্যবতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ না করে!—বিখ্যাত দস্যু বজ্রবাহু"

এই ভয়ানক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা হতাশতায় পরিতাপ করিতে করিতে কহিলেন "হায়! কোথায় গিয়া শান্তি লাভ করি? আত্মরক্ষার্থ কোথায় পালাই! তরুণসেন এমন সময় কি জন্য অনুপস্থিত হইল?" এই সমস্ত গুরুতর বিপদে সাহায্য প্রাপ্তি জন্য রাজা ঐ যুবকের প্রত্যাগমন অতিশয় বাঞ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহার বাঞ্ছাও শীঘ্রই পূর্ণ হইল। তরুণসেন শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিলেন। সিন্ধুদেশী গৃহে প্রবিষ্ট হইলে রাজা কহিলেন "এস বাছা এস এস,

ভবিষ্যতে আমাকে ছাড়িয়া এত অধিক দিন যাইও না, আমি এখন এক জন দুরবস্থ নির্ব্বান্ধব বৃদ্ধ, তুমি শুনিয়া থাকিবে যে যশঃ-প্রিয়—সুবুদ্ধি—"

তরুণ (দুঃখিত ভাবে) "আমি সব জেনেছি।"

বীর। "প্রেতরাজ তাহার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া উজ্জয়িনীতে বজ্র-বাহু নামে বাস করিতেছে এবং আমার চিত্তে যাহা কিছু মহার্ঘ বস্তু বলিয়া বোধ ছিল সেই গুলি ক্রমশঃ অপহরণ করিতেছে। তরুণসেন! তুমি নিজে খুব সতর্ক হও; তুমি যে অনুপস্থিত ছিলে আমার হৃৎকম্প হইত, যে হয়তো, সেই দুরাত্মা কর্ত্তৃক তোমাকেও হারাই। যুবক বন্ধু, তোমাকে বলিবার অনেক গুলি কথা আছে। আপাততঃ নয় বৈকালে বলিব। এ ঘটনায় আমি এক জন শান্ত বৈদেশিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি কিন্তু বৈকালে—

এই সময়ে লাবণ্যবতী আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ বিবর্ণ, ও গতি স্খলিত; তিনি তরুণসেনকে দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটু রক্তিমার আভা তাঁহার কপোলে উদয় হইল। তরুণসেন আসন হইতে উঠিলেন এবং অনাত্মীয় ভদ্রলোককে যেরূপ করিতে হয়, সেই ভাবে রাজকন্যার অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজা কহিলেন—"আচ্ছা তরুণসেন তুমি তবে আর যেওনা; বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি অবসর পাব; তুমি এতক্ষণ লাবণ্যবতীর একটু কাছে থাকো; তুমি যত দিন এখানে না ছিলে মেয়েটী বড়ই পীড়িত ছিল, এখন পর্য্যন্তও আমার দুর্ভাবনা যায় নাই। কাল পর্য্যন্ত কেবল শয্যাগত ছিল। আমার বোধ হয় আজও তাড়াতাড়ি উঠে ভাল করেনি।"

বৃদ্ধ রাজা গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং প্রণয়িযুগল এই দ্বিতীয় বার নির্জ্জনে একত্রতা লাভ করিলেন। লাবণ্যবতী জানা-

লার নিকটে গিয়া বসিলেন ; ক্রমশঃ তরুণসেনও সাহস করিয়া তাঁহারই নিকটের দিকে গেলেন।

যুবক কহিলেন "রাজকন্যে! এখন পর্য্যন্তও কি আমার উপর তোমার রাগ যায় নাই?" লাবণ্যবতী অস্পষ্ট বচনে কহিলেন "আমিতো তোমার উপর রাগ করিনি!" এবং সেই উদ্যানের ঘটনা স্মরণ পড়ায় সলজ্জমুখী হইলেন।

তরুণ। "তবে তুমি আমার অপরাধ সম্পূর্ণ মাপ করেছ?" লাবণ্যবতী ঈষৎ ক্ষীণ হাস্য সহকারে কহিলেন "তোমার অপরাধ? হাঁ যদ্যপি তাকে অপরাধ বলে, আমি তা সম্পূর্ণ ভুলে গিইচি। মৃত্যুর সময় অন্যকে ক্ষমা করা উচিত, নতুবা ঈশ্বরের নিকট আপন কৃত দোষের ক্ষমা পাওয়া যায় না। আমার মৃত্যুর বড় দেরি নাই— আমি বুঝিতে পারিতেছি।"

তরুণ। "কুমারি!"

লাবণ্য। "না তার আর সন্দেহ নাই। কাল্‌থেকে আমি বিছানা ছেড়েছি বটে, কিন্তু শীঘ্র আবার পড়্‌তে হবে এবং সেই পড়াই পড়া ; সেই জন্যেই ভাই তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। কারণ—পূর্ব্বে তোমার সহিত দেখা হওয়ার সময় তোমাকে অগত্যা বড় বিরক্ত করেছিলাম।" তরুণসেন কোন উত্তর দিলেন না।

তরুণ। "তুমি কি তবে আমাকে মাপ্‌ করবে না? তোমাকে দেখছি শান্ত করা বড় কঠিন, তুমি এত বৈর নির্য্যাতক!"

তরুণসেন বিমর্ষ ভাবে একটু হাসিয়া ললনার বদনে দৃষ্টি পাত করিলেন এবং তিনিও যুবকের দিকে, আপন হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন।

"আমি ইচ্ছা করিয়া আপন হস্ত দিলাম তাহা অগ্রাহ্য করিলে? তবে কি সব ভুলে গেলে নাকি?"

তরুণ। "ভুলে যাব, সুন্দরি? কখন না! কখন না!—তোমার প্রত্যেক কথা প্রত্যেক কটাক্ষ আমার হৃদয়ে আনত হইয়া আছে, কখনও তাহার অপনয় হইবে না। তুমি যে কার্য্যে লিপ্ত সে কার্য্য আমি কখনও ভুলিতে পারি না; তোমার ও আমার মধ্যে সে দিন যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারি না, প্রত্যেক অংশই এত বহুমূল্য, এত পবিত্র; আর ক্ষমার কথা যদি বল"— তিনি ললনার প্রদত্ত হস্ত ধারণ করিয়া সম্মান পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন —"প্রিয়তমে! আমার বাসনা যে তুমি আমার প্রতি অনেক অত্যাচার করিতে এবং তোমাকে তাহার দরুণ অনেক পরিমাণে ক্ষমা করিবার সুযোগ পাইতাম; হায়! বর্ত্তমানে তোমাকে ক্ষমা করি এমন কিছুই ঘটে নাই।"

উভয়েই ক্ষণ-কাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে লাবণ্যবতী পুনরায় কথা বার্ত্তার প্রারম্ভ ছলে কহিলেন "উজ্জয়িনী হইতে তুমি অনেক দিন অনুপস্থিত ছিলে। বোধ হয় অনেক দূর বেড়াইয়া থাকিবে?"

তরুণ। "হাঁ অনেক দূর।"

লাবণ্য। "বোধ হয় নানা স্থান ভ্রমণে আমোদও খুব পেয়ে থাকিবে।"

তরুণ। "হাঁ খুব পেয়েছি কারণ যে খানে যাই সেই খানেই লাবণ্যবতীর প্রশংসা শুনি।"

লাবণ্য। (কপট কোপ প্রকাশে কিন্তু মৃদু বাক্যে)। তরুণসেন! তুমি আমাকে পুনরায় রাগাইবে?"

তরুণ। "আমি শীঘ্রই সে বিষয়ে অক্ষম হইব। বোধ হয় তুমি অনুমান করিতে পার আমার বর্ত্তমান অভিপ্রায় কিরূপ?"

লাবণ্য। "শীঘ্র কি আবার ভ্রমণে বাহির হবে?"

তরুণ। "হাঁ যথার্থ অনুমান করেছ; কিন্তু এবারে যে উজ্জয়িণী থেকে বাহির হবো, আর ফিরবো না।"

লাবণ্য। "আর ফিরবে না? সে কি তরুণসেন! হায়, আমাকে ছেড়ে যাবে? (এবং এই অসাবধানতার জন্য তৎক্ষণাৎ লজ্জিতা হইয়া) "অর্থাৎ আমার অভিপ্রায়—আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়কে কি ছেড়ে যাবে? আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে, তুমি কৌতুক কচ্চো।

তরুণ। "কুমারি! আমি কৌতুক কচ্চিনা, আসল মনের কথা বলচি।"

লাবণ্য। "তা যাবে কোথায় মতলব কচ্চো?"

তরুণ। "মাল্য দ্বীপে যাইব এবং সেখানকার বীরগণ যে কর্ণাটী জলদস্যু দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে সাহায্য করিব। হয় তো ঈশ্বরের কৃপায় আমি কোন রণতরীর অধ্যক্ষ হবো; তখন আমি আমার পোতের নাম 'লাবণ্যবতী' রাখিব। যুদ্ধের সময় 'লাবণ্যবতী' নামে রণ ঘোষণা হইবে, এবং ঐ নামের প্রভাবে আমি অজয় হইব।"

লাবণ্য। "কুমার! ইহার নাম উপহাস; আমি তোমার এমন কিছু করি নাই যে, তুমি ক্রমাগত আমায় নিয়ে বিদ্রূপ করছো; এ বড় নিষ্ঠুরতা।"

তরুণ। "কুমারি! তোমার মনঃকষ্ট না হয়—এই উদ্দেশেই আমি উজ্জয়িনী হইতে পালাইতেছি—আমি এখানে থাকার দরুণ হয় তো তোমার সময়ে সময়ে মনঃকষ্ট হয়। আমার অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখ লেখেন নাই যে তোমাকে আহ্লাদিত করি, অতএব অন্ততঃ যাহাতে তোমার ক্লেশের কারণ না হই তাহা করিব।"

লাবণ্য। "তবে কি সত্য সত্যই রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া

যাইবে, যে রাজা তোমাকে এত সম্মান করেন, এত বন্ধুত্ব প্রকাশ করেন ?”

তরুণ। “তাঁহার বন্ধুত্ব আমি বহুমূল্য জ্ঞান করি, কিন্তু সে বন্ধুত্ব আমাকে সুখী করণে পর্য্যাপ্ত নয় ; যদি তিনি শত শত রাজ্যও আমাকে প্রদান করেন তত্রাচ তাঁহার বন্ধুত্বে আমি সুখী হইতে পারি না।”

লাবণ্য। “তবে কি তোমাকে সুখী করিতে এর অপেক্ষা অধিকের প্রয়োজন ?”

তরুণ। হাঁ ওর অপেক্ষা বেশী চাই, অগণ্য গুণে বেশী ! কেবল এক অনুগ্রহে আমাকে সুখী করিতে পারে, যাহা আমি দীনের ন্যায় ভিক্ষা চাহিয়াছি” (তিনি যুবতীর হস্ত ধরিয়া ব্যগ্রভাবে চুম্বন করিলেন) “লাবণ্যবতি ! আমি সেই এক অনুগ্রহ জানু পাতিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছি,—কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।”

যুবতী কষ্টে সৃষ্টে কহিলেন “তুমি তো বড় অদ্ভুত রকমের নাছোড় দেখিতেছি !” এই কথা বলিলেন বটে কিন্তু কি বলিলেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে তরুণসেন তাহাকে আপনার দিকে আস্তে আস্তে টানিলেন এবং মৃদু দীন স্বরে কহিলেন লাবণ্যবতি !”

লাবণ্য। “তুমি আমার কাছে কি চাও ?”

তরুণ। “আমার জীবনের চরম সুখ চাই !”

যুবতী যুবকের প্রতি মুহূর্ত্ত কালে অব্যবস্থিত চিত্তে চাহিলেন, পরে তৎক্ষণাৎ আপন হস্ত কাড়িয়া লইয়া কহিলেন “আমি আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই মুহূর্ত্তেই আমাকে ছাড়িয়া প্রস্থান কর।”

তখন তরুণসেন হতাশ ও ব্যথিত হইয়া আপন হস্ত দ্বয়

একত্রিত করিলেন ; তিনি বশ্যতার ভাব সূচক মস্তক নত করিলেন ; বিলম্বিত পদে ও দুঃখিত ভাবে তিনি ঐ ললনাকে পরিত্যাগ করিলেন। দ্বার অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া চাহিয়া চিরকালের জন্য বিদায় লইতে যান, এমন সময় অকস্মাৎ যুবতী তাঁহার দিকে দৌড়িয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত ধরিয়া আপন হৃদয়ে ধরিলেন এবং "তরুণসেন আমি তোমার" এই কথা বলিয়া তাঁহার পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পাড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুঃসাহসিক প্রতিজ্ঞা।

অধুনা ঐ ভাগ্যবান্ তরুণসেনের তুল্য সুখী আর কাহাকে বলা যায় ? বিজয় তাঁহার এক্ষণে হস্তগত হইয়াছিল ; তিনি লাবণ্যবতীর মুখ হইতে তাঁহার অভিলষিত মীমাংসা বাক্য শ্রবণ করিলেন। তিনি ঐ বরবর্ণিনীকে মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া এক শয্যায় স্থাপন করিলেন। কিয়দ্বিলম্বেই সেই ললনার নয়ন উন্মীলিত হইল এবং তিনি প্রথম বস্তুই এই দেখিলেন যে তরুণসেন তাঁহার পার্শ্ব ভাগে জানু পাতিয়া বসিয়াছেন এবং এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছেন। যে ব্যক্তির জন্য তিনি এত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাহার জন্য এত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দিবসে চিন্তায় যাহাকে ভাবনা করিতেন, রাত্রিতে স্বপ্নেও যাহাকে দর্শন করিতেন, এক্ষণে সেই ব্যক্তির স্কন্ধ দেশে তাঁহার মস্তক অলসিত হইয়া অবস্থিতি করিল।

যখন তাঁহারা নিস্তব্ধ, উল্লাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্থির

দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন, তখন তাঁহাদের বোধ হইল যেন তাঁহারা মনুষ্য নন; তাঁহারা বুঝি মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে নীত হইয়াছেন।

মনুষ্যের সমগ্র জীবনের মধ্যে এইরূপ মুহূর্ত্ত কেবল একবার ঘটে। যিনি এই মুহূর্ত্তের আগমন প্রতীক্ষায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন তিনি ধন্য; যিনি এমুহূর্ত্ত আগত হইলে ভোগ সমর্থ অন্তঃকরণ রাখেন তিনি ধন্য; এবং যাঁহার পক্ষে এরূপ মুহূর্ত্ত গত হইয়াছে, কিন্তু অভুক্ত হইয়া যায় নাই, তিনিও ধন্য, কারণ ইহার স্মরণও বড় মধুময়। হে জ্ঞানি তত্ত্ববিদ্‌গণ! তোমরা বৃথা বলিয়া থাক যে এইরূপ এক মুহূর্ত্তের সুখ কেবল উত্তপ্ত কল্পনার ছায়ামাত্র মুগ্ধকর স্বপ্ন যেমন অস্থায়ী তদ্রূপই অস্থায়ী, যে স্বপ্ন সত্য ও যুক্তির আলোকে উঠিয়া যায়। হায়! মর্ত্ত্যে এমন মুর্খ কি আছে—যাহা কিয়ৎ পরিমাণে কল্পনার কুহক হইতে মাধুরী গ্রহণ না করে।

লাবণ্যবতী, সাবত্রী ও তাঁহার উপদেশ সমুদয় ভুলিয়া গিয়া গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন "তরুণসেন আমি তোমাকে যথার্থই ভাল বাসি।"

যুবক, যুবতীকে আপন বক্ষের অধিকতর নিকটে আকর্ষণ করতঃ এই প্রথম বার তদীয় মুখ চুম্বন করিলেন। অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্তে দ্বার উন্মুক্ত হইল; মহারাজ বীরবাহু গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন; সাক্ষাৎকারক বৈদেশিকের হঠাৎ পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, যেমাত্র অবকাশ পাইয়া ছিলেন, অমনি আপন প্রিয়পাত্র তরুণসেনের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ছিলেন।

তাঁহার পদ শব্দে প্রেমিক যুগলের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করিল। লাবণ্যবতী ভয়ার্ত্ত স্বরে তরুণসেনের আলিঙ্গন ছাড়িয়া উঠিলেন; তরুণসেনও উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু এই রূপ ধরা পড়ার দরুণ কোন মতেই তাঁহাকে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় দেখা গেল না।

বীরবাহু কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন যাহাতে যুগপৎ ক্রোধ, বিমর্ষ এবং অন্তর্ভুত নিরাশা প্রকাশ পাইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত একবার আকাশের দিকে দেখিলেন এবং কিছুমাত্র না কহিয়া ঐ গৃহ পরিত্যাগের উপক্রম করিলেন।

সিন্ধুদেশী কহিলেন "মহারাজ! অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করুন।"

রাজা ফিরিলেন এবং তরুণসেন তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বীরবাহু ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে সেই পদপতিত দোষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, পরে কঠিন ভাবে কহিলেন "যুবক! তোমার এ ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্ফল।"

তরুণসেন সাহসিক ভাবে উত্তর করিলেন "মহারাজ, লাবণ্যবতীকে স্নেহ করার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা নিরাবশ্যক; বরং লাবণ্যবতীকে দেখিয়া যে ব্যক্তি ইহার অনুরাগী না হয় তাহার ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক করে। কিন্তু লাবণ্যবতীকে আমি যদ্রূপ পূজা করি তদ্দারাই যদ্যপি দোষী হইয়া থাকি তবে স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। কারণ তিনি লাবণ্যবতীকে পূজা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাজা অবজ্ঞাসূচক ভাবে কহিলেন "তুমি তোমার এই অকিঞ্চিৎকর অদ্ভুত হেতুবিন্যাসকে বড় গুরুতর করিতেছ। অন্ততঃ আমার কাছে উহার কোন ফল নাই জানিবে।"

তরুণসেন কহিলেন "রাজন্! আমি পুনরায় কহিতেছি যে ক্ষমা প্রার্থনা আমার অভিপ্রায় নয়। লাবণ্যবতীর প্রতি আমার অনুরাগ দূষণীয় বলিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছি না। তবে প্রার্থনা যে, আপনি সেই অনুরাগে সম্মতি প্রদান করুন্। বীরবাহু

আমি আপনার ভ্রাতৃদুহিতাকে দেবীতুল্য পূজা করি; আমি তাঁহাকে আমার সহধর্ম্মিণী করিতে চাই।"

এই সাহসকর ও অনাশঙ্কিত প্রার্থনায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া রাজা চমকিয়া উঠিলেন।

সিন্ধুবাসী বলিতে লাগিলেন "সত্য বটে আমি একজন দরিদ্র অজ্ঞাত যুবক ভিন্ন আর কিছু নই, এবং উজ্জয়িনীপতির উত্তরাধিকারিণীর পাণিপ্রার্থনা আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অতি অদ্ভুত ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নয় কিন্তু আমার ইহা ধ্রুব বিশ্বাস যে, মহাত্মা বীরবাহু তাঁহার লাবণ্যবতীকে এমন পাত্রে প্রদান করিবেন না, যাহাদের কেবল হয় তো ধন আছে, বা রাজ্য আছে, বা বড় বড় উপাধি আছে, অথবা যাহারা নিজে অপদার্থ, পিতৃপৈতামহিক কীর্ত্তির ভাগ করিয়া আপনাদের গুরুত্ব রাখে। আমি ইহা স্বীকার করি যে এখানে আসিয়া আমি এপর্য্যন্ত এমন কার্য্য কিছু করি নাই যাহাতে লাবণ্যবতীলাভরূপ পুরস্কারের যোগ্য হই, কিন্তু অতি শীঘ্রই তদ্রূপ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিব; অন্যথা কার্য্য সম্পাদনে জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

রাজা অসন্তোষ সহকারে তাঁহার দিক্ হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন।

তরুণসেন—পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন "আপনি যাহা চান বলুন, লাবণ্যবতীপ্রাপ্তিজন্য আমাকে কি কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন,—যতই কেন কঠিন হউক না আমি তাহা ক্রীড়া তুল্য বিবেচনা করিব। ঈশ্বর করিতেন যে, এই সময় উজ্জয়িনী দুরূহ আসন্ন বিপদে পতিত হইত, আপনার বিপক্ষে দশহাজার তরবারি উত্তোলিত হইত, এবং লাবণ্যবতী আমার পুরস্কারের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে আমি কি সুখেই নিশ্চয় উজ্জয়িনীকে বিপন্মুক্ত করিতাম এবং সেই দশহাজার অসিকে অধঃপাতিত করিতাম।"

বীরবাহু ঘৃণাসূচক ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন "আমি বহু বৎসর নিবিষ্টচিত্তে ও ন্যায়পথে এই রাজ্যের সেবা করিয়াছি; প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হই নাই; নিজের অনেক শোণিত হারাইয়াছি; কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া শেষ কয়েকটা দিন কাটাইবার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন পুরস্কার চাহি নাই; এবং এই পুরস্কারেই আমি বঞ্চিত হইলাম। দস্যুদিগের অস্ত্র দ্বারা আমার প্রাণসম বন্ধুগণ, যৌবনের সঙ্গীগণ, ও বার্দ্ধক্যের বিশ্বস্ত-গণ দূরীকৃত হইল; এবং তরুণসেন, তুমি কি করিলে? তোমার উপর আমি যে এত বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহার প্রতিশোধ রূপ আমার শেষ ভরসা নষ্ট করিলে। লাবণ্যবতী! আমার কথার উত্তর দাও, তুমি কি সত্য সত্যই তরুণসেনকে অপরিহার্য্য রূপে আপনি মন সমর্পণ করিয়াছ?"

লাবণ্যবতী কোন উত্তর না করিয়া অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

বীরবাহু তখন চিন্তাযুক্ত ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত আস্তে আস্তে সেই গৃহ মধ্যে বিচরণ করিলেন।—লাবণ্যবতী নিকটবর্ত্তী এক শয্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তরুণসেন অধীর ভাবে মীমাংসা শ্রবণ জন্য রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

এইরূপে কতক ক্ষণ গত হইল। গৃহ মধ্যে শান্ত নিস্তব্ধ ভাব বর্ত্তমান রহিল; বীরবাহু যেন কোন বড় প্রয়োজনায় মীমাংসা আলোচনা করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। প্রেমিক যুগল যদি চ এই অঙ্কের পরিসমাপ্তি শীঘ্র শীঘ্র ইচ্ছা করিতেছিলেন বটে কিন্তু তাহাতেও ভয় পাইতে লাগিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের উদ্বেগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা কহিলেন "অহে যুবক, আমি মীমাংসা করিলাম। লাবণ্যবতী—তোমার প্রতি অনুরাগিণী আমারও ইচ্ছা নয় যে তাহার মনোরথের প্রতি-

কূলতা করি। কিন্তু লাবণ্যবতী সেরূপ বস্তু নয় যে, যে কেহ প্রথম প্রার্থনা করে তাহাকেই সম্প্রদান করা যায়; যে ব্যক্তি এইরূপ দানের যথার্থ যোগ্য তাহাকে উহা প্রদান করিব, উপযুক্ত কার্য্য দ্বারা এই পুরস্কার লাভ হইবে এবং যে কেহ যতদূর কার্য্যই করুক এ পুরস্কারের সম্যক যোগ্য কখনই হইতে পারিবে না। অদ্য পর্য্যন্ত এরাজ্য তোমার নিকট তাদৃশ—বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ নয়। অধুনা আমাদের একটী সুমহৎ উপকার করিতে পার এরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুবুদ্ধি গুণধর ও যশঃপ্রিয়ের নিধনকারীকে ধরিয়া দিতে পার? জীবিত বা মৃত যে অবস্থাতেই হউক এই প্রাসাদে সেই ভয়ানক দস্যুপতি বজ্রবাহুকে আনয়ন কর।"

যে কথা বার্ত্তায় তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছিল, সেই কথার এইরূপ হঠাৎ পরিশেষ হওয়ায়, তরুণসেন চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

অবশেষে তিনি ক্ষুব্ধভাবে কহিলেন "মহারাজ, আপনিতো জ্ঞাত আছেন যে——"

রাজা উত্তর করিলেন "হাঁ আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি যে বজ্রবাহুকে ধরিয়া আনিতে বলা সাধারণ কার্য্যের ভার দেওয়া নয়। এই দুরাচার যেন স্বয়ং পিশাচপ্রধানের সহিত যোগ করিয়াছে; সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আবার কোথাও নাই; অনেকে উহাকে দেখিয়াছে কিন্তু কেহই জানে না। ইহার নাম শুনিলে উজ্জয়িনীর অতিসাহসী অধিবাসিদিগেরও হৃৎকম্প হয়; আমি নিজ সিংহাসনে বসিয়াও উহার তরবারি হইতে নিরাপদ নই! অতএব তরুণসেন! আমি তোমার নিকট যে কত অধিক চাহিতেছি তাহা বেশ জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে তোমাকে কত অধিক দিতে চাহিতেছি। বজ্রবাহুর সঙ্গে সমকক্ষ যদ্যপি কেহ লোক থাকে, সে লোক তুমি। এক্ষণে উত্তর দাও।"

তরুণসেন নিঃশব্দে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বড় কঠিন কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু লাবণ্যবতী পুরস্কার! তিনি একবার সেই প্রণয়ের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যত কেন কঠিন ব্যাপার হউক না স্বীকার করিতে আর ইতস্তত রহিল না।

তিনি রাজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

বীর। "তবে তরুণসেন, কি স্থির করিলে?"

তরুণ। "যদি আমি বজ্রবাহুকে আপনার হস্তে সমর্পণ করি, আপনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, লাবণ্যবতীর সহিত আমার বিবাহ নিশ্চয় দিবেন?"

বীর। "হাঁ অবধারিত; কিন্তু কার্য্য অসম্পন্নে নয়।"

তরুণ। "তবে আমাকে আপনার এই রাজকীয় বাক্য প্রদান করিলেন যে একবার বজ্রবাহুকে আপনার হস্তগত করিয়া দিতে পারিলে আমি অবাধে লাবণ্যবতীর স্বামী হইব?"

বীর। "আমি দিব্য করিতেছি, হয় জীবিত কিম্বা মৃত বজ্র-বাহুকে আমার ক্ষমতার অধীনে প্রদান কর, তাহা হইলে লাবণ্য-বতীর সহিত তোমার বিবাহের আর কিছুমাত্র বাধা নাই।" ইতি-মধ্যে গদাধরজী দেবের মন্দিরের ঘড়িতে ৫টা বাজিয়া গেল।

তরুণসেন কহিলেন "সময় বহিয়া যাইতেছে, এখন কাল বিলম্ব উচিত হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রাসাদের ভিতর আমি সেই ভয়ানক দস্যু বজ্রবাহুকে আনিয়া দিব।"

বীরবাহু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "অহে যুবক, আপন প্রতিজ্ঞা বিষয়ে ওরূপ অসঙ্কুচিত হইও না, সম্পন্ন করিতে পারিলে প্রতিজ্ঞার গৌরব।"

তরুণ। (গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে) "কার্য্যতঃ যাহাই ঘটুক, হয় আমি

আমার কথা রক্ষা করিব নয় আপনার আলয়ে আর প্রবেশ করিব না। আমি ঐ দুরাচারের কিছু সন্ধান পাইয়াছি, এবং বোধ হয় কল্য এই স্থানে ও এই সময়ে আপনাকে এক হাস্যপ্রধান নাটকের অভিনয় দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিব; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদ্যপি করুণরসপ্রধানই হইয়া পড়ে, সে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।”

বীর। অধিক ব্যস্ততা কখনও উপকারী হয় না; অধুনা তোমার জয়ের অনেক বাদ; কিছু কারণ থাকে, দুঃসাহস করিলে তাহাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।”

তরুণ। “মহারাজ, আমাকে হতোৎসাহ করিবেন না; বরং যাহাতে কার্য্য সফল হইবে আমি আপনাকে তদ্রূপ আশা দিই। আমার সর্ব্বপ্রথম প্রার্থনা এই যে, কল্য আপনি রাজবাটীতে উৎসবের ও নিমন্ত্রণের হুকুম দিন। কাল বৈকালে ঠিক এই ঘণ্টায়, এই ঘরে আমি উজ্জয়িনীর তাবৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তি কি স্ত্রী কি পুরুষ, একত্র দেখিতে চাই। কারণ যদিই আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, আমি আমার মহৎ কার্য্যের দর্শক প্রার্থনা করি, সন্দেহ নাই।”

বীর। “আচ্ছা তাহারা সকলেই আসিবে।”

তরুণ। “আমি ইহাও অবগত হইয়াছি যে গুণধরের মৃত্যুর পর হইতে আপনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধরের প্রতি নীরাগ হইয়াছেন; এবং শান্তিধর আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ধনেশ সুরেশ ও ঐ দলের যাবৎ ভদ্র লোকের বিপক্ষে গুণধর আপনার নিকট যে কুৎসা করিতেন, তাহা অমুলক। সংপ্রতি আমি বাহিরে গতাগতি দ্বারা এই যুবকসম্প্রদায়ের বড় সুখ্যাতি শুনিয়াছি, সুতরাং তাহারা আমার মহৎ কার্য্য দেখিয়া শ্রদ্ধা করে ইহাও আমার বাসনা। অতএব যদ্যপি আপনার আপত্তি না থাকে ঐ দলের সকলকে নিমন্ত্রণ করুন।”

বীর। "তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর।"

তরুণ। "আর এক কথা, যাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সমস্ত লোক একত্রিত হইবার পূর্ব্বে কেহ যেন এই আমন্ত্রণের হেতু না জানিতে পারে। তৎপরে প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে যেন প্রহরী নিযুক্ত হয়; অধিক কি, এই সভাগৃহের দ্বারদেশেও প্রহরী রাখা বিধেয়। কারণ সেই বজ্রবাহু এত ভয়ানক হতভাগ্য যে তাহার রক্ষায় উপযুক্ত আয়োজন করাই ভার। প্রহরীদের বন্দুক যেন ভরা প্রস্তুত থাকে; আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষয় এই যে প্রহরীদের উপর অতি কঠিন হুকুম রাখা হয় যে, যেন তাহারা সকলকেই প্রবেশ করিতে দেয়, কিন্তু কাহাকেও ঘরের বাহিরে যাইতে না দেয়।"

বীরবাহু। "এ সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা যাইবে।"

তরুণ। "তবে আর আমার কোন বক্তব্য নাই। মহারাজ! বিদায়, লাবণ্যবতি! কাল যখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজিবে হয় তখন আবার দেখা হবে; নয়তো এজন্মে এই পর্য্যন্ত!"

এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে দ্রুতবেগে বহির্গত হইলেন। বীরবাহু সন্দেহ ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন; লাবণ্যবতীর নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্যরাত্রির সভা।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধরের ভবনে ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা একত্র হইয়াছে, এমন সময় ধনেশ "ক্যাবাত হায় ক্যাবাত হায়!" বলিতে বলিতে তথায় দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। "ক্যাবাত হায়!

জয়। আমাদের কুচপরোয়া নাই! আমাদের কাজ কি দস্যুর মতই চল্‌চে! আজ প্রাতে তরুণসেন সহরে এসেছে, এবং বজ্র-বাহুকেও ইতিপূর্ব্বেই তাহার প্রার্থনা মত টাকা দেওয়া হয়েছে।”

শান্তিধর। “তরুণসেনটা লোক কাঁচা নয়; আমার বরং ইচ্ছা সে আমাদের দলে থাকিত! সে বড় হুঁশিয়ার।”

ধনেশ। “ওরূপ চালচুলোহীন উদাসীন বেটাদের একটু সাবধান থাকাই যে চাই; অর্থাৎ অন্যে না ঝিঙ্গা বুঝিয়া লয়।”

চন্দ্রনাথ। “আমার বোধ আছে যে লাবণ্যবতী এই সিন্ধু-দেশীকে বড় কুনজরে দেখেনা।”

ধনেশ। “ওঃ! কাল্‌ দিনটা অপেক্ষা কর, পরে দেখ্‌বে সে চাই যমরাজার মায়ের সঙ্গে প্রণয় করুক। কারণ বজ্রবাহু কাল্‌ তার ঘাড় মট্‌কাবে তার আর কথা নাই।”

চন্দ্রনাথ। “কি আশ্চর্য্য! সিন্ধুদেশে পর দ্বারা এত অনুসন্ধান করিয়াও আমি এই তরুণসেনের কোন পরিচয় স্থির কর্ত্তে পারিলেম ন।”

শান্তিধর। “কাল রাজবাড়ী কি তোমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ?”

সুরেশ। “হাঁ সকলেরই হয়েছে কাহারও বাদ পড়ে নাই।”

শান্তি। “তবু ভাল; তিন বেটা মন্ত্রী যাওয়ার পর রাজা আমার সুপারিশ একটু একটু শুন্‌চে দেখ্‌চি। বৈকালে বুঝি নাচ একটা হবে, রাজ বাড়ীর গোমস্তা তাই বলেছিল না?”

চন্দ্রনাথ। “হাঁ তাই বল্‌ছিল।”

গুণেশ। “কে জানে! এর মধ্যে কোন কৌশল না থাকে!—রাজাতো আমাদের ষড়যন্ত্রের কোন সন্ধান পায় নি?”

শান্তি। “অসম্ভব! আমাদের অভিপ্রায় কিরূপে রাজা জানিতে পারিবে?

গুণেশ। "যখন এত বাজে লোকে জেনেছে তখন রাজার জানা বিচিত্র কি?"

সুরেশ। "অরে নির্ব্বোধ! ব্যভিচারিণীর স্বামীর যে অবস্থা ঘটেছে; যাহার মাথায় শিং থাকে সে নিজে কি তা দেখ্‌তে পায়? কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করি, যে, এখন আমাদের কার্য্য শেষ করার পুরো সময়, এখন যাতে না ঠকি এইরূপে চলাই ভাল।'

চন্দ্র। বন্ধু! ঠিক বলেছো; সব প্রস্তুত, এখন যত শীঘ্র আঘাত মারা যায় ততই ভাল।"

ধনেশ। "অধিক কি যে সকল ব্যক্তিরা রাজার উপর বিরক্ত, ও আমাদের পক্ষ, তাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে অদ্য রাত্রেই এই কৌতুক আরম্ভ হয়; বিলম্বে ক্রমশঃ বীরবাহুর উপর তাদের রাগ পড়ে যাবে এবং তাহা হইলে তাদের দ্বারা আমরা কাজ পাইব না।"

সুরেশ। "তবে এককালে আমরা খেলা সাঙ্গ করি, কল্যাই দিন ধার্য্য হউক। রাজার ভার আমার উপর দাও; অন্ততঃ আমি তাহার বক্ষে আমার তরবার বসাইব, পরে যাহা হয় হউক, দুই রকমের এক রকম ঘটিবে; হয় আমরা চারি দিকে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া আপনাদিগকে ক্লেশ ও উদ্বেগ হইতে উদ্ধার করিব; নয় অনুকুল বায়ুর সাহায্য লইয়া এই হতভাগ্য জগৎ হইতে দ্বিতীয়ের জন্য পাল তুলিব।"

ধনেশ। "বন্ধুগণ আমার কথা শুন; রাজবাড়ী নিমন্ত্রণে আমরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইব।"

শান্তিধর। "সেনানীদলের সকলগুলিই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।"

চন্দ্রনাথ। তাদের প্রত্যেককেই উচ্ছন্ন দাও।"

গুণেশ। "তা বটে কথায় বেশ বল্‌লে! কিন্তু মনে কর উচ্ছন্ন যদি আমরাই যাই?"

চন্দ্রনাথ। "অরে সফেদ পোশ গর্দ্দভ! তুই তবে বাড়ী বসে থাকিস্, এবং তোর বৃথা জীবন রক্ষা করিস্। কিন্তু আমাদের চেষ্টা যদি সফল হয় তবে যেন আবার আসিয়া, যে টাকা দিয়াছিস, তাহা ফেরত চাহিস্ না। নিশ্চয় জানিস্ তার এক টাকাও ফেরত পাবি না।"

গুণেশ। "চন্দ্রনাথ, তুমি অন্যায় ভৎসনা করিলে; যদি আমার সাহস পরীক্ষা করিতে চাও তুমিও তরবার খোল আমিও খুলি; তবে ঈশ্বর কৃপায় আমি ওরূপ গোঁয়ার নই।"

শান্তি। "তা যদি আমাদের আশা অনুরূপ ফল ফলে, অর্থাৎ রাজার মরণান্তে লোকেরা গোলমাল করে, করুক; দণ্ডী স্বামীর সাহায্যে আমাদের কার্য্য দুষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। ব্যবস্থার জোগাড় আছে।"

গুণেশ। "কাশীধামস্থ ধর্ম্ম রক্ষিণীপতি? তিনি কি যথার্থই আমাদের পক্ষ?"

শান্তি। (তাহাকে এক খান পত্র ফেলিয়া দিয়া) "পড়িয়া দেখ নাস্তিক! আমি বলিতেছি যে ধর্ম্ম সভার অধ্যক্ষ নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করিবেন; কারণ আমাদের এ কার্য্যের এক সর্ত্তই এই যে উজ্জয়িনীতে ধর্ম্ম সভার একটী শাখা ও তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। গুণেশ, তুমি আর তোমার ঐ সন্দেহ গুলি দ্বারা জ্বালাতন করিও না, চন্দ্রনাথের অভিমত কার্য্য এক কালীন আরম্ভ করিয়া দাও। ধনেশের বৈঠক খানায় যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের দলভুক্তদিগকে একত্র করিয়া আবশ্যকমত অস্ত্র শস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিতে হইবে। যেই রাত দুই প্রহর বাজিবে অমনি

সুরেশ নাচ ঘর হইতে বাহির হইয়া মেগেজিন দখল করিতে যাইবে ; সেখানকার প্রধান কর্ম্মচারী অজয় সিং আমাদের লোক, সংকেত মাত্র সে দরজা খুলিয়া দিবে।"

চন্দ্র। "সেনানী যোধসিং বিদ্রোহের ঘণ্টা ধ্বনি শ্রবণ মাত্র আপন দল বল লইয়া আমাদের পক্ষে যোগ দিবে।"

ধনেশ। "অহো! তবে আমাদের কার্য্য নিশ্চিত সফল।"

সুরেশ। "কেবল এই টুকু সতর্কতা চাই যে গোলমালটা খুব সর্ব্বব্যাপী হয় ; শত্রু পক্ষ না জানিতে পারে যে, তাহাদের শত্রু কে এবং মিত্র কে এবং আমাদের দলস্থ ভিন্ন অন্য কেহ না জানিয়া উঠিতে পারে যে, এই মহা গোলের কর্ত্তা কে এবং মূল ও অভিপ্রায় বা কি।"

ধনেশ। "ঈশ্বরের দিব্য, আমাদের কাজ যে এত এগিয়েছে, এতে আমি বড় আহ্লাদিত আছি।"

চন্দ্র। "ধনেশ, আমাদের দলের চিহ্ন স্বরূপ সাদা ফিতা সকলকে বিলি করা হইয়াছে তো?"

ধনেশ। "তা অনেক দিন হয়েছে।"

সুরেশ। "তবে আর কাজের বিষয়ে কিছু বাঁকী নাই ; এখন এস ভাই সকল মাল নাও ; কার্য্য সমাপ্তির মধ্যে আর আমরা এরূপ একত্রে মিস্‌ছি না।"

গুণেশ। "তত্রাচ আমার যেন বোধ হয় যে বিষয়টা আর এক বার স্থির চিত্তে দেখা ভাল ছিল।"

সুরেশ। "চুপ্! বিবেচনা ও বিজ্ঞতা বিদ্রোহের পক্ষে কিছু নয়, বরং এবিষয়ে হতাশতা ও গোঁয়ারতুমি অপেক্ষাকৃত উত্তম উপদেষ্টা। একবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেলে, একবার উজ্জয়িনীর রাজ্য শাসন ছিন্ন ভিন্ন করিলে, তৎপরে বিবেচনার দরকার বটে,

তখন দেখিতে হইবে যে, গোলযোগটা কতদূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া দরকার। আপাততঃ ভাই সকল ঢালিতে থাক, ঢাল বেশ করে, আমি বল্‌চি। একটা কথা মনে হয়ে হাঁসি আস্‌ছে, রাজা কাল নিজ বাটীতে সকলকে নিমন্ত্রণ কোরে আমাদের কার্য্য-সিদ্ধির একটা সুন্দর জোগাড়ই করে দিলে দেখচি।"

ধনেশ। "তরুণসেনকে আমিতো ইতি পূর্ব্বেই মৃত্যু শয্যায় দেখেচি ; তত্রাচ কাল রাজ বাটী যাওয়ার আগে বজ্রবাহুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা চাই।"

সুরেশ। "সে ভার, ধনেশ, তোমার উপর রহিল। এক্ষণে বজ্রবাহুর নামে এক বার হরি হরি বোল।"

সকলে। "বজ্রবাহুর নামে হরি হরি বোল!"

শান্তি। "আর কল্যকার আমাদের কাজের সিদ্ধির প্রতি এক বার হরি হরি বোল।"

গুণেশ। "এতে আমারও সম্পূর্ণ মত।"

সকলে। "কল্যকার কার্য্যের সিদ্ধির প্রতি হরি হরি বোল!"

ধনেশ। "মদটা বেশ লাগছে, সকলেরই মুখ প্রসন্ন দেখাচ্চে। এরপর আট চল্লিশ ঘণ্টা যাউক—তৎপরেও কি সব এইরূপ খুসী দেখাবে? হাঁসিতে হাঁসিতে আমরা পরস্পর বিদায় হচ্চি, যখন আবার দুরাত্রি পরে ফের মিলিব তখনও কি হাঁসিব? কুচ্‌ পরোয়া হ্যায় নেই।"

চতুর্থ অধ্যায়।

ধার্য্য দিন।

পর দিন প্রাতঃ কালে সহরে সমস্ত বস্তুই এরূপ স্থির ভাবাপন্ন দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল, যে যেন গোলমালের কোন আশঙ্কাই ছিল না ; কিন্তু বস্তুতঃ রাজ্যের প্রথম সংস্থাপন অবধি ওরূপ আবশ্যকীয় দিন উজ্জয়িনীতে একটীও হয় নাই।

রাজার পূর্ব্ব রাত্রে নিদ্রা হয় নাই ; প্রত্যূষে তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন। লাবণ্যবতী সমস্ত রাত্রি কেবল তরুণসেনকে স্বপ্নে দেখিয়া ছিলেন, নিদ্রা হইতে উঠিয়াও তাঁহার সে ঘোর যায় নাই। সে দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য লাবণ্যবতী বড়ই প্রফুল্লিত হইলেন ; কিন্তু দ্বিপ্রহর গতে তাঁহার আর সে ভাব রহিল না ; তিনি ব্যস্ত-পদে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রতি ঘণ্টায় তাঁহার হৃদয় অধিকতর চঞ্চল হইতে লাগিল এবং আগামী অভিনয়ে কি ফল দাঁড়ায়, ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

উজ্জয়িনীর যাবতীয় অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ইতি পূর্ব্বেই রাজ প্রাসাদে আগত হইয়াছিলেন এবং রাজা সাবিত্রীকে আদেশ করিলেন যে, লাবণ্যবতীকে সজ্জিতা করিয়া সভাগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

সভাগমনের পূর্ব্বে, লাবণ্যবতী দেবীর মন্দিরে গমন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক করপুটে প্রার্থনা করিলেন "হে বিপদ নাশিনি ! অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আজি যেন আমার মনোরথ অনুকূলে সমস্ত সুসম্পন্ন হয়।"

নিতান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সাবিত্রীর সহিত তিনি সভা গৃহে

প্রবেশ করিলেন। তরুণসেন তখনও উপস্থিত হন নাই।

সভা খুব জাঁকালো হইয়াছিল; কথাবার্ত্তা খুব আমোদে চলিতেছিল। তৎকালিক রাজ্য তন্ত্র ও হিন্দুস্থানের ঘটনা পরম্পরার বিষয়ে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও সুরেশ রাজার সহিত কথোপকথন করিতে ছিল, গুণেশ ধনেশ এবং চন্দ্র নাথ একত্রে নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান ছিল, এবং রাত্রে যে কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে তাহারই অনুশীলন করিতে ছিল।

সে দিন আকাশের অবস্থা বড় মন্দ ছিল। চতুর্দ্দিকে মেঘান্ধকার ও ঝড়। নদীর উপর বাতাসের বড়ই শব্দ হইতেছিল, এবং বাতাসের জোরে উপর তালার জানালা সমুদয় মড়্ মড়্ শব্দ করিতেছিল। এক ঝড় বৃষ্টি না থামিতে, পুনরায় ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইতে লাগিল। ঘড়িতে বেলা চারিটা বাজিল। লাবণ্যবতীর মুখ, আরও শুকাইয়া গেলে। বীরবাহু তাঁহার গোমস্তার কর্ণে কিছু চুপে চুপে কহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই অস্ত্রধারী পুরুষ গণের সভাগৃহ দ্বারে আসার পদ শব্দ শ্রুত হইল; পরে অস্ত্র শস্ত্রের খট্মট্ শব্দও শুনিতে পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে একটা নিস্তব্ধতা ঘটিল।

নব্য পারিষদেরা হঠাৎ আপন আপন প্রেমের গল্প বন্ধ করিলেন; রমণীরা নুতন ধরণের পোশাক ও গহনার উপরি সমালোচনা স্থাপিত রাখিলেন; রাজনীতিজ্ঞ দিগের বার্ত্তা শাস্ত্রের বাদানুবাদ শেষ হইল, এবং সকলেই অবাক্ ও উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা আস্তে আস্তে সভার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ষড়্যন্ত্র কারক দিগের বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল।

রাজা কহিলেন "বন্ধু সকল, তোমরা এই নূতন প্রকার সাবধানতায় কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন হইও না ; এই সমাজের আমোদের বিঘ্ন করার সঙ্গে উহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। তোমরা সকলেই দস্যু বজ্রবাহুকে বেশ জানো, যে প্রধানযাজক গুণধরকে হত্যা করতঃ আমার বন্ধু ও অমাত্য সুবুদ্ধি ও যশঃপ্রিয়কে বধ করিয়াছে, এবং সংপ্রতি আমার অতিথি সুবিখ্যাত রাজপুত্র জয়পালও যাহার হস্তে জীবন হারাইয়াছেন। এই নৃশংস, নগরীর সচ্চরিত্রব্যক্তিমাত্রেরই ঘৃণ্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই দৃষ্টি করে না এবং এপর্য্যন্ত আমাদের রাজ্যের সহিত লড়িতেছে ; এই, নরকনির্ব্বাসিত দুরাত্মা, আর এক ঘণ্টার মধ্যে হয় তো এই গৃহে তোমাদের সমক্ষেই এখনই দাঁড়াইবে।"

সকলে (সবিস্ময়ে)। "বজ্রবাহু ? সেকি ! দস্যু বজ্রবাহু ?"

শান্তিধর। "স্ব ইচ্ছায় আসিবে ?"

বীরবাহু। "না স্বেচ্ছায় নয় ; সিন্ধুদেশীয় তরুণসেন এরাজ্যের উপকারার্থ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে প্রাণপণ করিয়া যেরূপে হউক এই বজ্রবাহুকে গ্রেপ্তার করতঃ এই সভাগৃহে উপস্থিত করিবেন।"

এক জন সভ্য। "সে কাজ বড় কঠিন কথা। আমার সন্দেহ হয় ; তরুণসেন প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন কি না ?"

অপর একজন। "কিন্তু করিয়া উঠিতে পারিলে রাজ্যের একটা কম উপকার করা নয়।"

তৃতীয়। "তাহা হইলে আমরা সকলেই তরুণসেনের নিকট ঋণী ; এবং এত মহৎ উপকারের উপযুক্ত পুরস্কার তরুণসেনকে কি দেওয়া যায় তাহারও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

বীরবাহু। "সে ভার আমার। তরুণসেন আমার জামাতার

পানিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী; যদ্যপি আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন, লাবণ্যবতীকে পুরস্কার পাইবেন।” সকলে নিস্তব্ধভাবে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল, কাহারও মুখে অকৃত্রিম সন্তোষের ভাব কাহারও ঈর্ষ্যা ও কাহারও বিস্ময় ভাব।

চন্দ্রনাথ (জনান্তিকে)। “ধনেশ, শেষটা দাঁড়ায় কি?”

গুণেশ। “অবস্থাটা ভাবিয়াই যেন আমার জ্বর আস্‌চে!”

ধনেশ (ঘৃণাসূচক হাস্যের সহিত)। “বজ্রবাহু সহজেই ধরা দিবার লোক কিনা!”

চন্দ্রনাথ। “ভাল, মহাশয়ের দের সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, কেহ কখন কি এই বজ্রবাহুকে স্বচক্ষে দেখেছেন?”

অনেক গুলি পারিষদ (একবাক্যে)। “আমি নয়, কখনও দেখিনি।”

এক জন সভ্য। “সে এক প্রকার ভূতের মত, যখন তাহাকে চিন্তা ও ইচ্ছা করা না যায় তখনই এক আধবার দেখা দেয়।”

লাবণ্যবতী। “আমি তাকে কেবল একবার দেখেছি; সে রাক্ষসকে আর কখনও ভুল্‌বো না।”

বীরবাহু। “আর আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয় সকলেই জানে, সুতরাং আর কি কহিব।”

গুণেশ। “আমি এই দুরাত্মার বিষয় হাজারও গল্প শুনেছি, একটা অন্যটার অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। আমারতো বোধ হয় এই পাপিষ্ঠ স্বয়ং শয়তানের অবতার, আমার বিবেচনায় তাহাকে এর মধ্যে আনাই কিছু নয়; চাইকি সে একে একে আমাদের সকল গুলির গলা টিপিয়া মারিয়া যাইতে পারে, কোন বাধা নাই।”

অনেকগুলি রমণী (কাতরস্বরে)। “কি সর্ব্বনাশ! বলো কি? এই ঘরের মধ্যেই আমাদের গলা টিপে মেরে যাবে?”

সুরেশ। "আসল কথা এখন এই হচ্চে, যে তরুণসেন তাকে হারায় কি সে তরুণসেনকে। আমিতো বাজী রাখ্‌তে পারি, তরুণসেন কখনও কাজ করে আসতে পারবেনা।"

এক জন পারিষদ। "আমিও বলছি, উজ্জয়িনীর মধ্যে বজ্রবাহুকে গ্রেপ্তার করে এমন লোক যদি এক জন থাকে তবে সে কোশলবাসী তরুণসেন। তরুণের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, এ ব্যক্তি কোন না কোন দিন একটা ভারী কাজ কর্‌বেই কর্‌বে।"

অপর এক জন। "মহাশয় আমারও ঐ মত প্রথম আলাপেই তরুণসেনকে বড় লোক বলে বোধ হয়েছে।"

সুরেশ। "আচ্ছা হাজার মোহর বাজী; বজ্রবাহু কখন ধরা দিবেনা—তবে যদি মৃত্যুর পর।"

প্রথম সভ্য। "হাজার মোহরই; তরুণসেন তাকে ধর্‌বে—।"

রাজা। "এবং হয় মৃত নয় জীবিত আমার সমক্ষে পৌঁছাবে।"

সুরেশ। "সমাগত ভদ্রগণ; তোমরা এই বাজীর সাক্ষী ধনপতি সিং তবে এস, বাজীতে এক হাজার মোহর!"

উক্ত সভ্য। "আচ্ছা মঞ্জুর।"

সুরেশ (হাঁসিয়া)। "মোহরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই কারণ আমার ও তো জিতের মধ্যে। তরুণসেন খুব চতুর লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজের পক্ষে তাঁহার একটু সাবধান থাকাও আবশ্যক। কারণ এই বজ্রবাহু দুই একটা বড় চমৎকার কৌশল জানে যাহা বড়ই ভয়ানক।"

শান্তি। "মহারাজ, তরুণসেন কি অস্ত্রধারী লোক জন সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন?"

বীর। "না, একাকী গিয়াছে; প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হইল দস্যুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন।"

শান্তি। (সুরেশের প্রতি সানন্দে) "মহাশয়, আপনার হাজার মোহর বাজি লাভ।"

সুরেশ। (মস্তক নত করিয়া) "আপনার মুখ হইতে যখন এরূপ কথা বাহির হইয়াছে, তখন আর সন্দেহ নাই।"

গুণেশ। "আমার এখন ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হচ্চে; দেখা যাউক শেষ কি দাঁড়ায়।"

তরুণসেন দুঃসাহসিক প্রতিজ্ঞা সম্পাদনে বহির্গত হওয়ার পর ২৩ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। চতুর্বিংশ ঘণ্টাও সমাপ্ত হইবার কাল বিলম্ব রহিল না; কিন্তু তখনও তরুণসেনের দেখা নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঘড়ীতে পাঁচ বাজিল।

রাজা উৎকণ্ঠিত হইলেন। পারিষদ ধনপতি সিং তাঁহার হাজার মোহরের জন্য কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন। সুরেশ গম্ভীর ভাবে কহিতে লাগিল "হাজার কেন যদি বিশ হাজার হারি সেও ভাল; তবু বজ্রবাহু ধরা পড়িয়া উজ্জয়িনী আপদশূন্য হউক। বাজী হারায় ক্ষতি নাই।" চক্রান্তকারীরা অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতে লাগিল।

লাবণ্যবতী বলিয়া উঠিলেন "ঐ শুন! ঘড়িতে পাঁচ বাজিয়া গেল!" সকলেই সেই গদাধর জীর মন্দিরের ঘড়ীর শব্দ একটী করিয়া গণিতে ও কাঁপিতে লাগিল। সাবিত্রী মা ধরিলে, লাবণ্য-

বতী মূর্চ্ছিতা হইয়া মৃত্তিকাতেই পতিত হইতেন। নিয়মিত সময় অতীত হইল, তবু তরুণসেন আসিলেন না।

উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলি দল বাঁধিয়া অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; কতক উদ্বিগ্ন পদে ঐ বিস্তৃত গৃহের মধ্যে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা প্রফুল্লভাব ধারণ করেন, কিন্তু কেহই তাহা পারিলেন না। এই রূপে আর এক ঘণ্টা অতীত হইল, কিন্তু তথাচ তরুণসেন আসিলেন না।

সুরেশ। "তরুণসেন না ৫টার সময় বজ্রবাহুকে আনার কথা বলিয়া গিয়াছেন? তার সময় উত্তীর্ণ হইয়াওতো ফের পূরো এক ঘণ্টা গেল।"

ধনপতি সিং। "একমাস যাউক তাহাতেও হানি নাই, লোকটা আনিতে পারিলেই হয়।"

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই কবাটদ্বয় উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তরুণসেন বেগে গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শরীর আপন চোগায় আচ্ছাদিত; কেশপাশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল; উষ্ণীশের প্রান্ত সমস্ত হইতে বারি বিন্দু পতিত হইতেছিল; মুখশ্রী বিষণ্ণ; সভাকে অভিবাদন উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সকলে তাহার চারি দিকে ঘিরিয়া ধরিল; সকল মুখেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা; সকল দৃষ্টিই তাঁহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত; যেন তিনি না বলিতে বলিতেই উত্তর উপলব্ধি করিয়া লয়।

গুণেশ চেঁচাইয়া কহিল "হা! ঈশ্বর! আমার ভয় হইতেছে বুঝি———।"

সুরেশ দৃঢ়বাক্যে তাহার কথা বন্ধ করিল "থামুন মহাশয়! ভয়ের বিষয় কোন কিছুই ঘটে নাই।"

অবশেষে তরুণসেন বীরের ন্যায় অক্ষুব্ধ ভাবে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে মহামান্য উজ্জয়িনীবাসিগণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ইতিপূর্ব্বেই মহারাজ আপনাদিগকে একত্র আহ্বান করার কারণ বলিয়া দিয়াছেন। আমি আপনাদের উদ্বেগ দূর করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। কিন্তু মহারাজ, পুনরায় একবার আমাকে আশা দিউন, যে বজ্রবাহুকে আপনার অধীনে প্রদান করিলেই লাবণ্যবতীকে আমি স্ত্রীস্বরূপ পাইব।"

রাজা (তাঁহার মুখশ্রী সাশঙ্কভাবে পরীক্ষা করিয়া)। "তরুণসেন, তোমার কি কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে? বজ্রবাহুকে কি গ্রেপ্তার করেছ?"

তরুণ। "বজ্রবাহুকে যদি গ্রেপ্তার করে থাকি, তবে লাবণ্যবতী আমার পত্নী হন কি না?"

বীর। "বজ্রবাহুকে আনিয়া দাও চাই জীবিত চাই মৃত; এবং লাবণ্যবতী তোমারই হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, একথার আর নড় চড় নাই; এবং আরও শপথ করিব যে তাহার যৌতুকও যথেষ্ট দিব।"

তরুণ। "মহামান্য উজ্জয়িনীবাসিগণ! তোমরা রাজার দিব্য শুনিলে?"

সকলে। "হাঁ আমরা তোমার সাক্ষী রহিলাম।"

তরুণ (সাহসিক রূপে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দৃঢ়স্বরে)। "আচ্ছা তবে এখন বজ্রবাহু আমার আয়ত্তের মধ্যে, তোমাদেরও আয়ত্তের মধ্যে।"

সকলে (গোলমাল করিয়া)। "আমাদের আয়ত্ত সে কোথায়? বজ্রবাহু?"

বীরবাহু। "সে কি জীবিত আছে না মরেছে?"

তরুণসেন। "সে এখনও জীবিত আছে।"

শান্তিধর (ব্যস্তভাবে)। "বেঁচে আছে?"

তরুণ (ধর্ম্মাধ্যক্ষকে বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া)। "আজ্ঞে হাঁ, এখনও জীবদ্দশায় আছে।"

লাবণ্য (সাবিত্রীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)। "শুন্‌লে সাবিত্রি! কথাটা শুনলে? দুরাত্মা এখনও বেঁচে আছে! তাহার এক বিন্দু রক্তও তরুণসেনের নিরীহ হস্তকে কলুষিত করে নাই।"

পারিষদ ধনপতি সিং। "সুরেশ ভায়া! আমি হাজার মোহর তোমার নিকট জিতলাম।"

সুরেশ। "আজ্ঞে সেইরূপ ভাবটাই তো লাগ্‌ছে।"

বীর। "বৎস তুমি এই দেশকে চিরঋণে আবদ্ধ করলে, বিশেষ আহ্লাদের বিষয় যে তরুণসেন দ্বারা এমত মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইল।"

ধনপতি। "মহাত্মন্ সিন্ধুবাসি! আমিও এই রাজকীয় সভার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তোমাকে এই বীরত্ব কার্য্যের সম্পাদন জন্য ধন্যবাদ দিই। আমাদের প্রথম চেষ্টা এই হইবে যে তোমার গুণের উপযুক্ত একটী পুরস্কার নির্ণয় করিয়া তোমাকে দিব।"

তরুণ (লাবণ্যবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)। "আমার প্রার্থিত পুরস্কার ঐ দণ্ডায় মান।"

বীর। "ও পুরস্কার তোমারই হয়েছে। এক্ষণে সে কুকুরকে কোথায় রেখে এলে? বৎস! এখানে তাহাকে লইয়া এস, আমি একবার তাকে দেখি। আমার সঙ্গে তার শেষ দেখার সময় দুরাত্মা বলেছিল 'রাজা আমি তোমার সমান; এই ক্ষুদ্র কুঠরীতে এক্ষণে উজ্জয়িনীর দুই প্রধানতম ব্যক্তি বিদ্যমান।' এখন দেখা যাউক এই অপর প্রধান ব্যক্তিকে বন্দীবেশে কেমন দেখায়।"

দ্বিতীয় বা তৃতীয় সভ্য। "সে কোথায়? তাহাকে এখানে লয়ে এস।" এই প্রস্তাবে অনেকানেক রমণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ঈশ্বরের দোহাই! ঐ রাক্ষসকে এখানে আনিওনা; তাহার দর্শনে নিশ্চয় আমি হতজ্ঞান হয়ে পড়বো!" তরুণসেন একটু হাসিয়া বরং ম্লান ভাবে কহিলেন "রমণীগণ, তোমাদের কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই। বজ্রবাহু তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবে না; তবে তার এখানে আসার দরকার এই যে 'দস্যু কান্তাকে' প্রার্থনা করিবে।" এই বলিয়া তিনি লাবণ্যবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে যুবতী ঈষৎ হাস্য করিলেন।

চন্দ্রনাথ। "বজ্রবাহু কি এই প্রাসাদেই এসেছে?"

তরুণ। "হাঁ এসেছে।"

ধনপতি সিং। "তবে তাকে আনচোনা কেন? আমাদের ধৈর্য্য লইয়া এতক্ষণ তামাসা কর্‌চো কেন?"

তরুণ। "ধৈর্য্য ধরুন! এক্ষণে খেলা আরম্ভ হওয়ার সময় হয়েছে। মহারাজ আসন গ্রহণ করুন; আর আর সকলে রাজার পশ্চাতে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বসুন! বজ্রবাহু এই আসে!"

এই বাক্য শ্রবণ মাত্র কি বৃদ্ধ কি যুবা কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই নক্ষত্র বেগে বীরবাহুর পশ্চাতে গিয়া আশ্রয় লইল। সকলের মনেই ব্যগ্রতা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী দলের লোকেরা এই বজ্রবাহুর আগমন প্রতীক্ষা কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ ও গম্ভীর মুর্ত্তিতে বীরবাহু সিংহাসনে বসিলেন। বোধ হইল যেন বিচারক দস্যু রাজের উপর দণ্ডাজ্ঞা দিবার জন্য বসিয়াছেন। দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে দলে দলে বসিয়া নিঃশব্দে যেন শেষ হুকুম অপেক্ষা করিতে লাগিল। লাবণ্যবতী যেন দেবকন্যার

ন্যায় নিষ্পাপ ও তজ্জন্য নির্ভয় হইয়া তাঁহার সেই বীরনায়কের প্রতি সভক্তি দৃষ্টি অর্পণ করিয়া রহিলেন। ষড়যন্ত্র কারীরা শুষ্ক-মুখে ও দীননয়নে পশ্চাৎ ভাগে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমুদয় নিস্তব্ধ, কাহারও নিশ্বাসের শব্দও শুনা যায় না। তখন তরুণসেন কহিলেন। "এখন তবে সকলে প্রস্তুত হও, সেই ভয়ানক বজ্রবাহু এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের সম্মুখে আসিবে, কাঁপিওনা; সে কাহারও অনিষ্ট করিবে না।"

এই বলিয়া তিনি সভা ছাড়িলেন, দরজার নিকট গেলেন, খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন এবং আপন চোগার মধ্যে মুখ ঢাকিলেন। অবশেষে মস্তক তুলিলেন এবং দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া "বজ্র-বাহু" বলিয়া ডাকিলেন। সে সময় যে কেহ ঐ আহ্বান শুনিল, কাঁপিতে লাগিল। লাবণ্যবতী যেন মুগ্ধ হইয়া আপন প্রিয়ের দিকে কয়েক পদ গেলেন। দস্যুর আগমন শঙ্কায় তাঁহার কম্প হইতেছিল, কিন্তু নিজের অপেক্ষা তরুণসেনের জন্যই তিনি বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কোশলবাসী পুনশ্চ ক্রুদ্ধ ও উচ্চস্বরে "বজ্রবাহু" বলিয়া আহ্বান করিলেন, আপন চোগা ও উষ্ণীশ ফেলিয়া দিলেন এবং দরজা খুলিবার জন্য যেমন কপাটে হাত দিলেন অমনি লাবণ্যবতীর মুখ হইতে এক ভয়ের চীৎকার নির্গত হইল।

"তরুণসেন দাঁড়াও" এই বলিয়া লাবণ্যবতী যেমন তাঁহার দিকে তাড়াতাড়ি গেলেন অমনি—কি আশ্চর্য্য! তরুণসেন আর সেখার নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার স্থানে বজ্রবাহু দণ্ডায়মান এবং হো! হো! করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ছায়া বাজি।

তৎক্ষণাৎ এক আর্ত্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। লাবণ্যবতী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া দস্যুর পতদলে পতিত হইলেন; ষড়যন্ত্রকারীরা ক্রোধ, ভয় ও বিস্ময়ে মৃতবৎ হইল; রমণীরা ইষ্টদেবতার নাম লইতে লাগিলেন; সভ্যেরা প্রস্তরময় মূর্ত্তির ন্যায় আপন আপন স্থানে নিশ্চল রহিলেন; এবং রাজা আপন চক্ষু ও কর্ণের বিষয়ীভূত ব্যাপার গুলিতে সন্দিহান হইতে লাগিলেন।

দস্যু আপন অদ্ভুত ও ভয়ানক বিশ্রীকতার ঐশ্বর্য্যে সজ্জিত হইয়া প্রশান্ত ভৈরব ভাবে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বেশ প্রকৃত দস্যুর ন্যায়; কটিদেশ পিস্তল ও ছোরায় পরিপূর্ণ; মুখভঙ্গী বিশৃঙ্খল ও পাণ্ডু বর্ণ; ভ্রূযুগ কৃষ্ণ ও রোমশ; অধরোষ্ঠ বিকম্পিত; দক্ষিণ চক্ষু একটা বৃহৎ আবরণে আবৃত; বাম চক্ষুর অর্দ্ধেক স্ফীত জড়িত মাংসে আচ্ছন্ন; সে একবার আপনার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া পরে বিমুগ্ধ বীরবাহুর নিকটবর্ত্তী হইল।

"হো! হো!" বজ্রধ্বনিতে সে চীৎকার করিয়া কহিল "তুমি দস্যু বজ্রবাহুকে দেখতে চেয়ে ছিলে না? উজ্জয়িনীর রাজা এই সে হাজির, এবং নিজের বৌ লতে এসেছে।"

বীরবাহু ভীত নেত্রে ঐ ভূতের আদর্শকে দেখিতে লাগিলেন; অবশেষে স্খলিত বচনে কহিলেন "এ সমস্ত কখনই প্রকৃত নয়। নিশ্চয় আমি কোন ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ক্লেশ পাইতেছি।"

ইত্যবসরে ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধর "বাহিরের পাহারা সকল!"

এই বলিয়া দরজার দিকে যাইতে উদ্যত,—এমন সময় বজ্রবাহু দরজায় গিয়া পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এক পিস্তল ধরিল এবং কহিল।

"যে কেহ পাহারা ডাকিবে অথবা আপন জায়গা হইতে এক পা নড়িবে তখনই তাহার মৃত্যু জানিও। নির্ব্বোধগণ! এটা বুঝতে পাচ্ছো না যে যদি পাহারাকে আমি ভয় কর্ত্তেম, তোমাদের ক্ষমতা থেকে পালাবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে কি এ অবস্থায় আট ঘাট বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এসে নিজে ধরা দিতাম? না না আমি ধরা দি ইটি তাহাতে আমি সন্তুষ্টই কিন্তু বলপূর্ব্বক দেই নাই! ধরা আমি ইচ্ছা করে দিলাম এবং সেই মতলবেই এসেছি। বজ্রবাহুকে ধরিয়া কীর্ত্তি লওয়া মর্ত্ত্যের সাধ্য নয়; বিচারের অনুরোধে যদি তাকে হাজির হইতে হয় তবে সে হাজির হইবে, কিন্তু নিজে। তোমরা কি বজ্রবাহুকে যেমন তেমন চোর বিবেচনা করিতেছ যে চৌকীদার দেখে লুকিয়ে বেড়ায় ও জঘন্য পয়সা পেলেই হত্যাকরে? না না তা নয়, বজ্রবাহু সেরূপ সামান্য বদমাস নয়! আমি একজন দস্যুর কাজ করেছি বটে; কিন্তু যে অভিপ্রায়ে করেছি তা অতি মহৎ ও প্রশংসার যোগ্য।"

বীরবাহু। "দুর্গা! এসমস্ত কি সম্ভব?"

সভাগৃহ মধ্যে নিস্তব্ধ ভাব হইল। দস্যুর বাক্য শুনিয়া সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল, দস্যু উদ্ধত ও দম্ভভাবে নরক রাজ্যের রাজার ন্যায় গৃহ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

লাবণ্যবতী যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলেন, অমনি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি দস্যুর উপর পড়িল।

তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন "হা পরমেশ্বর! সে এখনও রয়েছে দেখ্‌ছি! আবার যেন এও বোধ হল যে তরুণসেন যেন—না,

না, তা হতে পারে না ; কুহক দেখে' আমার ভ্রম হয়ে ছিল।"

বজ্রবাহু রাজকন্যার দিকে গেলেন এবং ভূমি হইতে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার আকিঞ্চন করিলেন। তিনি ভয়ে সরিয়া পলাইতে লাগিলেন।

দস্যু তখন পরিবর্ত্তিতস্বরে কহিলেন "না লাবণ্যবতি! তুমি যা দেখেচো তা ভ্রমনয়। তোমার অনুগৃহীত তরুণসেন ও দস্যু বজ্রবাহু ইহারা পৃথক্ ব্যক্তি নয়।"

লাবণ্যবতী হতাশ ভাবে উঠিয়া ও সাবিত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া কহিলেন—"এ মিথ্যা কথা।" রাক্ষস, তুই কখনও তরুণসেন হইতে পারিস না। এরূপ দৈত্য কখনও সেরূপ দেবপুরুষ হইতে পারে নাই! তরুণসেনের কার্য্য সকল দেবের ন্যায় পবিত্র ও কীর্ত্তিজনক—! আমি তাঁহারই নিকট সৎকর্ম্ম ও কীর্ত্তিকর কর্ম্ম ভাল বাসিতে শিখি এবং তিনিই আমাকে ঐরূপ কর্ম্ম নিজে আচরণ করিতে উপদেশ দেন! তাঁহার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির লেশ ছিল না, মহৎকার্য্য সমস্তই তাঁহার বুদ্ধিগম্য ছিল! ধর্ম্ম কার্য্যে ক্লেশ ও শ্রম সহ্য করায় তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন, নির্দ্দোষ আতুরের অশ্রু মুছিয়া দেওয়া তাঁহার অভ্যস্ত ছিল—এই সকল বিষয়েই তরুণসেন যথার্থ গৌরব জ্ঞান করিতেন। তরুণসেন আর তুই! দুরাত্মন্! তোর হস্তে নিহত ব্যক্তিদিগের প্রেতগণ, ঈশ্বরের বিচারালয়ে তোকে—দোষী করিতেছে, তরুণসেনের নাম লইয়া অপবিত্র করিস না।"

বজ্র (সগর্ব্ব ও ব্যগ্র ভাবে)। "লাবণ্যবতি, তবে কি আমাকে ত্যাগ করলে? যে অঙ্গীকার করেছিলে তাহা কি ফেরালে? দেখ লাবণ্যবতি, দেখিলেই বুঝতে পারবে, এই দস্যু আমি ও তোমার তরুণসেন একই ব্যক্তি।"

এই বলিয়া তিনি চক্ষুর আবরণ দূর করিলেন দুই এক বার

আপন মুখের উপর রুমাল বুলাইলেন ; তৎক্ষণাৎ তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইল, রোমশ ভ্রূ ও উন্নত কৃষ্ণকেশ দূরে গেল মুখের ভাব ভঙ্গী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল, কি চমৎকার! সভার সমক্ষে সেই সুন্দর সিন্ধু বাসী, বজ্রবাহু দস্যুর বেশে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায় মান রহিলেন।

বজ্র। "দেখ লাবণ্যবতি! পঞ্চাশবার পুনঃ পুনঃ আমি আমার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিব ; তোমার সম্মুখেই ; তাহাতে এমনি কৌশল থাকিবে যে যত ইচ্ছা ভাল করিয়া দেখ তবু ঠকিয়া যাইবে। তা সে যাই হউক, এক কথা নিশ্চয় জেনো, সে আমিই সেই ব্যক্তি যাকে তরুণসেন বলে তুমি ভাল বাস্‌তে।

রাজা ইতিকর্ত্তব্যতা শূন্য হইয়া তাকাইয়া রহিলেন ও শুনিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার হস্তদ্বয় লোহিত হইতে লাগিল, ও মধ্যে মধ্যে মুখ দিয়া "কি ভয়ানক?" এই বাক্য বাহির হইতে লাগিল। বজ্রবাহু পুনশ্চ উপযাচক ভাবে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল "লাবণ্যবতি, তুমি কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে? আর কি আমি তোমার প্রিয়পাত্র নই?"

লাবণ্যবতী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই দস্যুর পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

বজ্রবাহু তাঁহার শীতল হস্ত গ্রহণ করিয়া চুম্বন করতঃ কহিলেন "লাবণ্যবতি, তুমি কি এখনও আমার!"

লাবণ্য। "তরুণসেন—হায়—তোমার সঙ্গে ভালবাসা - তোমার সঙ্গে দেখা শুনো না হইলেই ভাল ছিল।"

বজ্র। "লাবণ্যবতি, তুমি কি এখনও তরুণসেনের পত্নী হইবে? তুমি কি এখনও 'দস্যুকান্তা' হইতে চাও?"

লাবণ্যবতীর অন্তরে প্রণয় ও ঘৃণা এই উভয় ভাবের সমর হইতে লাগিল। অতি কষ্টকর ব্যাপার হইয়াছিল।

বজ্র। "প্রিয়তমে! আমার কথা শ্রবণ কর। আমি কেবল তোমার জন্য দেখা দিয়াছি—, তোমার জন্য বিচারের হস্তে আত্মাকে সমর্পণ করেছি, তোমারই জন্য হায় তোমার জন্য আমার অকরণীয় কি আছে? তা; লাবণ্যবতি আমাকে হাঁ কি না একটী নিশ্চয় জবাব দাও; তা হইলেই সমস্ত ফুরাইল! লাবণ্যবতি তুমি এখনও কি আমাকে ভাল বাস?"

তিনি একথারও কিছু উত্তর দিলেন না; তবে সুরবালার ন্যায় নায়কের প্রতি এরূপ এক কোমল কটাক্ষ পাত করিলেন, যাহাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, দুরাত্মা তখনও তাঁহার হৃদয়ের প্রভুত্ব ছাড়ে নাই। সাবিত্রীর ক্রোড়ে পড়িয়া তিনি শেষে এই কথা বলিলেন 'নর, তুমি আমাকে যে যন্ত্রণা দিতেছ, তদ্বিষয়ে ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন!"

এই অবসরে রাজাও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন; চক্ষু দিয়া দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল এবং ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠ বিকম্পিত হইল। তিনি বজ্রবাহুর দিকে ধাবমান হইলেন, পারিষদ্‌বর্গ মধ্যে পড়িয়া রাজাকে ধরিয়া থামাইলেন। দস্যুও খুব উদ্ধতভাবে রাজার দিকে অগ্রসর হইল এবং ক্রোধ সম্বরণ জন্য রাজাকে অনুরোধ করিল ও সে কহিল—

"উজ্জয়িনীরাজ, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখবে কি না? এই সকল সম্ভ্রান্ত ভদ্রগণ তোমার প্রতিজ্ঞার সাক্ষী আছেন!"

বীর। "দুরাত্মন্! পাপকারিন্!—আহা, আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য কি কৌশল করিয়াই কন্দী কেঁদেছে। উজ্জয়িনীর অধিবাসীগণ তোমরা বল; এরূপ উত্তমর্ণের নিকট আপন

ঋণ পরিশোধ করা উচিত কি না?—এ বহুদিন ঠকামি ও নরহত্যা কার্য্যে লিপ্ত ছিল, ইহার অস্ত্রে আমাদের অতি সাহসী ব্যক্তিগণ প্রাণ হারাইয়াছেন, এবং সেই হত্যার অর্থে এ ব্যক্তি এখানে সম্ভ্রমসূচক প্রণালীতে চলিতে পারিয়াছে। অবশেষে ভদ্রবেশ ধরিয়া এ আমার নিকট আসিল, এবং দুর্ভাগা লাবণ্যবতীর মন খারাপ করিল। পরে এক কৌশল করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়া এক্ষণে রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে চায়, অভিপ্রায় এই যে, রাজজামাতা হইলে ইহার অপরাধ সকল বুঝি মার্জ্জিত হইবে। উজ্জয়িনী—বাসি গণ! তোমরাই বল এই পাপিষ্ঠের সঙ্গে আমার কথা রক্ষা আবশ্যকীয় কি না?"

সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি। "না, মা, কখনই না!"

বজ্র (গম্ভীর ভাবে)। "যখন কথা দিয়াছ তখন নরকরাজের নিকট দিলেও তাহা রক্ষা করা বচিত। ধিক্ ধিক্ বীরবাহু! তুমি আপন হিসাবে বড় ঠকা ঠকিলে! আমার বোধ ছিল যে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার করচি, কিন্তু এখন সে ভ্রম দূর হইল। (কঠোরস্বরে) উজ্জয়িনীর রাজা আর এক এই শেষবার জিজ্ঞাসা করচি, তোমার রাজকীয় কথা কি তুমি ভঙ্গ করিবে?"

বীরবাহু (প্রভুত্ব ভাবে)। "তোর অস্ত্র শস্ত্র অর্পণ কর্।"

বজ্র। "তবে যথার্থই আমার প্রাপ্য পুরস্কার বন্ধ করিলে? বজ্রবাহুকে তোমার ক্ষমতার অধীনে প্রদান করা ব্যর্থ হইল?"

বীর। "সাহসী তরুণসেনকে লাবণ্যবতী দিব কথা ছিল, নরঘাতক বজ্রবাহুর সহিত আমি কোন বন্দোবস্ত করিনাই; তরুণসেন আসিয়া আমার ভাইঝী প্রার্থনা করলে পাইবে; বজ্রবাহুর ও বিষয়ে কোন দাওয়া নাই। আমি পুনশ্চ বলছি অস্ত্র শস্ত্র নামাও।"

বজ্র। অট্ট হাস্য করিয়া) "নরঘাতক বজ্রবাহু বল্ছো? হাহা! আপনার প্রতিজ্ঞার দিকে মনোযোগ রাখ; আমার নরহত্যার জন্য তোমার এত শিরঃপীড়া কি? সে সব আমার নিজের বিষয়; বিচারের দিন সে বিষয়ে দুই এক কথা আমি জবাব দিতে পারিব।"

শান্তিধর (রাজার প্রতি)। "কি প্রশ্রয়ের উক্তি!"

বজ্র। "ওগো ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার হয়ে দুটো কথা বল; তুমিতো আমাকে বেশ জানই; আমি অনেক দিন তোমার কাছে বেশ খাঁটি হয়ে কাজ করেছি, তাহারতো সন্দেহ নাই! আমার পক্ষে ধর্ম্মাধ্যক্ষ দাদা দুটো কথা বলো।"

শান্তি (ক্রোধে ও উদ্ধত ভাবে)। "পাজি তুই আমাকে সম্বোধন করিস না! তোতে আমাতে কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কি?—মহারাজ, আর বিলম্ব করা বিধি নয়, শীঘ্র প্রহরী ডাকুন।"

বজ্র। "কি! তবে কি আমার আর কোন আশাই নাই? দুর্ভাগ্য বজ্রবাহুর প্রতি কেহই দয়া করিল না?"

কি? কেহই না!—(ক্ষণেক নিস্তব্ধতা) সকলেই অবাক্! সকলেই! বাশ তবে আর কি! তবে আমার অদৃষ্ট নির্দ্ধারিতই হইল। আচ্ছা প্রহরী ডাক!"

লাবণ্য (আর্ত্তরবে সম্মুখে আসিয়া রাজার চরণে পড়িয়া)। দোহাই? ওকে ক্ষমা করুন্—বজ্রবাহুকে ক্ষমা করুন্!"

বজ্র (মহা আহ্লাদে)। "তুমি এমন কথা বললে? হা! হা! তবে এক দেবী বজ্রবাহুর জন্য তাহার অন্তিম কালে প্রার্থনা করচেন!"

লাবণ্য (রাজার বাহুদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া)। "পিতঃ! বন্ধো! উহার প্রতি দয়া করুন্। ও পাপী হয়—ঈশ্বর উহাকে শাস্তি

হবেন। ও পাপী বটে, কিন্তু হায়! লাবণ্যবতী তথাচ উহাকে ভাল বাসে।"

বীর (সক্রোধে কন্যাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া)। "দূর হ, অযোগ্যা মেয়ে! তোর প্রলাপ উপস্থিত হয়েছে।"

বজ্রবাহু স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার উজ্জ্বল নয়নে বাষ্পধারা বিগলিত হইল। লাবণ্যবতী রাজার হাত ধরিয়া মিনতি করত কহিলেন, "যদ্যপি উহার উপর দয়া না রাখেন আমারও উপর না রাখুন্। বজ্রবাহুর উপর যে দণ্ডাজ্ঞা হইবে, তাহা আমারই উপর; আমি নিজের ও বজ্রবাহুর এই উভয়ের প্রাণ রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। পিতঃ! আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না—উহাকে ছাড়িয়া দিন!"

বীর (সক্রোধে ও নিশ্চিত বাক্যে) "বজ্রবাহু এই উচ্ছন্ন যায়।"

বজ্র। "ভাল, এই যে নিরীহ কপোতী তোমার পায়ে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, ইহা দেখে তোমার কি একটুও কষ্ট হচ্ছেনা; দূর হও রাজনামা বন্য! লাবণ্যবতী যত দূর স্নেহের যোগ্য তত স্নেহ কখনই তুমি কর নাই; এখন আর সে তোমার নয়! সে আমার, সে বজ্রবাহুর!"

এই বলিয়া কুমারীকে ধরিয়া তুলিলেন এবং মুখচুম্বন করতঃ কহিলেন,

"লাবণ্যবতি! তুমি আমার, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের পৃথক্ করিতে পারিবে না! আমি যেমন ভাল বাসা চাই, সেইরূপই তুমি আমাকে ভাল বেসেছ; অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, আমি এক্ষণে পরম সুখী ও ভাগ্যকে স্পর্দ্ধা করি। তবে এখন কাজের কথায় লাগা যাউক।"

তিনি মূর্চ্ছাপন্নপ্রায় লাবণ্যবতীকে সাবিত্রীর ক্রোড়ে পুনরর্পণ

করিলেন এবং সভাগৃহের মধ্য স্থলে গিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে অতীতভাবে সম্বোধন করিলেন;—

"উজ্জয়িনীবাসিগণ, আমাকে বিচারের কুঠারমুখে অর্পণ করিতে তোমরা কৃতসংকল্পই হয়েছ! দয়ার বিষয়ে আমার আর আশা বৃথা। সে মন্দ নয়! তোমাদের যেমন অভিরুচি সেইরূপ কর। কিন্তু আমার উপর তোমরা বিচার করিতে বসিবার পূর্ব্বে আমি প্রথম তোমাদের জন কয়েকের বিচার করিয়া সাজা দিই! এখন দেখ, তোমরা আমাকে সুবুদ্ধির প্রাণহন্তা, গুণধরের প্রাণহন্তা, এবং যশঃপ্রিয়ের প্রাণহন্তা বলিয়াই দেখ্‌চো! তা আমি অস্বীকার করি না! কিন্তু কোন্ কোন্ মহাত্মা আমাকে টাকা দিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান, তাঁহাদিগকে তোমরা জানিতে চাও?"

এই বলিয়া তিনি বাঁশীতে ফুঁ দিলেন, অমনি দরজা উদ্ঘাটিত হইল। প্রহরীরা প্রবেশ করিল এবং প্রধান প্রধান ষড়যন্ত্র কারিরা কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে সমর্থ হওয়ার পূর্ব্বেই, তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করা হইল।

বজ্রবাহু দৃঢ়বাক্যে প্রহরীদিগকে হুকুম দিলেন "উহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা কর" "আর আর হুকুমতো দেওয়াই আছে!— উজ্জয়িনীর ভদ্রগণ, ঐ পাপিষ্ঠদিগকে দেখ; উহাদের কর্ত্তৃকই তোমরা সেই তিন মহৎব্যক্তিকে হারাইয়াছ! আমি ঐ হত্যার বিষয়ে এক, দুই, তিন, ঐ চারি ব্যক্তিকে দোষী করি; আর আমাদের সুযোগ্য ধর্ম্মাধক্ষ্য মহাশয় ঐ শ্রেণীর পঞ্চম পদ ভুক্ত।"

দোষীরা নিশ্চল ও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল যে তাহাদের দোষ যথার্থ এবং তাহাদের মধ্যে কেহই বজ্রবাহুর কথার খণ্ডন করিতে সাহসী হইল না। পারিষদেরা একান্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পরস্পর

বলা কওয়া করিতে লাগিলেন—"এ সকলের তাৎপর্য্য কি?" অবশেষে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বুদ্ধি উদ্ভাবন করিয়া কহিলেন "এ এক অতি লজ্জাকর কান্দী, দুরাত্মা আপনার মরণ নিশ্চিত দেখিয়া আমাদিগকেও সঙ্গে টানিতেছে।"

সুরেশ (প্রকৃতিস্থ হইয়া)। "যত দিন বেঁচেছিল, পামর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বদ্‌মায়াসকে অতিক্রম করেছিল; এখন মরণেও সকলের চেয়ে সরস যাচ্ছে।"

বজ্র (গাম্ভীর্য্য রাখিয়া)। "চুপ রহ! আমি তোমাদের সমস্ত মতলব জানি; তোমরা যে সকল লোককে মারিবার জন্য কর্দ্দ করিয়াছ তাহা দেখিয়াছি; তোমাদের সকল বন্দোবস্ত অবগত আছি; এবং এখন যে তোমাদের সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি এই মুহূর্ত্তেই আদালতের লোকে আমার উপদেশ অনুসারে শ্বেতফিতাওয়ালা সব লোককে ধরিতেছে, যাহারা আজ রাত্রে উজ্জয়িনী উল্টাইবার জোগাড়ে ছিল। বৃথা আর কথা কহিও না; কারণ ওজর এখন আর খাটে না।"

বীর (সবিস্ময়ে)। "বজ্রবাহু, এ সকলের তাৎপর্য্য কি?"

বজ্র। "তাৎপর্য্য এইমাত্র যে উজ্জয়িনীর শাসন ও উহার রাজার জীবনের বিপক্ষে এক ঘোর চক্রান্ত হইয়াছিল। বজ্রবাহু তাহা আবিষ্কার ও নিপাত করিয়াছে। আর আপনি যে অতি শীঘ্রই দয়াপূর্ব্বক তাহাকে মৃত্যু মুখে পাঠাইতেছেন, তৎপরিবর্ত্তে দস্যু আপনাকে সেইরূপ অবস্থা হইতে বাঁচাইয়া দিল।

ধনপতি সিং। (দোষীদিগের প্রতি) "সম্ভ্রান্ত উজ্জয়িনীয়গণ, এই ঘোরতর দোষের বিষয়ে তোমরা নিরুত্তর দেখ্‌চি।"

বজ্র। "চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধির কর্ম্ম, কারণ এখন আর পথ কিছু নাই। উহাদের সৈন্যদলকে ইতিপূর্ব্বেই নিরস্ত্র করা হয়েছে

এবং সাধারণ কারাগারের পৃথক্ পৃথক্ অংশে রাখা হয়েছে; তাহাদের কাছে যাইয়া শুনুন বেশি জানিতে পারিবেন। এখন বোধ হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, সভাগৃহের দ্বারে পাহারা রাখা কেন হয়েছিল। দুর্দ্দান্ত বজ্রবাহুকে ধরার জন্য নয়, এই সকল মহাত্মাদিগকে দৃঢ়রূপে কায়দা করার জন্য।”

“এখন তবে উজ্জয়িনীয়েরা, আমার এবং তোমাদের ব্যবহারের তুলনা কর! আমি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া রাজাকে উচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছি; দস্যুর বেশ ধরিয়া দস্যুদিগের দলে গিয়া মিশিয়াছি; তোমাদের নিমিত্ত আমি বৃষ্টি, ঝড়, শিশির রৌদ্র কিছুই গ্রাহ্য করি নাই; তোমরা যখন নিদ্রা গিয়াছ আমি জাগিয়া পাহারা দিয়াছি; আমার জন্যই উজ্জয়িনীর রাজত্ব ও তোমাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে; তত্রাচ কি আমার কার্য্যগুলি পুরস্কারের যোগ্য হয় নাই?

“আমি এ সমস্ত কেবল গুর্জ্জর রাজকন্যা লাবণ্যবতীর জন্য করিয়াছি, এখন তোমরা কি আমার বাগ্দত্তা পত্নীকে লইতে দিবে না? আমি তোমাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি, তোমাদের গৃহিণীদিগের সতীত্ব লম্পটের চুম্বন হইতে রক্ষা করিয়াছি, এবং তোমাদের নিরীহ শিশুগণের গলদেশ ঘাতকের ছুরিকা হইতে রক্ষা করিয়াছি। হা! মানবগণ, তত্রাচ তোমরা আমাকে—ফাঁশি কাষ্ঠে পাঠাইতে চাও?

“এই তালিকায় দৃষ্টি কর! দেখ বজ্রবাহু না থাকিলে তোমাদের মধ্যে কত জনের আজ রাত্রিতেই রক্তস্রাব হইত। আর যাহারা তোমাদিগকে কাটিত তাহাদিগকেও সমক্ষে দেখিয়া লও! চেহারা দেখেই বুঝিতে পারিতেছ না যে উহারা ইতিপূর্ব্বেই ঈশ্বর ও আপন হিতাহিত বুদ্ধি কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়েছে? একজনও কই দোষ স্খলনার্থ

কথা কহিতেছে ? এক জনও ঘাড় নাড়িয়া আমার কথায় দ্বিরুক্তি করিতেছে ? যাহা হউক আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আরও তোমাদিগকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিই।”

তিনি চক্রান্তকারীদিগের দিকে ফিরিলেন, কহিলেন “আমার কথা শুন, তোমাদের মধ্যে প্রথম যে কেহ সত্য ঘটনা স্বীকার করিবে, তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। আমি শপথ করিয়া বল্‌ছি ; আমি সেই দস্যু বজ্রবাহু !”

চক্রান্তকারীরা নীরব রহিল। হঠাৎ গুণেশ সম্মুখে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার পদতলে পড়িল।

সে কহিল। “হে উজ্জয়িনীবাসিগণ, বজ্রবাহুর কথা সমস্তই যথার্থ।”

আর আর চক্রান্তকারীরা সকলেই বলিয়া উঠিল। “সমস্ত মিথ্যা, এ সমস্ত মিথ্যা।”

বজ্রবাহু ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে শ্রোতৃদিগকে কম্পিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষস্বরে কহিলেন “চুপরহ। চুপ রহিয়া আমার কথা শোন, অথবা তোমাদের কর্ত্তৃক হতদিগের প্রেতের কথা শোন।——হাজির হও! হাজির হও!—সময় উপস্থিত হইয়াছে।”

পুনরায় বংশীধ্বনি করিলেন। দ্বার মুক্ত হইল, এবং রাজার সেই অতি শোচিত বন্ধুত্রয় সুবুদ্ধি, গুণধর এবং যশঃপ্রিয় সভায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন! ভাইরে! “আমরা ধোঁকায় পড়িয়াছি” উচ্চৈঃস্বরে এই চীৎকার করিয়া সুরেশ আপনার ছোরা বাহির করিল এবং নিজবক্ষে মূলপর্য্যন্ত বসাইয়া দিল।

এক্ষণে কি আনন্দের ঘটনা উপস্থিত! বীরবাহু যেমন তাঁহার চির বিরহিত মিত্র গণের বাহু পাশে যাইয়া বদ্ধ হইলেন,

তাঁহার শুক্ল শ্মশ্রুপাশ অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল; ঐ তিন মহামান্য প্রবীণেরও নয়ন জল বিগলিত হইতে লাগিল যখন তাঁহারা তাঁহাদের রাজা বন্ধু এবং ভ্রাতার জানু আলিঙ্গন করিলেন! বীরবাহু, এই তিন সুযোগ্য ব্যক্তিকে, এই তিন বীরকে, স্বর্গের এদিকে আর দেখিতে পাইবেন এরূপ আশা করেন নাই এবং পুনশ্চ মর্ত্ত্যে সাক্ষাৎ করিতে পারার দরুণ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এই মহাত্মচতুষ্টয় যাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে যৌবন সময় হইতেই আস্থা করিতেন, প্রৌঢ় অবস্থায় যাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এক্ষণে ইহাঁরা বার্দ্ধক্যে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অমূল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ সাধারণ আস্থার সহিত এই সম্মুখবর্ত্তী ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং প্রাচীন পারিষদ বর্গ বিরহিত বন্ধু গণের সহিত পুনর্ম্মিলনে— আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই আনন্দময় সুখের সমুৎসুকলে বিমুগ্ধ হইয়া কেবল বীরবাহু ও তাঁহার মিত্র দিগকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; চক্রান্তের দল ও আত্মঘাতী সুরেশকে যে প্রহরীরা সভাগৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, ইহা কাহারও দৃষ্টিতে পড়িল না; সাবিত্রী ভিন্ন আর কেহই লাবণ্যবতীকে দেখিল না, যিনি রোদন করিতে করিতে ঐ সুন্দর দস্যুযুবার ক্রোড়ে পতিতা হইয়া মুহুর্মুহুঃ বলিতেছিলেন "বজ্রবাহু তবে একজন খুনে নয়!"

অবশেষে সকলের চৈতন্য হইল। তাঁহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন—এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ হইতেই "জয় উজ্জয়িনীর রক্ষাকারী!" এই প্রথম শব্দ নির্গত হইল। বজ্রবাহু নামে গৃহের ছাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই নামের সঙ্গে সহস্র সহস্র আশীর্ব্বাদও প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

সেই বজ্রবাহু, যাহাকে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সমগ্র সভ্য মণ্ডলী বধমঞ্চে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তিনি এক্ষণে দেবতুল্য প্রশান্ত গম্ভীর মুর্ত্তিতে দর্শক গণের পূজ্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; একবার তাঁহার দৃষ্টি স্বরক্ষিত মানব গণের উপর সদয় ভাবে পতিত হয়, আরবার সানন্দে সেই রমণীর প্রতি পড়ে, যাহাকে পুরস্কার পাইবার জন্য তিনি এ সমস্ত বিপদ সহ্য করিয়া আসিয়া ছিলেন।

বীরবাহু ঐ দস্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া আপন হস্ত বাড়াইয়া দিয়া সম্বোধন করিলেন "বজ্রবাহু!"

তিনি রাজার হস্ত সসম্মানে গ্রহণ করতঃ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমার নাম বজ্রবাহু নয়; আমি সিন্ধু-দেশীয় তরুণসেনও নই। আমার জন্মভূমি গান্ধার দেশ, আমার নাম বিজয়সেন; আমার মর্ম্মান্তিক শত্রু জয়পালের মৃত্যু হওয়ায় আত্মপরিচয় গোপনের আর আমার প্রয়োজন নাই।"

রাজা উদ্বেগ সহকারে বলিয়া "উঠিলেন জয়পাল?" বিজয়সেন কহিলেন "ভয় করিবেন না! ইহা সত্য বটে জয়পালের মৃত্যু আমার হস্তেই হইয়াছে, কিন্তু অন্যায় যুদ্ধে হয় নাই। তাহার খড়্গে যে রক্ত লাগিয়াছিল সে আমার দেহের, চরম সময় তাহার দিব্য জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন স্মরণপুস্তকে আমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা লিখিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ঈর্ষাবশতঃ আমার নামে যে সমস্ত দোষারোপ করে তাহার সম্পূর্ণ অপনোদন করিয়া দিয়াছে; এবং কিরূপে আমি গান্ধারে পুনশ্চ আমার অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারি, এবং কিরূপে আমার কলঙ্কিত খ্যাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহারও উপদেশ

দিয়া গিয়াছে। তদনুসারে কার্য্য করায় আমার চেষ্টাও নিষ্ফল হয় নাই ; এক্ষণে গান্ধারের সকল লোকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে জয়পাল অকারণ চাতুরী করিয়া আমার নির্ব্বাসন বিধান করাইয়াছিল এবং আমার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত বহুপ্রকার চক্রান্ত করিয়াছিল। ঐ সকল চক্রান্তের জন্যই আমার নিজ রূপ পরিত্যাগ ও ছদ্মবেশে জীবন যাপনের প্রয়োজন হয়। অনেক স্থান ঘুরিয়া অবশেষে দৈবের ইচ্ছায় উজ্জয়িনীতে আসিয়া পড়িলাম ; চেহারা এত পরিবর্ত্তন হইয়াগিয়াছিল, যে ধরা পড়ার ভর ছিল না ; কিন্তু ডর এই ছিল (যুক্তি সঙ্গতও বটে) যে পাছে আপনার সহরের রাস্তায় অনাহারে মারা যাই। এই অবস্থায় দৈবগত্যা দস্যুদের সঙ্গে পরিচয় হইল, যাহারা ঐ সময় সহরে উপদ্রব করিত, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের দলে মিশিলাম। অভিপ্রায় কতকটা এই যে রাজ্যকে উহাদের জঞ্জাল হইতে পরিষ্কার করিব। কতকটা আর এই যে উহাদের দ্বারা উহাদের নিয়োগকর্ত্তা বড় বড় বদমায়েস দিগকে জানিয়া লইব ! আমার চেষ্টা সফল হইল ; দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দিলাম এবং লাবণ্যবতীর সম্মুখেই তাহাদের দলপতিকে বধ করিলাম। এখন উজ্জয়িনীর মধ্যে আমিই কেবল এক দস্যু রহিলাম ; প্রত্যেক পাজীই আমার নিকট কাজের জন্য আসিতে লাগিল ; আমি ষড়যন্ত্র কারিদের সমস্ত মতলব বুঝিয়া লইলাম, যেমন এখন আপনিও বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি দেখিলাম যে রাজার তিন বন্ধুকে মারা স্থির সিদ্ধান্তই হয়েছে তখন দলের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্টতা দেখাইবার জন্য ঐ তিন জন যে আমার হাতেই মরেছেন, এটা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হইল। আমার আপন মতলব যে মাত্র স্থির হইল অমনি তাহা যশঃপ্রিয়কে জানাইলাম , কেবল তিনিই আমার এই রহস্য সমগ্র

জ্ঞাত ছিলেন। তিনি রাজার নিকট আমাকে নিজ মৃতবন্ধুর পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন; তিনি আপন উপদেশ দ্বারা আমার সাহায্য করিতে লাগিলেন; রাজা ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণ ভিন্ন অন্য কেহই যে সকল প্রকাশ্য উদ্যানে প্রবেশ করিতে না পায়, সেই সকল উদ্যানের কুঞ্চিকা তিনিই আমাকে দেন, যদ্দ্বারা সময় সময় শত্রুরা আমার অনুগমনে অসমর্থ হইত; তিনি আমাকে রাজপ্রাসাদের অনেকানেক গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা আমি অলক্ষিত ভাবে রাজার শয়ন গৃহে পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারিতাম; যখন তাঁহার লুক্কায়িত হওয়ার সময় উপস্থিত হইল, তিনি আগ্রহের সহিত কেবল আমাদের মাত্র জানিত এক অতি গোপনীয় স্থানে গিয়া বাস করিতে সম্মত হইলেন। কেবল নিজে নয়, সুবুদ্ধি ও গুণধরকেও বুঝাইয়া সঙ্গে লইলেন যে তাঁহারা বর্ত্তমান দিনের পর কার্য্যসিদ্ধির সময় পর্য্যন্ত নির্জ্জন বাস করিবেন এবং তৎপরে পুনরায় স্বাধীন হইবেন। এখন আর দস্যুরা নাই; চক্রান্ত কারিরা শৃঙ্খলবদ্ধ হয়েছে; আমার অভিপ্রায় গুলি সুসম্পন্ন হয়েছে; তবে এখন হে উজ্জয়িনীয়গণ! এখনও যদি তোমরা আমাকে ফাঁশির,উপযুক্ত বিবেচনা কর, এখনই ফাঁশি দাও, দস্যু বজ্রবাহু হাজির!”

রাজা, পারিষদবর্গ ও সমস্ত সম্ভ্রান্তগণ এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন “সে কি কথা? তোমাকে ফাঁশি দিব?” তখন সকলেই সেই বীরকর্ম্মা গান্ধারবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বীরবাহু চক্ষুর এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া কহিতে লাগিলেন “হে বজ্রবাহু, তুমি যেরূপ দস্যু হইয়াছিলে তদ্রূপ দস্যু হইতে পারিলে আমি আমার এই রাজমুকুট স্বচ্ছন্দে প্রদান করিতে

সম্মত! তুমি না এক সময় আমাকে বলিয়া ছিলে 'রাজন্ তুমি এবং আমি এই দুই জন উজ্জয়িনীর মধ্যে বড় লোক' কিন্তু হায় রাজার অপেক্ষা দস্যু কত দূর বেশী বড় দাঁড়াইল! লাবণ্যবতী অপেক্ষা বহুমূল্য রত্ন সংসারে আর আমি কিছুই বিবেচনা করিনা; সম্রাটের মুকুট অপেক্ষা লাবণ্যবতী আমার প্রিয়তর বস্তু; লাবণ্যবতী এখন তোমার।"

লাবণ্যবতী "বজ্রবাহু!" এই সম্বোধন করিয়া ঐ সুন্দর দস্যুর দিকে নিজ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। দস্যুও কহিলেন "তবে জিত আমার! লাবণ্যবতী দস্যুরই পত্নী হইল!" এবং তখন সেই লজ্জানম্রমুখী কুমারীকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

উপসংহার।

তবে এক্ষণে বোধহয় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা, যদি আমরা বৃদ্ধ রাজা ও তাঁহার সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীর মধ্যে বিজয় সেনকে নিশ্চিন্ত ভাবে বসাইয়া তাঁহার মুখে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি বর্ণনা করাই—জয়পালের তাঁহার প্রতি শত্রুতার কারণ কি, কিরূপে তিনি প্রভাবতীকে হারাইয়াছিলেন, কি কি দোষ তাঁহার বিপক্ষে আরোপ করা হইয়াছিল, কিরূপে তিনি তাঁহার শত্রু প্রেরিত ঘাতক গণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন, কিরূপে বহুকাল তিনি এস্থান ওস্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিরূপে তিনি (কলিঙ্গ দেশে কতকগুলি বাজীকরের দলে থাকার সময়ে) ভিক্ষুক বজ্রবাহু হইতে সম্ভ্রান্ত তরুণসেন পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় ছদ্ম বেশ

ধরিতে শিখিয়াছিলেন, কিরূপে এই ছদ্মবেশে অবন্তি রাজ্যে আগমন করিলেন, কিরূপে যশঃপ্রিয়ের মুখে তাঁহার আর উদ্দেশ কেহ বড় করেনা, ইহা অবগত হইয়া উজ্জয়িনীতে আপন প্রকৃত রূপেই বেড়াইতেন, কিরূপে জয়পাল উজ্জয়িনী আসিয়া পুনরায় লুক্কায়িত হইলেন; কিরূপে তাহাকে একাকী দেখিতে পাইয়া যুদ্ধ করতঃ নিজে অনেক জায়গায় আঘাত পাইলেন কিন্তু পরিণামে জিতিলেন; কিরূপে জয়পালের মৃত্যু দ্বারা রাজার ভয় আরও বৃদ্ধি করিলেন, কিরূপে ধনেশের ষড়যন্ত্রণা সূত্রে কৌশল করিয়া রাজার নিকট লাবণ্যবতী প্রার্থনা করিলেন; পাছে তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে তরুণসেন ভাবেই পছন্দ করেন—বজ্রবাহু ভাবে অবজ্ঞা করেন এই ভাবিয়া কতই ভীত হইয়াছিলেন; দস্যু ভাবে ভয় দেখাইয়া লাবণ্যবতীর প্রণয়ের কিরূপ পরীক্ষা দেখিয়াছিলেন; যদ্যপি সে পরিক্ষায় তিনি না উত্তীর্ণ হন তাহা হইলে কিরূপে ঐ চঞ্চলা বালাকে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন; ইত্যাকার অন্যান্যও অনেকগুলি কিরূপে; কেন; কি নিমিত্ত পরম্পরা; যাহার মীমাংসা না হইলে, আমার বোধ হয় এই গল্পের অনেক অংশ রহস্য মধ্যে রহিয়া গেল কিন্তু বিজয় সেনের গল্প আরম্ভ করিবার পুর্ব্বে আমি দুইটী প্রশ্ন করিতে চাই।

প্রথম। যে প্রণালীতে আমি গল্প বলিতেছি তাহা পাঠকগণের প্রীতিকর কি না? দ্বিতীয়। যদিই তাহা পাঠকগণের প্রীতিকর হয়, তবে এই সকল গল্প বলার অপেক্ষা অন্য কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে আমার সময় ক্ষেপ করা ভাল কি না?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে হয়ত আমি পুনরায় লেখনী ধারণের চেষ্টা দেখিব। এক্ষণে পাঠক ও পাঠিকাগণ আপাততঃ বিদায়!

সমাপ্ত।

লাবণ্যবতী।

উপন্যাস।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

ইংরাজী গ্রন্থবিশেষ হইতে

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১৮৭৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

Printed By Mathooranath Chatterjee.
At the New Sanskrit Press. 14, Goa Bagan Street.
CALCUTTA.

Published by Harimohan Mookerjea.

বিজ্ঞাপন।

গল্পটী ভাল লাগায় ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলাম। ইংরাজী নাম শুনিতে কর্কশ হইবে বলিয়া দেশী নাম ব্যবহার করিয়াছি। এই পুস্তক বড় হইবার আশঙ্কায় স্থানে স্থানে অল্প অল্প ছাড়িলাম এবং পুস্তক পাঠকগণ একবার গল্পটী আদ্যন্ত পড়িলে সমুদয় শ্রম সার্থক বোধ করিব ইতি।

অনুবাদকস্য